পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 179 Thursday, 30 May, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১৭৯ সংখ্যা ❋ ১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১, বৃহস্পতিবার, ৩০ মে, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘বিজেপি আর ক্ষমতায় ফিরছে না’, মমতা কীভাবে এত নিশ্চিত হচ্ছেন?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ মেঃ বৃহস্পতিবার দুপুর তখন আড়াইটে। সপ্তম দফার ভোটের আগে এদিনই শেষ প্রচার। সুকান্ত সেতু থেকে তাঁর পদযাত্রা শুরু করার মুহূর্তেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করলেন, তিনি ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন। তিনি নিশ্চিত। ‘‘বিজেপি আর ক্ষমতায় ফিরছে না।’’ এদিন প্রথম নয়। এ বার লোকসভার ভোটের অনেক আগে থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ কথা বলছেন। নবান্নে আমলাদের সঙ্গে আলোচনায়। সাংবাদিকদের সঙ্গে আড্ডায়। জনসভায়। প্রচারে। বারবার তিনি এই কথাটাই বলছেন, বিজেপি এবার আর ক্ষমতায় ফিরবে না। সম্প্রতি বনগাঁর একটি সভা থেকে মমতা এও বলেন, বিজেপির বড় জোর ১৯০ থেকে ১৯৫টি আসনে জিতবে। কৌতূহলের বিষয় হল, এটা স্রেফ কথার কথা! নরেন্দ্র মোদি যেভাবে বলছেন, ইস বার চারশ পার। মমতা কি সেভাবেই তার পাল্টা হিসাবে বলছেন এ কথা! পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, হতে পারে সেটাই। দলকে চাঙ্গা রাখতে এবং ভোটে ধারনা তৈরির চেষ্টায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ কথা বলছেন। তবে এও মনে রাখতে হবে যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির ভরাডুবিরও সাক্ষী। ২০০৪ সালের লোকসভা এনডিএর শরিক ছিলেন মমতা। সেবার ভোটের প্রচারে বিজেপি ঝড় তুলেছিল। তামাম সমীক্ষা দাবি করেছিল যে বিজেপি একাই সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজনীয় আসন পেয়ে যাবে। কেউ কেউ বলছিলেন, অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে এনডিএ ৩০০ পার করবে। কিন্তু দেখা যায়, বিজেপি দেড়শও পার করতে পারেনি। বিজেপির সঙ্গে থাকায় বাংলায় ভরাডুবি হয়েছিল তৃণমূলেরও। দক্ষিণ কলকাতা লোকসভায় একা জিতেছিলেন মমতা। প্রশ্ন হল, মমতা কি তেমন কোনও ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছেন? কারণ, বর্তমান সময়ে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর মতো অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও পোড় খাওয়া রাজনীতিক বিরল। মমতার এ কথায় অবশ্য আমল দিতে চাননি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বাংলায় বিজেপির সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বরং মুচকি হেসে বলছেন, কত জন মন্ত্রী আর বিধায়ক আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল তা ৪ তারিখের পর বলব। বাংলায় গেরুয়া সুনামি আসছে। শেষ দফার ভোটেও চমকপ্রদ ফল হবে। দু'দিন আগে একটি সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দাবি করেছিলেন, ‘‘বাংলায় বিজেপির সবচেয়ে ভাল ফল হবে’’। সেদিনই আবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, প্রথম ৬ দফায় যে ৩৩টি আসনে ভোট হয়েছে তার মধ্যে ২৩টিতে জিতে গেছে তৃণমূল। তবে ঘটনা হল, দু'দলেরই বহু নেতা ঘরোয়া আলোচনায় স্বীকার করছেন, এবারের ভোটে সবটা বোঝা যাচ্ছে না। সাইলেন্ট ভোটিং হচ্ছে। তৃণমূল বিজেপি-দুই যুযুধান দলের অনেকে মানছেন যে বহু আসনে ফিফটি-ফিফটি পরিস্থিতি।

সব ঠিক থাকলে নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসছে না

শেষ দিনের প্রচারে বললেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ মেঃ শুরু হয়েছিল দুপুর আড়াইটে নাগাদ। সন্ধ্যা ৫টা ৩৫ নাগাদ শেষ হল। শুরু সুকান্ত সেতুর কাছে। শেষ গোপালনগরে। বৃহস্পতিবার যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের সুকান্ত সেতুতে ভাষণ দিয়ে পদযাত্রা শুরু করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশে ছিলেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্র, যাদবপুরের প্রার্থী সায়নী ঘোষ, রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, রাসবিহারীর বিধায়ক তথা দক্ষিণ কলকাতা তৃণমূলের জেলা সভাপতি দেবাশিস কুমার। যাত্রাপথে সেই মিছিলে যোগ দেন দলের অন্য নেতারা। অনেকে আবার মিছিল থেকে বেরিয়ে নিজেদের এলাকায় শেষ বেলার প্রচার সারতেও চলে যান। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে ১২ কিলোমিটার হেঁটে গোপালনগরে এসে এ বারের লোকসভা ভোটের প্রচার শেষ করেন মমতা। দেশ জুড়ে সপ্তম তথা শেষ দফার ভোটগ্রহণ আগামী শনিবার। নিয়ম অনুযায়ী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টায় শেষ হয়েছে এ বারের লোকসভা ভোটের প্রচার। শনিবার দক্ষিণবঙ্গের ৯টি লোকসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ। তার মধ্যে রয়েছে যাদবপুর এবং কলকাতা দক্ষিণও। বৃহস্পতিবার এই কেন্দ্রেই পায়ে হেঁটে জনসংযোগ করলেন মমতা। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের সুকান্ত সেতুতে একটি মঞ্চ গড়া ছিল মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা করার জন্য। কিন্তু তিনি সেই মঞ্চে ওঠেননি। রাস্তায় দাঁড়িয়েই মাইক হাতে বক্তৃতা করেন তিনি। সুকান্ত সেতুতে মমতা বলেন, ‘‘যাদবপুরকে ভুলতে পারি না। আপনারা প্রতি বারের মতো এ বারও ভোটটা তৃণমূল কংগ্রেসকে দেবেন। দায়িত্ব নিয়ে কথাগুলো বলছি, খুব সম্ভবত, কাউন্টিংয়ে যদি সব ঠিকঠাক হয়, নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসছে না।’’ এর পর কেন বিজেপিকে ভোট দেওয়া উচিত নয়, তা-ও জানান মমতা। তিনি জানান, রেশন দেবে বলে দেয়নি বিজেপি। ১০০ দিনের কাজের টাকা দেয়নি। ‘‘সেই বিজেপিকে ভোট নয়’’, ডাক দেন মমতা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কন্যাকুমারীতে ধ্যানে বসার কথা প্রধানমন্ত্রী মোদির। তা নিয়েও কটাক্ষ করেছেন মমতা। তিনি বলেন, ‘‘আপনি ধ্যান করবেন, ক্যামেরা সঙ্গে নিয়ে কেন?’’ যাদবপুরে বেশ কিছু কলোনি রয়েছে, যেখানে বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তুরা এসে বসবাস করছেন। তাঁদের উদ্দেশেও বার্তা দিয়েছেন মমতা। মনে করিয়ে দিয়েছে, তাঁর সরকার জমির পাট্টার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তিনি বলেন, ‘‘কলোনি বলব না। বলব স্থায়ী ঠিকানা। একই ভাবে থাকবেন। বস্তি যেন না বলি। উত্তরণ বলব। ওঁদের ছেলেমেয়েরা এমএ, বিএ পাশ করেছে।’’ এর পরেই পদযাত্রা শুরু করেন মমতা। পায়ে সাদা চটি। পাশে সায়নী। তাঁর পায়েও সাদা চটি। সঙ্গে ছিলেন মহুয়া, অরূপ, দেবাশিস। তাঁদের সকলের পায়ে স্নিকার্স। মমতার পিছনে মাথায় কলসি নিয়ে নাচ করতে করতে এগিয়ে যান সাঁওতালি মেয়েরা। তাঁদের পায়েও ছিল সাদা স্নিকার্স। পিছনে তৃণমূলের পতাকা হাতে হেঁটেছেন দলীয় কর্মী-সমর্থকেরা। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র শেষে মিছিল ছেড়ে বেরিয়ে যান সায়নী। এর পর মিছিল ঢাকুরিয়া, গড়িয়াহাট ক্রসিং হয়ে এগোতে থাকে বালিগঞ্জ ফাঁড়ির দিকে। সেখান থেকে বাঁ দিকে বেঁকে এগোয় ল্যান্স ডাউনের পথে। গড়িয়াহাটে মিছিলে যোগ দেন বালিগঞ্জের বিধায়ক তথা রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়, কসবার বিধায়ক তথা বিপর্যয় মোকাবিলা মন্ত্রী জাভেদ খান। যোগ দেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী, কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। মিছিল থেকে সরে যান অরূপ। পদযাত্রা যখন রাস্তা দিয়ে চলছে, তখন বহু রাস্তার ধারে ছিল বাঁশের ব্যারিকেড। ল্যান্স ডাউনের কাছে হলুদ শাড়ি পরা এক মহিলা শিশু কোলে ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করেন। পুলিশ বাধা দিলে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করেন। তখনই মমতা এগিয়ে যান। তাঁর কোলে নিজের একরত্তি শিশুকে তুলে দেন মহিলা। সেই অনুরোধই পুলিশকে করছিলেন তিনি। কিছু দূর এগিয়ে নীল পাড় সাদা শাড়ি পরে এক মহিলা ব্যারিকেডের নীচ দিয়ে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন মমতার দিকে। তাঁর উদ্দেশ্য, এক বার নেত্রীর পায়ে হাত দেবেন। মমতা সেই মহিলার প্রণাম গ্রহণ করেন। এর পর মিছিল পদ্মপুকুর হয়ে, যদু বাবুর বাজার, হরিশ মুখার্জি রোড ধরে এগিয়ে শেষ হয় গোপালনগরে।

‘বাঁচিয়ে রাখুন! ৪ তারিখ গোটা দেশ হবে সবুজময়’

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৩০ মেঃ শেষবেলার প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে প্রচার চালালেন। র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন অসংখ্য তৃণমূল কর্মী ও সমর্থক। উচ্ছ্বাস আর উত্তেজনার মধ্য দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তার বক্তব্য রাখেন। প্রচারের সময় দেখা যায়, বেশ কিছু কর্মী ও সমর্থক সবুজ আবির মেখে এসেছেন। অভিষেক তা লক্ষ্য করে বলেন,

‘‘এ কী! এখনই সবুজ আবির মেখে ফেলেছেন। সবুজ আবির বাঁচিয়ে রাখুন। ৪ তারিখ গোটা দেশ সবুজময় হবে।’’ তার এই মন্তব্যে উপস্থিত জনতার মধ্যে হাততালির ঝড় ওঠে। উন্মাদনা ছড়ায় গোটা র‍্যালিতে। অভিষেক আরও বলেন, ‘‘ডায়মন্ড হারবারে তৃণমূলের কোনও দলের সঙ্গে লড়াই নেই। এখানে তৃণমূলের লিড নিয়ে এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের লড়াই হবে।’’ তাঁর এই মন্তব্যে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে শেষবেলায় আরও উৎসাহের সঞ্চার করে। একের পর এক সমর্থকের ভিড়ের মধ্যে, তৃণমূলের পতাকা হাতে এক বৃদ্ধা ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে জানান, তার বাড়ির বিদ্যুতের মিটার খারাপ হয়ে গিয়েছে। প্রবল হট্টগোলের মধ্যেও অভিষেক তাকে কাছে ডেকে তার অভিযোগ শুনেন এবং সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেন। এইভাবে, ডায়মন্ড হারবারে শেষবেলার প্রচারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এলাকার কর্মী ও সমর্থকদের উৎসাহ বাড়ান। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক যাত্রা শুরু হয় ২০১৪ সালে, যখন তিনি প্রথমবার লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সেসময় তার প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলেন সিপিএম প্রার্থী ডা. আবুল হাসনাত, যিনি ৩৪.৬৬ শতাংশ ভোট পান। কিন্তু ২০১৯ সালে, সিপিএমের ফুয়াদ হালিম কাস্তে-হাতুড়ির প্রতীক নিয়ে মাত্র ৬.৬৭ শতাংশ ভোট পান। বামপন্থী ভোটের একাংশ বিজেপিতে চলে যাওয়া, বিজেপি প্রার্থী ৩৩.৩৯ শতাংশ ভোট পান। শুধু বামপন্থী ভোটাররাই নয়, ফলতার বিধান পাড়ুইয়ের মতো ডায়মন্ড হারবারের বহু সিপিএম নেতাও বিজেপিতে যোগ দেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২০১৪ সালে প্রাপ্ত ৪০.৩১ শতাংশ ভোটের সমর্থন ২০১৯ সালে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে ৫৬.১৫ শতাংশে পৌঁছায়।

ইন্ডিয়া ব্লকের প্রধানমন্ত্রী ‘মুখ’ কে? সপ্তম দফার ভোটের আগেই বড় ঘোষণা কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৩০ মেঃ ছয় দফায় নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে ইতিমধ্যেই। আগামী ১ জুন সপ্তম দফার ভোটগ্রহণ। আজই ছিল জন্য প্রচারের শেষ দিন। এই আবহে ইন্ডিয়া ব্লকের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নিয়ে বড় ঘোষণা করল কংগ্রেস। এর আগে কংগ্রেসের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল, ১ জুন দিল্লিতে তারা ইন্ডিয়া ব্লকের বৈঠক করবে। অবশ্য তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই বৈঠকে যাবেন না বলে জানিয়েছেন। রাজ্যে ত্রাণ কাজের তদারকি করার জন্যেই দিল্লি যেতে পারবেন না বলে দাবি করেন মমতা। এর আগে তিনি আবার এক জনসভা থেকে বলেছিলেন, ইন্ডিয়া ব্লক সরকার গড়লে তিনি বাইরে থেকে সমর্থন করবেন। যা নিয়ে অনেক জল্পনা তৈরি হয়েছিল। এই আবহে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বৃহস্পতিবার দাবি করেন যে এই লোকসভা নির্বাচনে ইন্ডিয়া ব্লকের জয়ের বিষয়ে তারা আশাবাদী। এই আবহে লোকসভা নির্বাচনে ‘নির্ধারক ম্যান্ডেট’ অর্জন করার ৪৮ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে তারা প্রধানমন্ত্রী পদের প্রার্থী চূড়ান্ত করতে পারে বলে জানিয়েছেন জয়রাম রমেশ। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, জোটে যে দলের সবচেয়ে বেশি আসন থাকবে, তাদরই নেতৃত্বের দাবি করা যুক্তিযুক্ত। সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে জয়রাম রমেশ বলেন, ‘‘এনডিএ ২৭২-এর ম্যাজিক ফিগার পার করতে পারবে না।’’ এদিকে জয়রাম রমেশ আরও দাবি করেন, ইন্ডিয়া ব্লকের সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত হলে এনডিএ-তে থাকা অনেক দলই তাদের দিকে ঝুঁকতে পারে। সেই সময় কংগ্রেস হাই কমান্ড তাদেরকে জোটে নেওয়ার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানান জয়রাম রমেশ। এদিকে এর আগে রাহুল গান্ধি সম্প্রতি দাবি করেছিলেন, ৪ জুন ইন্ডিয়া ব্লক সরকার গঠন করবে। তা নিয়ে দেবেন্দ্র ফড়ণবীস সব বিজেপির একাধিক শীর্ষ স্থানীয় নেতা রাহুলকে কটাক্ষ করেছেন। এদিকে গত সোমবারও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘মোদি ক্ষমতায় ফিরবে কি না জানি না। তবে মোদির ক্ষমতায় না ফেরার সম্ভাবনাটাই বেশি।’’

‘নোনা জলে সোনা ফলে’ শাহজাহানের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করল ইডি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ মেঃ বৃহস্পতিবার ইডি তৃণমূলের বহিষ্কৃত নেতা শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করল। এর আগে সিবিআই তার বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিয়েছিল। এবার ইডির পালা। শেখ শাহজাহান, তার ভাই ও আরও দুজন অভিযুক্তের নামে এই চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে। সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে এই চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে। আর্থিক নয়ছয়, প্রতারণা সংক্রান্ত মামলায় এই চার্জশিট। ইডি জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ অন্তত ১৩টি এফআইআর করেছিল। তার ভিত্তিতেই এই তদন্ত শুরু হয়। তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনেও মামলা হয়েছিল। সেই এফআইআরে উল্লেখ করা হয়েছিল শেখ শাহজাহান ও তার সঙ্গীরা একেবারে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। মারধর, খুন, তোলাবাজি সহ নানাভাবে তারা এই পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। ইডি তার বিবৃতিতে জানিয়েছে, শেখ শাহজাহান গোটা এলাকায় একেবারে দুষ্কৃতীরাজ কায়েম করেছিল। জমি ছিনিয়ে নেওয়া, অবৈধভাবে মাছের ভেড়ি তৈরি করা, অবৈধভাবে কর বা লেভি আদায় করা ও জমি বেচাকেনার জন্য কমিশন আদায় করা, ইট ভাটা কেড়ে নেওয়া সহ একাধিক ক্ষেত্রে শাহজাহান তার সাম্রাজ্য

বিস্তার করেছিল। কার্যত বলা হল লোনা জলে সোনা ফলেউল্লেখ ইডির চার্জশিটে। এদিকে তদন্তে নেমে ইডি অনেকের সঙ্গে কথা বলে। কৃষক, আদিবাসী, মাছের ব্যবসায়ী, এজেন্ট, আমদানিকারক, জমির মালিক, ঠিকাদার, সহ অনেকজনের সঙ্গে কথা বলেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। ইতিমধ্যে ইডির তরফে তল্লাশি চালিয়ে তিনটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তার মধ্যে শাহজাহান ও তার ভাই আলমগীরের গাড়ি রয়েছে। এদিকে এর আগে ইডি একাধিক স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। সব মিলিয়ে ২৭.০৮ কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তদন্তে দেখা গিয়েছে, প্রায় ২৬১.৪১ কোটির অপরাধ (প্রসিডস অফ ক্রাইম) সংগঠিত করেছিল বলে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন। নকল ঠিকাদার দিয়ে সরকারি টাকা লুঠ করার অভিযোগও শাহজাহানের বিরুদ্ধে। এদিকে বুধবার সন্দেশখালিতে গিয়ে বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে যে বিষয়টি উঠে এসেছে তা কার্যত হাড়হিম করা ব্যাপার। একাধিক বাসিন্দা দাবি করেন যে তাদের চাষের জমি জোর করে কেড়ে নিত শাহজাহান বাহিনী। সেখানে লোনা জল ঢুকিয়ে দিত। আর সেই জলেই চাষ হত। কিন্তু সেই চাষের জমি কেড়ে নেওয়ার বিনিময়ে একবার টাকা দিলেও আর তারা টাকা দিতে চায়নি। টাকা চাইলেই চলত অত্যাচার। তবে এখনও আতঙ্কে কাঁটা হয়ে রয়েছেন বাসিন্দারা। তাদের দাবি, শাহজাহানরা ফিরে এলেই ভয়াবহ অত্যাচার শুরু করবে। সিপিএম আমলেও এমন অত্যাচার হত না।

সপ্তম দফায় ‘ব্রহ্মাস্ত্র’ নিয়ে নামছে কমিশন, ‘খেলা’ কিন্তু বেশ কঠিন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ মেঃ ১ জুন শেষ দফার ভোট। বাংলার ৯ লোকসভা কেন্দ্রে ভোট। কলকাতা উত্তর, কলকাতা দক্ষিণ, যাদবপুর, দমদম, বারাসত, বসিরহাট, জয়নগর, মথুরাপুর, ডায়মন্ড হারবারের ভোট। শেষ দফা ভোটে পাখির চোখ কমিশনের। নির্বিঘ্নে ভোট করতে শেষ দফায় ‘ফুল ফোর্স’ নিয়ে নামছে কমিশন। সবথেকে বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকছে এই দফার ভোটে। শুধু লোকসভা ভোটই নয়, এদিন বরাহনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনও। এই ভোটও যথেষ্ট হাইভোল্টেজ। শতবর্ষ পার করেছেন এমন হাজারেরও বেশি ভোটার রয়েছেন এই দফায়। সপ্তম দফার নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকছে ৯৬৭ কোম্পানি। পুলিশ জেলার নিরিখে কলকাতায় থাকছে ২৪৬ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। বারাসতে ৮১ কোম্পানি, ব্যারাকপুরে ৮১ কোম্পানি, বারুইপুরে ১৬০ কোম্পানি, বসিরহাটে ১১৬ কোম্পানি, বিধাননগরে ৫৯ কোম্পানি, ডায়মন্ড হারবারে ১১০ কোম্পানি, সুন্দরবনে ১১৪ কোম্পানি। সপ্তম দফায় এক ধাপে বেড়েছে কুইক রেসপন্স টিম বা কিউআরটি। ১ জুন থাকছে ১৯৫৮ কিউআরটি। সপ্তম দফায় কলকাতার ভোট রয়েছে। কলকাতায় থাকবে ৬০০ কিউআরটি। কমিশনের দাবি, এবার মাত্র ১৫ মিনিটে স্পটে পৌঁছে যাবে কিউআরটি।

শুভেন্দু বসিরহাটে বললেন, ‘নিমন্ত্রণ পত্র এসে গেছে, শওকত মোল্লা এখন ব্যাগ গোছাচ্ছেন’

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ৩০ মেঃ প্রচারের শেষদিনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শওকত মোল্লাকে নিশানা করলেন শুভেন্দু অধিকারী। জেলে যাওয়ার জন্য তিনি এখন ব্যাগ গোছাচ্ছেন বলে মন্তব্য করেন বিরোধী দলনেতা। সন্দেশখালি কাণ্ডে ধৃত শেখ শাহজাহানের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, ‘‘এখন নিজে কাঁদছিল। আর দু'দিন আগে বলেছে, ওকে নাকি আমরা গ্রেফতার করিয়েছি বসিরহাট আসন নেওয়ার জন্য। জেলে বসে বলছেন তিন লক্ষ ভোটে জিতবেন।’’ এরপরেই শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘‘একজন জেলে বসে সব শুনছে, অন্যজন ব্যাগ গোছাচ্ছেন, শওকত মোল্লা। ওপারে ক্যানিং। ব্যাগ গোছাচ্ছেন। নিমন্ত্রণপত্র এসে গেছে।’’ মঙ্গলবার রাতেই কয়লা পাচার কাণ্ডে ভাঙড়ের তৃণমূল পর্যবেক্ষক শওকত মোল্লাকে তলব করে সিবিআই। বুধবার সকালেই তাঁকে নিজাম প্যালেসে ডাকা হয়। তবে রাজনৈতিক কর্মসূচি রয়েছে বলে জানিয়ে হাজিরা দেননি শওকত। চিঠি লিখে তিনি সিবিআইকে জানিয়ে দেন ভোট মিটলে হাজিরা দেবেন। শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর, যাদবপুর, মথুরাপুর এবং ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রে ভোট। তার আগে শওকতকে বুধবারই নিজামে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল। যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যেই পড়ে ভাঙড়। ভাঙড়ের পর্যবেক্ষক হিসেবে এই মুহূর্তে তাঁর ব্যস্ততা তুঙ্গে। ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকতের নিজের এলাকা পড়ে জয়নগর লোকসভার মধ্যে। তাই ১ তারিখ পর্যন্ত তিনি যে ব্যস্ত সিবিআইয়ের এত্তেলা পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই সে কথা জানিয়ে দেন শওকত। বুধবার বারুইপুর পূর্বে জনসভা ছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। শওকতকে নোটিশ

পাঠানোয় মঞ্চেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, ‘‘বেচারা শওকতকে মধ্যরাতে নোটিস পাঠিয়েছে সিবিআই। বলছে ‘কালকে এসে দেখা করো’। জমিদারি নাকি? এখন নির্বাচন করাবে নাকি দেখা করতে যাবে?’’ তিনি যে ক্যানিং পূর্বের বিধায়কের পাশেই আছেন তাও বোঝা গেছে মুখ্যমন্ত্রীর কথায়। তিনি বলেন, ‘‘শওকতকে আমি খুব ভালবাসি। খুব ভাল কাজ করছে ও।’’ এদিকে বৃহস্পতিবার প্রচারের শেষলগ্নে শুভেন্দুর বক্তব্যের পরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন বসিরহাটের তৃণমূল নেতৃত্ব। তাঁরা বলেন, ‘‘শেখ শাহজাহান জেলে থাকলেও তাঁর কথা ভুলতে পারছে না বিরোধী দলনেতা। আবার সিবিআই নিয়ে বিরোধীদের হুমকি দিচ্ছেন। কখনও শেখ শাহজাহানের কথা বলছেন। আবার কখনও শওকত মোল্লার কথা বলছেন। বেশ কিছু নেতার নাম করে হুমকি দিচ্ছেন প্রকাশ্যে জনসভায়।’’

রাস্তা থেকে ছিটকে সোজা খাদে বাস! বেঘোরে মৃত্যু অন্তত ২০ তীর্থযাত্রীর

শ্রীনগর, ৩০ মেঃ জম্মু ও কাশ্মীরে বড় মাপের পথ দুর্ঘটনা। বৃহস্পতিবার (৩০ মে), তীর্থযাত্রীদের নিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেল একটি বাস। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জম্মু জেলার আখনুর এবং ভাম্বলার মধ্যে, রাজৌরি পুঞ্চ জাতীয় সড়কের উপর। রাস্তা থেকে পিছলে গভীর খাদে পড়ে যায় বাসটি। এই ঘটনায় অন্তত ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও অন্তত ৪০ জন গুরুতর আহত হয়েছেন বলে প্রাথমিক খবর পাওয়া গিয়েছে। একটি সূক্ষ্ম মোড় ঘুরতে গিয়ে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায় বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। সংবাদ সংস্থা পিটিআই-এর খবর অনুযায়ী, বাসটি প্রায় ১৫০ ফুট নীচে গড়িয়ে পড়ে। জম্মুর জেলাশাসক সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, ‘উত্তর প্রদেশের হাথরস থেকে তীর্থযাত্রী নিয়ে আসা একটি বাস, জম্মুর আখনুরের তান্ডার কাছে দুর্ঘটনায় পড়েছে। উদ্ধার অভিযান চলছে।’ জম্মু ও কাশ্মীরের

পরিবহন কমিশনার, রাজিন্দর সিং তারাও এই দুর্ঘটনার কথা জানিয়েছেন। হাথরস থেকে বাসটি হরিয়ানার কুরুক্ষেত্র হয়ে, তীর্থযাত্রীদের নিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের রিয়াসি জেলার শিব খোরি এলাকায় যাচ্ছিল। চৌকি চৌরা তুগি মোড় নামে, এক সূক্ষ্ম মোড়ের কাছে বাসটি দুর্ঘটনায় পড়ে। দুর্ঘটনার পর, প্রাথমিকভাবে স্থানীয় বাসিন্দারাই উদ্ধারে হাত লাগান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ ও সেনার উদ্ধারকারীরাও। তবে, এলাকাটি দুর্গম হওয়ায়, উদ্ধারকাজটা সহজ ছিল না। প্রাথমিক চিকিৎসার পর, আহতদের বেশ কয়েকজনকে জম্মু সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাকিদের চৌকি চৌরা হাসপাতাল ও আখনুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জম্মুর সরকারি মেডিকেল কলেজের মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট, নরিন্দর সিং বলেছেন, ‘‘প্রাথমিকভবে হতাহতদর সিএসই আখনুরে ভর্তি করা হয়েছিল। তারা আমাদের জানিয়েছে, আমাদের এখানে তারা প্রায় ২০ থেকে ২৫ জন রোগী পাঠাবে। এর মধ্যে ১৬ জন রোগী ইতিমধ্যেই আমাদের হাসপাতালে এসে গিয়েছেন। বাসটি পর্যটক নিয়ে আসছিল। হতাহতরা কেউই স্থানীয় বাসিন্দা নন। তারা জম্মুর বাইরে থেকে এসেছেন।’’ এই দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদ মুর্মু। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, ‘জম্মুর কাছে আখনুরে বাস দুর্ঘটনায় প্রাণহানির কথা জেনে ব্যাথিত। শোকাহত পরিবারগুলির প্রতি আমার গভীর সমবেদনা রইল। আমি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।’

গোয়ার প্রতিষ্ঠা দিবসে অমিত শাহর শুভেচ্ছা

কলকাতা, ৩০ মে ঃ গোয়ার প্রতিষ্ঠা দিবসে এক্স-বার্তায় শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।বৃহস্পতিবার তিনি লিখেছেন, গোযায়.আমাদের বোন ও ভাইদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবসের শুভেচ্ছা। এর মনোরম সৈকত এবং প্রাণবন্ত সংস্কৃতির সাথে, গোয়া বছরের পর বছর ধরে বিশ্বব্যাপী পর্যটন মানচিত্রে তার চিহ্ন তৈরি করেছে এবং দেশের অর্থনীতিতে প্রচুর অবদান রেখেছে। আমি গোয়ার জনগণের জন্য শুভকামনা জানাই কারণ মুখ্যমন্ত্রী ড প্রমোদ সাওয়ান্ত জি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে রাজ্যকে সমৃদ্ধির নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছেন।প্রসঙ্গত, ১৯৬৭ সালে, গোয়া বিধানসভা সম্পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা চেয়ে একটি প্রস্তাব জারি করে এটি পরে ১৯৮৭-র ৩০ মে এটি স্বীকৃত হয়।

পুরীর মন্দিরের দুর্ঘটনায় প্রার্থনা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ৩০ মে ঃপুরীর জগন্নাথ দেবের চন্দন যাত্রায় বাজির স্তূপে আগুন লেগে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। বাজি ফেটে জখম হলেন বহু পুণ্যার্থী। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার এক্স-বার্তা দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।তিনি লিখেছেন, ভগবান জগন্নাথের চন্দন যাত্রার সময়.পুরীতে বিধ্বংসী আতশবাজির ঘটনা সম্পর্কে জেনে হতবাক। দুর্ঘটনার ফলে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। তাঁদের দ্রুত এবং সম্পূর্ণ সুস্থতার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। ওড়িশা সরকারের প্রতি সংহতি জানাই।ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে ওডিশার পুরীতে। চন্দন যাত্রা উপলক্ষে বহু পুণ্যার্থী জড়ো হয়েছিলেন। সেইসময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। সূত্রের খবর, অন্তত ২৫ জন গুরুতর জখম হয়েছেন। তাঁদের নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ইয়েস ব্যাঙ্কের ঝাঁসি ব্রাঞ্চে আগুন, শীতাতপ যন্ত্রে বিস্ফোরণ থেকেই বিপত্তি!

ঝাঁসি, ৩০ মে ঃ উত্তর প্রদেশের ঝাঁসিতে আগুন লাগল একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শাখায়। বৃহস্পতিবার সকালে রাষ্ট্রায়ত্ত ইয়েস ব্যাঙ্কের ঝাঁসি ব্রাঞ্চে আগুন লাগে, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রে বিস্ফোরণ থেকেই এই বিপত্তি! দমকল কর্মীদের বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে।পুলিশ ও দমকল জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ইয়েস ব্যাঙ্কের ঝাঁসি ব্রাঞ্চে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যেই ব্যাঙ্কের ভিতরের অংশ কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। ঝাঁসির সিএফও রাজ কিশোর রাই বলেছেন, স্প্লিট এসি-তে বিস্ফোরণের জেরে এই অগ্নিকাণ্ড। আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়েছে, তাপমাত্রা অনেকটাই বেশি, সেই কারণে আগুনের ফুলকি থেকেও আগুন লাগতে পারে।

ঝড়ে লন্ডভণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসের প্রেইরি ভিউ স্টেডিয়াম, উদ্বোধনী ম্যাচ নিয়ে শঙ্কা!

নিউইয়র্ক, ৩০ মে ঃবিশ্বকাপ শুরু হতে বাকি আর মাত্র ৩ দিন। কিন্তু এরই মধ্যে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ ঘিরে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কারণ প্রচন্ড ঝড়ে লন্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসের প্রেইরি ভিউ স্টেডিয়াম। ঝড়ের কারণে স্টেডিয়ামের বড় স্ক্রিন ভেঙ্গে গেছে। আর এতেই শঙ্কা দেখা দিয়েছে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ নিয়ে।বর্তমানে ডালাসের প্রেইরি স্টেডিয়ামে সংস্কারের কাজ চলছে। কর্তৃপক্ষের আশা বিশ্বকাপের আগেই তৈরি হয়ে যাবে স্টেডিয়ামটি।

আখনুরে গভীর খাদে পড়ল বাস মৃত্যু ৭ জনের

জম্মু, ৩০ মে ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের আখনুরে গভীর খাদে পড়ল যাত্রীবোঝাই একটি বাস। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। এছাড়াও কমপক্ষে ২৮ জন আহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার

বিজেপি ক্ষমতায় ফিরলে শেয়ার বাজারে লাভবান হবে,পূর্বাভাস সিএলএসএ-র

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ টিভি, ইউটিউব, ফেসবুক সহ সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া খুললেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তৃতীয় সরকার গঠনের দাবির বিজ্ঞাপনে চোখ-কান অবশ হয়ে আসছে। তখন উদার অর্থনীতির ধারক বিজেপির ক্ষমতায় আসার বিষয়ে দম আটকে অপেক্ষা করছে দেশ ও পরোক্ষে বিদেশেরও কিছু শেয়ার বাজার।আগামী শনিবার শেষ দফার ভোটের আগে আন্তর্জাতিক শেয়ার ব্রোকারেজ ও এশিয়ান ক্যাপিটাল মার্কেট অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টের প্রথম সারির কোম্পানি সিএলএসএ (CLSA) জানাল, চলতি সরকার ফের ক্ষমতায় এলে তাদের আর্থিক নীতির ফলে অন্তত ৫৪টি কোম্পানি প্রত্যক্ষভাবে সুফল লাভ করবে। তার মধ্যে মুকেশ আম্বানির মালিকানাধীন রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রি, রয়েছে। সিএলএসএ-র মতে, ১৮৩টি লিকুইড স্টকের মধ্যে ৫৪টি শেয়ার দর প্রত্যক্ষ সুফল লাভ করবে মোদী ফের প্রধানমন্ত্রী হলে। এর মধ্যে অর্ধেকই হল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেয়ার। ক্যাপেক্স এবং পরিকাঠামো ক্ষেত্রের এই শেয়ারগুলিকে ব্রোকারেজ দুনিয়ায় নাম দেওয়া হয়েছে 'মোদী স্টক'।তাদের মতে, ইতিমধ্যেই মোদী স্টক নিফটির তালিকায় দারুণ জায়গায় পৌঁছানোর অবস্থায় রয়েছে এবং তা ধারাবাহিক চলতে থাকবে। এই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে এল অ্যান্ড টি, এনটিপিসি, এনএইচপিসি, পিএফসি, ওএনজিসি, আইজিএল এবং মহানগর গ্যাস। ব্রোকারেজের অনুমান, এই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির শেয়ার জুন-জুলাই পর্যন্ত বৃদ্ধির ধারাবাহিক সম্ভাবনা আছে।দৃষ্টান্ত দিয়ে সিএলএসএ জানিয়েছে, এই একই বৃদ্ধির হার লক্ষ্য করা গিয়েছিল গত দুটি ভোটের ফলের সময়ও। শেয়ার বাজার ছাড়াও এইচডিএফসি, আইসিআইসিআই, অ্যাক্সিস এবং ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্কগুলিও আর্থিক বৃদ্ধিতে লাভবান হবে এবং তাদের শেয়ারেরও দাম চড়বে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে এই সংস্থা।অন্যান্য যে কোম্পানিগুলির শেয়ার বৃদ্ধির প্রবণতা দেওয়া হয়েছে, সেগুলি হল হিন্দুজা গ্রুপের অশোক লেল্যান্ড, অ্যাপ্টোটেক, বাজাজ ফিনান্স, ম্যাক্স ফিনান্সিয়াল, জোম্যাটো এবং ডিমার্ট। টেলিকম ক্ষেত্রে রয়েছে ভারতী এয়ারটেল, ইন্ডাস টাওয়ার্স এবং রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ।

উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলুক, গোয়ার প্রতিষ্ঠা দিবসে বার্তা রাষ্ট্রপতি মুর্মুর

কলকাতা, ৩০ মে ঃগোয়ার প্রতিষ্ঠা দিবসে বৃহস্পতিবার এক্স-বার্তায় শুভেচ্ছা জানালেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।তিনি লিখেছেন যে, গোয়ার রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবসে, আমি গোয়ার সমস্ত বাসিন্দাদের আমার শুভেচ্ছা জানাই। গোয়া মহান প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং প্রাণবন্ত সংস্কৃতির একটি দেশ। গোয়ার মানুষ তাঁদের প্রগতিশীল মূল্যবোধ এবং আতিথেয়তার জন্য পরিচিত। গোয়া বিভিন্ন মানব উন্নয়ন সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। এই সুন্দর রাষ্ট্র এবং এর জনগণের উন্নতি অব্যাহত থাকুক এবং উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলুক।

বাগদাদে মার্কিন দূতাবাস বন্ধের দাবি ইরাকের ধর্মীয় নেতার

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ ইরাকের প্রভাবশালী ধর্মীয় নেতা মুকতাদা আল-সদর দেশটির রাজধানী বাগদাদে মার্কিন দূতাবাসের কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়ে তাঁর দাবি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। ফিলিস্তিনের গাজায় একটি আশ্রয়শিবিরে ইসরায়েলি হামলায় কয়েক ডজন বেসামরিক মানুষ নিহত হওয়ার পর গত মঙ্গলবার এ কথা বলেন তিনি।ভ্রগাজার দক্ষিণাঞ্চলে রাফা শহরে গত রোববার রাতে একটি আশ্রয়শিবিরে বোমা হামলা চালায় ইসরায়েলি বাহিনী। এতে ওই শিবিরের তাঁবুগুলো আগুনে পুড়ে যায়। স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জানান, এই হামলায় অন্তত ৪৫ জন নিহত হয়েছেন।এই হামলার প্রতিক্রিয়ায় এক্সে (সাবেক টুইটার) একটি বিবৃতিত পোস্ট করেছেন মুকতাদা

আল-সদর। তিনি হামলার সমালোচনা করে বলেন, 'গাজায় যে গণহত্যা চলছে, তাতে নির্লজ্জ সমর্থন দিচ্ছে ওয়াশিংটন।'বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন, ' আমি বাগদাদ থেকে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার এবং রক্তপাত ছাড়া কূটনৈতিক কৌশলে বাগদাদে মার্কিন দূতাবাসের কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়ার দাবি আবারও জানাচ্ছি।'মুকতাদা আল-সদর ইরাকের প্রভাবশালী শিয়া ধর্মীয় নেতা। একসময় মিলিশিয়া বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। পরে অস্ত্র ছেড়ে রাজনীতিতে যুক্ত হন। শুরু থেকেই মার্কিনবিরোধী হিসেবে পরিচিতি রয়েছে তাঁর। ২০০৩ সালের পরবর্তী সময়ে ইরাকে মার্কিন সেনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল মুকতাদা আল-সদরের বাহিনী।ইরাকি শিয়াদের মধ্যে মুকতাদা আল-সদরের বেশ প্রভাব রয়েছে। লাখ লাখ অনুসারী রয়েছে তাঁর। তাই দেশের জাতীয় রাজনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখেন এই ধর্মীয় নেতা। এদিকে ইরাকের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গাজায় আশ্রয়শিবিরে হামলায় হতাহতের ঘটনায় সমালোচনা করে বলেছে, গাজায় ' দখলদারিত্ব অব্যাহত রাখতে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে' ইসরায়েল। সেই সঙ্গে এসব বন্ধে পদক্ষেপ নিতে ও ইসরায়েলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়রে প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

মাদককে নিজেদের উপার্জনের মাধ্যম বানিয়েছে এএপিঃনরেন্দ্র মোদী

হোশিয়ারপুর, ৩০ মে ঃ পঞ্জাবের হোশিয়ারপুরের নির্বাচনী জনসভায় আম আদমি পার্টির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপি নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আবগারি দুর্নীতি নিয়ে খোঁচা দিয়ে মোদী বলেছেন, এই লোকজন (এএপি) পঞ্জাবকে মাদকমুক্ত করার নামে ক্ষমতায় এসেছিল, কিন্তু তাঁরা মাদককেই নিজেদের উপার্জনের উপায় বানিয়েছে। দিল্লির আবগারি কেলেঙ্কারির কথা সারা বিশ্ব জানে। খনি মাফিয়ারাও এখানে তাণ্ডব চালাচ্ছে।মোদী আরও বলেছেন, এই কট্টর দুর্নীতিগ্রস্ত ও ভয়ঙ্কর মিথ্যাবাদীরা পঞ্জাবকে গ্যাং ওয়ারে ফেলে দিয়েছে। এই লোকজন পঞ্জাবের শিল্প ও কৃষি দুটোই ধ্বংস করে দিয়েছে। এই কট্টর দুর্নীতিগ্রস্ত, ভয়ঙ্কর মিথ্যাবাদীরা নারী নিপীড়নেও এক নম্বরে পরিণত হচ্ছে। কংগ্রেসের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, কংগ্রেস দুর্নীতির জননী। ৬০ বছর ধরে কংগ্রেস দুর্নীতির অনেক ঘটনা ঘটিয়েছে। মনে হচ্ছে কংগ্রেস দুর্নীতিতে পিএইচডি করেছে। মোদীর সংযোজন, এখন আরেকটি দুর্নীতিগ্রস্ত দল (এএপি) কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে। পঞ্জাবে তাঁরা মুখোমুখি লড়াইয়ের নাটক করছে, আর দিল্লিতে একসঙ্গে নির্বাচনে লড়ছে। দুর্নীতিগ্রস্তদের জনগণ উচিত শিক্ষা দেবে বলেও মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

দিল্লি হিংসায় অভিযুক্ত উমর খলিদের জামিনের আবেদন নাকচ, জেলেই থাকবেন ছাত্রনেতা

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ দিল্লিতে ২০২০ সালের হিংসার ঘটনায় অভিযুক্ত জেএনইউ-র প্রাক্তন ছাত্রনেতা উমর খালিদের জামিনের আবেদন খারিজ করল করকরডুমা আদালত। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) বিরোধী বিক্ষোভ চলাকালীন ওই হিংসার ঘটনায় উমরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনে (ইউএপিএ) মামলা করেছিল দিল্লি পুলিশ। তার পর থেকে একাধিকবার জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন জেএনইউ-এর এই প্রাক্তন ছাত্র নেতা। প্রতিবারই তা খারিজ হয়ে যায়। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না।ভ্ররাজধানীর মাটিতে সিএএ এবং এনআরসি বিরোধী আন্দোলন চলাকালীন ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লির হিংসায় মৃত্যু হয় ৫৩ জনের। এই ঘটনায় মূল ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে অভিযোগ ওঠে উমরের বিরুদ্ধে। উস্কানিমূলক বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগে ওই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁকে গ্রেপ্তার করে দিল্লি পুলিশ। তার বিরুদ্ধে দায়ের হয় রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা। যদিও উমর খালিদের (Umar Khalid) গ্রেপ্তারির বিষয়টি নিয়ে পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠেছিল। দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, মোদি সরকারের এনআরসি (NRC) এবং সিএএ (CAA) বিরোধী আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা। সেই কারণেই তাঁকে ফাঁসানোর চেষ্টা করে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন দিল্লি পুলিশ। এই কারণেই উমর-সহ অন্য ছাত্র নেতাদের নাম দিল্লির দাঙ্গার ঘটনায় যোগ করা হয়েছে।ভ্রতবে গ্রেপ্তারির পর ৪ বছর কেটে গেলেও এখনও জামিন পাননি উমর। দিল্লি হাই কোর্টের ২০২২ সালের ১৮ অক্টোবরের রায়ে তাঁর জামিনের আর্জি খারিজ হলে শীর্ষ আদালতে গিয়েছিলেন উমর। ২০২৩ সালের অগস্টে উমরের জামিনের আবেদনের শুনানি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্র। এর পরে শীর্ষ আদালত থেকে জামিনের আর্জি প্রত্যাহার করে নিয়ে নতুন করে করকরডুমা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন উমর। তবে সেখানেও মিলল না জামিন।যদিও ২০২০ সালের দিল্লিতে দাঙ্গার সময় পাথর ছোড়ার মামলায় প্রাক্তন ছাত্রনেতা উমর খালিদকে মুক্তি দিয়েছিল দিল্লির করকরদুমা আদালত। তাঁর সঙ্গে ছাড়া পেয়েছিলেন আরও এক প্রাক্তন ছাত্রনেতা খালিদ সইফি (Khalid Saifi)। এরপরেও অবশ্য দিল্লি দাঙ্গার মূল ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে অভিযুক্ত খালিদ জেলেই থাকেছেন। ছাড়া পাননি সইফিও। যেহেতু দু'জনের বিরুদ্ধে বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন (UAPA)-এ রুজু করা মামলার এখনও নিষ্পত্তি হয়নি।

পুরীতে ভগবান জগন্নাথের চন্দন যাত্রার সময় দুর্ঘটনা, আতশবাজি ফেটে আহত ২০ জন ভক্ত

পুরী, ৩০ মে ঃপুরীতে ভগবান জগন্নাথ দেবের চন্দন যাত্রার সময় ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি। আতশবাজি ফেটে আহত হয়েছেন কমপক্ষে ২০ জন ভক্ত। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন দগ্ধ হয়েছেন। পুরীর জেলাশাসক সিদ্ধার্থ সোয়াইন বলেছেন আমাদের অগ্রাধিকার হল আহতদের সম্ভাব্য সর্বোত্তম চিকিৎসা প্রদান করা। এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে, এই ঘটনায় ২০ জন আহত হয়েছে।পুলিশ সুপার পিনাক মিশ্র বলেছেন, বাজি ফাটানোর সময় আগুনের ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। আহতদের সবাইকে কটকের এসসিবি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আহতদের চিকিৎসা এবং তারপর আমরা অন্যান্য বিষয় দেখব আমরা। গত বুধবার রাতে ভগন্নাথ জগন্নাথদেবের চন্দন যাত্রায় সময় আতশবাজি ফেটে মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা সঙ্কটজনক বলে জানা গিয়েছে।

টানা বৃষ্টিতে তিস্তার জলস্তর বিপদ সীমা লঙ্ঘন করছে! ফের কি বন্যা? আতঙ্কে পর্যটকরা

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ ঘূর্ণিঝ।রে পরবর্তী ত্রিপুরা, অসম, সিকিমে তুমুল বৃষ্টিপাত চলছে। সেখান থেকে প্রচুর মানুষকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শেল্টার হোমে। তিস্তার জলস্তরও ক্রমশ বে।ছে এই এক টানা বৃষ্টির কারণে। ফের একবার বন্যা দেখবে না তো সিকিম? অন্তত আশঙ্কা করা হচ্ছে এমনটাই। মঙ্গনের জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, লাগাতার বৃষ্টিপাত চলছে উত্তর সিকিমের বিস্তীর্ণ অংশে। এর জেরে অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গিয়েছে তিস্তার জলস্তর। অপেক্ষাকৃত নীচু এলাকাগুলি জলস্তর উপচে ভেসে যাওয়ার আশঙ্কায় আগে থেকে অ্যালার্ট জারি করেছেন মঙ্গন জেলাশাসক। অক্টোবরের বন্যা পরিস্থিতির আতঙ্ক এখনও ভুলতে পারেনি সিকিম। লোনাক নদীতে মেঘ ভাঙা বৃষ্টির জেরে ভয়াবহ দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছিল এই পাহাড়ি রাজ্য। ভেসে গিয়েছিল উত্তর সিকিম সহ একাধিক পর্যটন এলাকা। এমনকী রাজধানী গ্যাংটক শহরও জলে ডুবে গিয়েছিল। পর্যটন ব্যবসায় ধস নেমেছিল। দীর্ঘদিন ধরে ব্যাহত ছিল সিকিমের পর্যটন। ট্যুর বাতিল করে দিয়ে হয়েছিল অসংখ্য পর্যটককে। সেই পরিস্থিতির পর ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরেছে সিকিম। ২০২৪ সালের শুরু থেকেই সিকিমের নানা পর্যটন স্থলগুলিতে উপচে পড়ে পর্যটকদের ভিড়। ধুঁকতে থাকা পর্যটন ব্যবসাকে ফের চাঙ্গা করতে একাধিক উদ্যোগ নিচ্ছে সিকিম সরকার। তবে ফের একবার জলস্তর বাড়তে থাকায় তীব্র আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

অমরনাথ যাত্রার পর বিধানসভা ভোট হবে জম্মু ও কাশ্মীরে, আশাবাদী ফারুক আব্দুল্লাহ

শ্রীনগর, ৩০ মে ঃ অমরনাথ যাত্রার পর বিধানসভা ভোট হবে জম্মু ও কাশ্মীরে, এমনটাই আশা করছেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স সভাপতি ফারুক আব্দুল্লাহ। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, এখানে যখন শান্তিপূর্ণভাবে লোকসভা নির্বাচন হতে পারে, তাহলে বিধানসভা নির্বাচন কেন করা যাবে না?প্রসঙ্গত, জম্মু ও কাশ্মীরে এবার শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ হয়েছে। বিপুল সংখ্যক মানুষ উৎসাহের সঙ্গে ভোট দিয়েছেন। এরই প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আব্দুল্লাহ বলেছেন, যখন এখানে শান্তিপূর্ণভাবে সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে, তাহলে বিধানসভা নির্বাচন কেন করা যাবে না? আমার মনে হয় এই বছর অমরনাথজি যাত্রা শেষ হওয়ার পরে বিধানসভা নির্বাচন হবে।

মোদী-শাহরা নেই অভিষেকের পদ্মে! প্রশ্ন চিহ্ন গেরুয়া দলে

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ সুকান্ত গত শনিবারেই ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়ার পরে ডায়মন্ড হারবারে পা রেখেছিলেন। বুথস্তরের কর্মীদের নিয়ে জনসভা না করে সেখানে তিনি একটি বৈঠক করেন। তবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিজেপি নেতাদের একাংশ প্রশ্ন তুলেছেন ভোটের চার-পাঁচদিন আগে ডায়মন্ড হারবারের মতো ' হাই-প্রোফাইল কেন্দ্রে সাংগঠনিক বৈঠক করে লাভ কী? প্রধানমন্ত্রী মঙ্গলবারই কলকাতা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রে রোডশো করেন। এর পাশাপাশি অশকনগরে জনসভাও করেন। বিজেপি সূত্র মারফত প্রাপ্ত খবর অনুসারে, গত, ২৯ তারিখ ডায়মন্ড হারবার, মথুরাপুর এবং জয়নগর মিলিয়ে একটি জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী। সেটাও হবে মথুরাপুরে। সূত্রের খবর, গেরুয়া শিবিরের অনেকেই চেয়েছিলেন, শেষ মুহূর্তে অভিষেকের স্নায়ুর চাপ বাড়াতে সভাস্থল ডায়মন্ড হারবারের কোথাও হোক। কিন্তু সে সম্ভাবনা উবে গিয়েছে।ভ্রকারণ, জয়ের সম্ভাবনার নিরিখে বিজেপির পর্যালোচনায় এগিয়ে রয়েছে মথুরাপুর। ফলে মোদী সেখানেই সভা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে ধারণা অনেকের। মোদীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অমিত শাহও গত দু'মাসে বাংলায় একাধিক নির্বাচনী জনসভা করেছেন। তাঁরও ডায়মন্ড হারবারে কোনও সভা করার কথা নেই বলে বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে। শাহ আর একটিই রোড-শো করতে পারেন বাংলায়, সেটা কলকাতা দক্ষিণ কেন্দ্রে। ডায়মন্ড হারবারের বিজেপি প্রার্থী অভিজি দাসের জবাব, ' কেন জিজ্ঞাসা করছেন! এটা রাজ্য অথবা কেন্দ্রীয় নেতারাই বলতে পারবেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারানোর জন্য অবশ্য বড় নেতাদের এখানে ছুটে আসার প্রয়োজন নেই। আমি একাই যথেষ্ট।'বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যর কথায়, 'সব কিছু ঠিকই আছে। প্রচার ভালোই চলছে ডায়মন্ড হারবারে। ঝাঁজ আরও বাড়বে। ঠিক সময়ে সবাই সেটা দেখতে পাবেন।' তৃণমূল অবশ্য মনে করছে ডায়মন্ড হারবারে ভরাডুবির আশঙ্কাতেই বিজেপি নেতারা সেখানে যাওয়ার উৎসাহ হারিয়েছেন।তৃণমূলের মুখপাত্র শান্তনু সেন বলেন, ' হারবারে যে তৃণমূল জিতছে, তা নিয়ে কারও মনে কোনও সন্দেহ নেই। বিজেপি-ও তা বিলক্ষণ জানে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে গতবারের থেকে মার্জিন আরও বাড়ানোর জন্য লড়াই করছেন।' তবে প্রথম থেকে ওই কেন্দ্র নিয়ে গেরুয়া শিবিরের সিদ্ধান্তে প্রশ্ন উঠেছে ভোটারদের মনেও। প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হওয়ার বহু পরে এই কেন্দ্রে পদ্ম প্রতীকে কে লড়াই করবেন ত ঠিকহয়। যা নিয়ে প্রবল আলোচনাও শুরু হয়েছিল।

৩১ মে পর্যন্ত বজায় থাকবে দাবদাহ, দিল্লি-সহ বিভিন্ন রাজ্যে জারি সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ৩০ মে ঃ উত্তর-পশ্চিম এবং মধ্য ভারতে দহনজ্বালা অব্যাহত। গরমে হাঁসফাঁস করছে দিল্লি, রাজস্থান, পঞ্জাব, হরিয়ানা, এমনকি জম্মু ও কাশ্মীর এবং হিমাচল প্রদেশও। বিগত প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে তাপপ্রবাহ চলেছে দিল্লি-সহ উত্তর-পশ্চিম এবং মধ্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্য। গত কয়েক দিন ধরেই তীব্র তাপপ্রবাহের কবলে পড়েছে মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওডিশা ও উত্তর প্রদেশও। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, আপাতত গরম রেহাই মিলবে না, ৩১ মে পর্যন্ত বজায় থাকবে দাবদাহ। তারপর কি কমবে গরম, আপাতত সেটা বলতে পারছেন না আবহাওয়াবিদরা।ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, পঞ্জাব, হরিয়ানা-চণ্ডীগড়-দিল্লি, পশ্চিম উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং ওডিশার বিভিন্ন অংশে ৩১ মে পর্যন্ত তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বিরাজ করবে। এবার গরম কিছুটা কমতে পারে জম্মু ও কাশ্মীর এবং হিমাচল প্রদেশে। জম্মু ও কাশ্মীরের জুনের শুরুতে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।এদিকে, প্রবল গরমের মধ্যেই একদিনে ২২০টি আগুন লাগার বিষয়ে ফোন পেয়েছে দিল্লি দমকল। দীপাবলির সময় পাওয়া ফোনকলের থেকেও যা বেশি। বৃহস্পতিবার এমনটাই জানিয়েছেন দিল্লি দমকলের ডিরেক্টর অতুল গর্গ।

এবার ইডির তলব ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে, রোজভ্যালির পরে এ বার রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ রোজভ্যালির পর এবার রেশন দুর্নীতি মামলা! অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে নোটিস পাঠাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। বৃহস্পতিবার ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, ৫ জুন তাঁকে ইডির দফতরে ডেকে পাঠানো হয়েছে।ইডির একটি সূত্র জানাচ্ছে, ঋতুপর্ণা বর্তমানে আমেরিকায় রয়েছেন। বুধবার ই-মেলে তাঁকে তলব করা হয়েছে। কেন এই তলব? ওই সূত্রের দাবি, রেশন দুর্নীতিতে গ্রেফতার এক অভিযুক্তের সঙ্গে টলিউড অভিনেত্রীর প্রায় এক কোটি টাকা নগদ লেনদেনের হদিস মিলেছে তদন্তে। তার কারণ এবং সেই অর্থের ' গন্তব্য জানতেই তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে।ভ্রতবে ইডির নোটিসের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত ঋতুপর্ণার কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। প্রসঙ্গত, রেশন দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শঙ্কর আঢ্য, রেশন ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমান-সহ শাসকদলের কয়েক জন নেতা ও তাঁদের ঘনিষ্ঠকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে ইডি। রেশন দুর্নীতির তদন্তেই সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখের

বাড়িতে গিয়ে গত ৫ জানুয়ারি আক্রান্ত হয়েছিলেন ইডির আধিকারিকেরা।এর আগে ২০১৯ সালের জুলাইয়ে ঋতুপর্ণা এবং অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে রোজভ্যালিকাণ্ডের তদন্তকারী সংস্থা ইডি জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। এক সময়ে বেশ কিছু বাংলা ছবি প্রযোজনা করেছিল রোজভ্যালি সংস্থা। সেই সূত্রেই ঋতুপর্ণার সঙ্গে সংস্থার কর্ণধার গৌতম কুণ্ডুর যোগাযোগ হয়েছিল বলে ইডির তরফে সে সময় জানানো হয়েছিল।পরবর্তী সময়ে টলিউড অভিনেত্রীর সংস্থার সঙ্গে একটি চুক্তি হয়েছিল রোজভ্যালি গোষ্ঠীর। গৌতমের সংস্থার প্রযোজনায় কয়েকটি ছবিতে অভিনয়ও করেছিলেন ঋতুপর্ণা। সে সংক্রান্ত আর্থিক লেনদেন নিয়ে পাঁচ বছর আগেই সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করে তাঁর থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছিল ইডি।

দিল্লিতে জল কষ্টের জন্য হরিয়ানাকে দুষলেন অতিশী, বললেন যমুনার ওপরই আমরা নির্ভরশীল

নয়াদিল্লি, ৩০ মে ঃ অত্যধিক গরমের মধ্যে জল সঙ্কটে ভুগছে রাজধানী দিল্লি। জলের জন্য মানুষের মধ্যে হাহাকার পড়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দিল্লিতে জল কষ্টের জন্য হরিয়ানাকে দুষলেন দিল্লির মন্ত্রী অতিশী। তাঁর কথায়, জলের জন্য যমুনাই ভরসা দিল্লীবাসীর। যমুনার জলের ওপরই নির্ভরশীল থাকতে হয়।রাজধানী দিল্লির নানা প্রান্তে জলের সমস্যা দেখা দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভ বা।ছে মানুষের মধ্যে। দিল্লির মন্ত্রী অতিশী বৃহস্পতিবার ওয়াজিরাবাদ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট পরিদর্শন করেন, কথা বলেন আধিকারিকদের সঙ্গে। পরে তিনি বলেন, দিল্লিকে নিজস্ব জল সরবরাহের জন্য যমুনা নদীর উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। যমুনা নদীর যে জল দিল্লিতে আসে তা হরিয়ানা থেকে ছাড়া হয়। আমরা ওয়াজিরাবাদ প্লান্ট নিরীক্ষণ করলাম, এখানে জলস্তর হওয়া উচিত ৬৭৪ ফুট। জলস্টর প্রায় ৩.৫ ফুট কম। এখন যমুনার জলস্তর ৩৭০.৩ ফুট। গত বছর এই দিনে জলস্তর ছিল ৩৭৪.৫ ফুট। যমুনা থেকে যে জল আসে তা ওয়াজিরাবাদ, চন্দ্রওয়াল এবং ওখলা জল শোধনাগারগুলিতে সরবরাহ করা হয়। যখন জলের সরবরাহ কমে যাবে এবং হরিয়ানা থেকে আসা জল কমে যাবে, তখন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট কীভাবে জল উপাদন করবে? আমরা হরিয়ানা সরকারকে একটি চিঠি লিখেছি। হরিয়ানা জল ছাড়ছে না বলে দিল্লির বিভিন্ন অংশে জলের ঘাটতি রয়েছে।অন্যদিকে আবার দিল্লিতে মাত্রাতিরিক্ত গরমের মধ্যে পানীয় জল সঙ্কট বে।ড়েই চলেছে দিল্লিতে। জলের অপচয় রুখতে কঠোর পদক্ষেপ করেছে দিল্লি সরকার। তা সত্ত্বেও জল সঙ্কট কমছে তো না, বরং বে।ড়েই চলেছে। পানীয় জলের সঙ্কটে রীতিমতো দুর্বিষহ অবস্থা দিল্লিবাসীর, ক্ষোভও বাড়ছে ক্রমেই।বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির গীতা কলোনিতে জল সঙ্কটের কারণে স্থানীয় মানুষজনকে সমস্যার মধ্যে প।তে দেখা যায়। ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হচ্ছে। কিন্তু

উলুবেড়িয়ায় বিয়েবাড়ি ফেরত অটো থামিয়ে ছিনতাই, আক্রান্ত বরযাত্রীর

উলুবেড়িয়া, ৩০ মে ঃ চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটল হাওড়ার উলুবেড়িয়ায়। বিয়েবাড়ি ফেরত অটো থামিয়ে ছিনতাই করল দুষ্কৃতীরা, বাধা দেওয়ায় অটো ভাঙচুর করা হয়, এমনকি বরযাত্রীদের মারধর করে দুষ্কৃতীরা। এমনই অভিযোগ উঠেছে। বুধবার রাত ১টা নাগাদ হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে।দুষ্কৃতীদের মারধরে আহত হয়েছেন এক মহিলা-সহ কয়েকজন বরযাত্রী। পুলিশ সূত্রের খবর, বুধবার রাতে বিয়েবাড়ি থেকে অটোতে চেপে ফিরছিলেন তাঁরা। সেই সময় ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর তাঁদের অটোর সামনে এসে দাঁ।ায় দুষ্কৃতীরা। অবাধে চলে ছিনতাই।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৩১ মে মার্ট ঃশুক্রবার, ১৭ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৩১ মেঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ৪, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ১৭ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৩১ মে মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৭ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৪.২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৪.০১ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯০শতকরা এবং ৭৮শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে শুক্রবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫২১মনিটে এবং সূর্য অস্তযাবেঃ৬ টা ১৭ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃপুরাতন জ্যোতিষ শাস্ত্রের এমন একটি ধরণ,যার মাধ্যমে বিভিন্ন সময়কালের নিয়ে ভবিষ্যবাণী করা হয়। যেমন দৈনিক রাশিফল প্রতিদিনের ঘটনার ভবিষ্যকথন করে, তেমন সাপ্তাহিক, মাসিক তথা বার্ষিক রাশিফল যথাক্রমে। শুভ দিন। **বৃষভ রাশিঃ**বন্ধুবান্ধবদের সাথে সন্ধ্যাযাপন সুখকর হবে কিন্তু অতিরিক্ত খাওয়া এবং মদ সম্পর্কে যত্নশীল হোন। অর্থ ব্যয় **মিথুন রাশিঃ**অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ বেশী যা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নিতে সাহায্য করবে। শুভ **কর্কট রাশিঃ**আপনি অন্যদের সঙ্গে খুশি মুহূর্তের যেভাবে শেয়ার করেন সেইভাবেই স্বাস্থ্য বিকশিত হবে। কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক কারণ অবহেলা করলে পরে ঝামেলায় পড়তে হতে পারে। শুভদিন হবে। **সিংহরাশিঃ**বাচ্চারা আপনার পছন্দ মতো কাজ নাও করতে পারে- যা আপনাকে রাগান্বিত করতে পারে। বিবাহের যোগ হবে **কন্যারাশিঃ**বিবাহের যোগ হতে পারে আজ থেকে। সুখ বাড়ি। **তুলারাশিঃ**আপনি কিছু আঘাতের সম্মুখীন হলে চরম সাহস এবং শক্তি প্রদর্শন করা প্রয়োজন। **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনার স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের উন্নতি করতে যথেষ্ট সময় থাকবে। কোন দীর্ঘ-স্থায়ী লগ্নি এড়িয়ে চলুন এবং বাইরে **ধনু রাশিঃ** আপনি অন্যদের সমালোচনার অভ্যাসের জন্য সমালোচিত হবেন। শুভ রং লাল **মকর রাশিঃ**আপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করবে। **কুম্ভ রাশিঃ**আপনি আপনার উত্তেজনা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। শুভদিন। **মীন রাশিঃ** স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলি অস্বস্তি বয়ে আনতে পারে। এই রাশিচক্রের সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত ব্যবসায়ীদের আজকের অর্থটি খুব চিন্তা করেই বিনিযোগ করতে হবে। আপনার মাধুর্যতা এবং ব্যক্তিত্ব আপনাকে কিছু নতুন

শেষ দিনের প্রচারে ঝড় তুললেন যাদবপুরের বামপ্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য

বারুইপুর, ৩০ মেঃ শেষ দিনের প্রচারে ঝড় তুললেন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের বামপ্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য। শনিবারের ভোটে ছক্কা হাঁকানোর দাবি তার। বারুইপুর পৌরসভার ৪ ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডে দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে প্রচারে নামেন তিনি। তার সাথে ছিলেন পলিটব্যুরো সদস্য নীলোৎপল বসু। শেষদিনের প্রচারে বেরিয়ে সৃজন বলেন মানুষকে মানুষের ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। পুলিশ প্রশাসনকে নিরপেক্ষ থাকতে হবে। মানুষ নিজের ভোট নিজে দিতে পারলে তিনি ছক্কা মারবেন বলে দাবি সৃজনের। সুজন চক্রবর্তী ও সেলিম জিতবেন বলে তার দাবি। প্রাক্তন তিন তৃণমূল নেতাকে নিয়ে ঘুরেছেন নরেন্দ্র মোদি বলে একইসাথে বিজেপি ও তৃণমুলকে কটাক্ষ করেন তিনি। নরেন্দ্র মোদিকেও সিপিএমকে ভোট দেবেন না বলে বলতে দেখা গিয়েছে। তৃণমূল ও বিজেপি সেটিং করে চলছে বলে তার অভিযোগ।

কাঞ্চনজঙ্ঘায় ট্রেকিংয়ে গিয়ে মৃত্যু হল বালির সমবায়পল্লীর বাসিন্দা এক ব্যক্তির

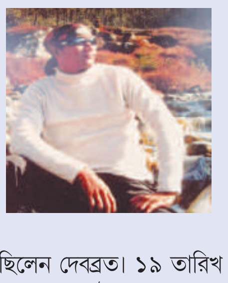

কলকাতা, ৩০ মেঃ কাঞ্চনজঙ্ঘায় ট্রেকিংয়ে গিয়ে মৃত্যু হল বালির সমবায়পল্লীর বাসিন্দা এক ব্যক্তির। তাঁর দেবব্রত বর(৪৬)। ১১ জন সদস্যের একটি ট্রেকিং দলের কাঞ্চনজঙ্ঘায় গিয়েছিলেন তিনি। পাহাড়ে নির্দিষ্ট গন্তব্য ছুঁয়ে নামার পথে শ্বাসকষ্টের সমস্যা শুরু হয় তার। যার ফলে মাঝপথেই মৃত্যু হয়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৭ মে বাড়ি থেকে ট্রেকিং এর উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন দেবব্রত। ১৯ তারিখ ভিডিও কলে শেষ পরিবারের সঙ্গে কথা হয়। এরপর উচ্চতর কারনে ফোন বন্ধ করে দিয়েছিলেন তিনি। ফলে আর কারও সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি তার। ২৫ তারিখ নির্দিষ্ট গন্তব্য ছিলেন আমার পথে অসুস্থ বোধ করেন ওই ট্রেকার। চিকিৎসার জন্য তাকে নামিয়ে আনার আগেই মৃত্যু হয় তার। মঙ্গলবার এই খবর আসার পরেই শোকের ছায়া নামে পরিবারে। জানা গিয়েছে, পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ছিলেন দেবব্রত। বাড়িতে রয়েছেন বৃদ্ধ মা, স্ত্রী এবং ছেলে ও মেয়ে।

রাজ্যের বিরোধী দলনেতার ঘোষিত কর্মসূচি-কে পুলিশের বাঁধা

কলকাতা, ৩০ মেঃ শেষ দফা লোকসভা ভোটের আগে এনওসি থাকা সত্বেও ভাঙ্গরে রাজ্যের বিরোধী দলনেতার ঘোষিত কর্মসূচি-কে পুলিশের বাঁধা, অনুমতি দিলো না পুলিশ প্রশাসন। তারই তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে যাদবপুর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী ডঃ অনির্বাণ গাঙ্গুলির সমর্থনে ভাঙ্গরে গিয়ে সরব হয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি প্রার্থীকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করে আবার একবার মোদী সরকার গড়ার আহ্বান জানালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

গণনার কাজে শুধুমাত্র সরকারি কর্মীদেরই দায়িত্বে রাখতে হবে

চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের ওই কাজে বহাল রাখা যাবে নাঃ প্রার্থী ডা. রথীন চক্রবর্তী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩০ মেঃ লোকসভা ভোটের গণনার দিন হাওড়ার সাঁত্রাগাছির কাউন্টিং সেন্টারে গণনার দায়িত্বে যাদের নিযুক্ত করা হচ্ছে তাঁদের সচিত্র পরিচয় প্রকাশ করার দাবি তুললেন বিজেপি প্রার্থী ডা. রথীন চক্রবর্তী। বৃহস্পতিবার সকালে হাওড়ায় সাংবাদিক বৈঠকে রথীন বাবু জানান, এ বিষয়ে তাঁরা দলের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই জেলার মুখ্য রিটার্নিং আধিকারিক হাওড়ার জেলাশাসকের কাছে দাবি তুলেছেন। রথীন বাবু দাবি তোলেন গণনার কাজে শুধুমাত্র সরকারি কর্মীদেরই দায়িত্বে রাখতে হবে। কোনও চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের ওই কাজে বহাল রাখা যাবেনা। রথীন বাবু হুঁশিয়ারি দেন তাঁদের দাবি মানা না হলে গণনার আগেই তাঁরা আপত্তি জানাবেন। এবং প্রয়োজনে আইনের দ্বারস্থ হবেন। ডা. রথীন চক্রবর্তী এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, ৪ জুন লোকসভা নির্বাচনের গণনার দিন। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী কোনওরকম চুক্তিভিত্তিক কর্মী অর্থাৎ যারা সরাসরি পে রোলে নেই শুধুমাত্র কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারি স্থায়ী কর্মচারী ছাড়া কোনওরকম

ইলেকশন কাউন্টিং কম্পিউটিং, ইসিআরসি কন্ট্রোল ইউনিটের মধ্যে সংযুক্ত থাকতে পারেন না। এ ব্যাপারে পরিস্কারভাবে ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। এ ব্যাপারে কলকাতা হাইকোর্টে মামলাও হয়েছিল। কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ পরিস্কারভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যাতে কোনভাবেই চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা নির্বাচনের সাথে কোনোভাবেই যুক্ত না থাকেন। পরবর্তীকালে এই নির্দেশ অমান্য করা হয়েছিল। সেই কারণে আবার মামলা করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে হাওড়া রিটার্নিং অফিসারকে পরিস্কারভাবে জানানো হয়েছে। নির্বাচনের আগে আমরা ৮৪ জনের নামের একটা তালিকা দিয়েছিলাম। এরা সকলেই চুক্তিভিত্তিক কর্মী এবং এদের নির্বাচনের কাজে লাগানো হয়েছিল। পরবর্তীকালে তাদের কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সে ব্যাপারে কোনও তথ্য আমাদের কাছে জানানো হয়নি।

আমরা জানতে চাই কোন কোন আধিকারিক, এআরও টেবিলে কারা কারা রয়েছেন, তাদের কি ডেজিগনেশন তাদের ডিটেলস আমাদের জানানো হোক। এমনকি এদের তলায় কোন কোন আধিকারিকরা রয়েছেন, এরা যে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নন সে ব্যাপারে স্পষ্ট ভাবে আমাদের জানানো হোক। এ ব্যাপারে আমরা তাদের সচিত্র পরিচয় সহ জানতে চেয়েছি। এর আগে ২০২১, ২০২৩ সালে নির্বাচন কমিশনের বিধিভঙ্গ হয়েছে। যার সুবিধা এখনও ক্ষমতাসীন দল ভোগ করছে।

বিজেপির পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে প্রতিবাদ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের কাছে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। যদি আমাদের কাছে কারা রয়েছেন, তারা ইলেকট্রিক কর্মী নন কিনা তা স্পষ্টভাবে জানানো না হয় তাহলে গণনার আগে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাব। প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি স্পষ্টকরণ চাই সেখানে। আমরা কারচুপি বারবার লক্ষ্য করেছি, দেখেছি। আমরা যা অভিযোগ করেছিলাম স্পষ্টভাবে কোনও উত্তর আমাদের কাছে এখনও পর্যন্ত এসে পৌঁছয়নি। আমাদের কাছে কিছু অভিযোগ রয়েছে। এই অভিযোগগুলোর ব্যাপারে সতর্ক থাকার প্রয়োজন বলে মনে করেছি। নির্বাচনী গণনা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেই জন্য আমরা বারবার বলছি।

ভোট প্রচারের শেষ লগ্নে এস ইউ সি আই এর জনসভা হয়ে গেল জয়নগরে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৩০ মেঃ ১লা জুন শনিবার শেষ দফার নির্বাচন। বৃহস্পতিবার বিকালে ভোট প্রচার শেষ হলো। আর প্রচারের শেষ লগ্নে এদিন কুলতলির কুন্দখালি, জয়নগরের রাজাপুর করাবেগ, বারুইপুর পূর্বের ঢোষা এবং ক্যানিংয়ের গোপালপুরের সংযোগস্থল মহিষমারির হাটে এসইউসিআই(সি) দলের জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী নিরঞ্জন নস্কর এবং যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কল্পনা নস্কর দত্তের সমর্থনে এক বিশাল সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। যাতে বক্তব্য রাখেন কুলতলির প্রাক্তন বিধায়ক জয়কৃষ্ণ হালদার, দলের বারুইপুর সাংগঠনিক জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য গোপাল সাহু এবং দুই কেন্দ্রের প্রার্থী কল্পনা নস্কর দত্ত ও নিরঞ্জন নস্কর। এদিন জয়কৃষ্ণ হালদার বলেন, সুন্দরবন সংলগ্ন পিছিয়ে পড়া এই অঞ্চল গুলির প্রকৃত উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার কোনো কাজই করেনি। সুন্দরবন ভিত্তিক শিল্প কারখানা গড়ে তুললেই একমাত্র এই অঞ্চলগুলির মানুষের অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। তিনি বলেন, এসইউসিআই(সি) দলের প্রার্থীরা জয়যুক্ত হলে এই দাবি সংসদে তুলে ধরবেন এবং তার জন্য আন্দোলন গড়ে তুলবেন।এদিনের সভায় মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতন।

ধর্মনগরে ব্রাউন সুগার সহ ধৃত ১

কদমতলা (ত্রিপুরা), ৩০ মে ঃ আবারও নেশা বিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল উত্তর ত্রিপুরা জেলার গোয়েন্দা বিভাগ সহ ধর্মনগর থানার পুলিশ। ব্রাউন সুগার সহ আটক করা হয়েছে এক যুবককে। জানা গিয়েছে, উত্তর জেলার পুলিশ সুপারের সাদা পোশাকের স্পেশাল টিম এর কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে যে ধর্মনগর মহকুমার ভাগ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা বাবুল মিয়ার ছেলে হেলাল উদ্দিন টিআর০২-সি-৭৩ ৮৩ পালসার বাইকে করে ব্রাউন সুগার নিয়ে যাচ্ছে। সেই খবরের ভিত্তিতে উত্তর জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী সাদা পোশাকের স্পেশাল টিম সংশ্লিষ্ট এলাকায় উৎপেতে বসে থাকে।

ত্রিপুরায় সম্পন্ন লোকসভা নির্বাচন, প্রস্তুতি পঞ্চায়েত ভোটের, ধলাই জেলায় কী কৌশল বিরোধী দলগুলোর

ধলাই (ত্রিপুরা), ৩০ মে ঃ ইতিমধ্যে ত্রিপুরায় লোকসভা নির্বাচনের ভোটপর্ব সম্পন্ন হয়ে গেছে। এবার ফলাফলের অপেক্ষা। এরই মধ্যে রাজ্য নির্বাচন দফতরের চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে জুন মাসের শেষদিকে অথবা জুলাই মাসের প্রথম দিকে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ভোট গ্রহণের। ধলাই জেলার আটটি উন্নয়ন ব্লকের অধীন মোট ৪১টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ১১০টি ভিলেজ কাউন্সিল, ছয়টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং একটি জেলা পরিষদ রয়েছে। ওইগুলিতে নির্বাচন হওয়ার কথা। এরই সঙ্গে জেলার দুটি নগর সংস্থা অর্থাৎ একটি পুর পরিষদ এবং একটি নগর পঞ্চায়েতের প্রত্যেকটিতে দুটি করে শূন্য আসনে উপনির্বাচন হবে। সে মোতাবেক চলছে প্রশাসনিক প্রস্তুতি। বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের দুই জোট শরিকও পুরোপুরি প্রস্তুত নির্বাচন নিয়ে। বিরোধী রাজনৈতিক দল কংগ্রেস এবং সিপিআইএম কি লোকসভার মতো জোট গঠন করবে ? না- একক শক্তিতে ভোটের ময়দানে লড়াই করবে, বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়। মূলত রাজ্যে ২৫ বছর ক্ষমতায় থাকাকালীন সিপিআইএম তথা বামফ্রন্ট সরকার ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রায় ৭০ ভাগ আসনে জয়ী হতো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদগুলোও বিনা বাধায় দখল করত তদানীন্তন শাসক জোট। রাজ্যে ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-আইপিএফটি জোট ক্ষমতায় আসার পর ধারণা করা হয়েছিল, এখন থেকে স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থাগুলোর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বামফ্রন্টও। তাদের ২৫ বছরের শাসন এবং দুর্দান্ত সংগঠন বলে কথা! কিন্তু দেখা গেল ২০১৮-এর বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর ২০১৯-এর লোকসভা এবং ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন ও হালফিলের অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে বেমালুম হারিয়ে গেছে বাম সংগঠনগুলি। একসময় রাজ্যে যাদের ৫৮টি গণ-সংগঠনের গর্ব ছিল, সেই সিপিআইএম তথা বামফ্রন্ট তাদের চিরদিনের বিরোধী কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গড়েছে এবারের লোকসভা নির্বাচনে। ফলে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাম এবং কংগ্রেস পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজকর্ম শুরু করলেও তাতে তেমন জোর আসছে না।

অন্যদিকে বিজেপি গোটা রাজ্যে চালিয়ে যাচ্ছে রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচি। বসে নেই তিপ্রা মথা এবং আইপিএফটিও। রাজ্যের গ্রামীণ এবং শহুরে এলাকায় জল, বিদ্যুৎ, এমজিএনরেগার কাজ, রাজ্য সরকারের শহুরে কর্মসৃজন প্রকল্প বা টুয়েপ প্রকল্পের কাজ, সামাজিক ভাতা, বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা নিয়ে মানুষের ক্ষোভ এবং অভিযোগ রয়েছে।

PRONTO INDUSTRIAL SERVICES LIMITED

CENTRE POINT 21, Hemant Basu Sarani, Third Floor,Room No. 306, Kolkata-700069Tel:033-30288506,E-mail-investors.pronto@gmail. com

CIN: L67120WB1982PLC035476

EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

(Rs. in Lakhs)

Particulars	Quarter ended 31.03.24 (Audited)	Correspon. Quarter in previous year ended 31.03.23 (Audited)	Current year ended 31.03.24 (Audited)	previous year ended 31.03.23 (Audited)
Total income from Operations(net)	5.27	1.85	12.29	8.21
Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	2.76	(1.92)	1.05	(3.41)
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	2.76	(1.92)	1.05	(1.58)
Equity Share Capital (Face value Rs.10/- per Equity Share)	24.00	24.00	24.00	24.00
Earning Per Share (EPS) (in Rs.): Basic and Diluted EPS before extraordinary items	0.358	(0.798)	0.438	(0.654)
Basic and Diluted EPS after extraordinary items	0.358	(0.798)	0.438	(0.654)

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange website (CSE).

For and on behalf of the Board
Sd/-
Sushil Kumar Agrawal
Director
DIN: 00649521

Place : Kolkata
Date : 30th May 2024

R. K. WIRE PRODUCTS LIMITED

Unit No. 1507, 15th Floor, Tower 1, PS. Srijan Corporate Park, Block EP & GP, Sector V, Salt Lake Kolkata- 700091

webiste- www.rkwire.com Email Id- info@rkwire.com Phone : 46022790

CIN: L17233WB1983PLC036948

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024

(₹. in Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended 31.03.24 Audited	31.12.23 Unaudited	31.03.23 Audited	Year Ended 31.03.24 Audited	31.03.23 Audited
1	Revenue from Operations					
	Sale of Products	2,447.86	1751.45	1,060.93	8,458.53	7661.72
	Other Income	77.17	14.09	19.41	116.04	57.76
	Total Income	2,525.03	1,765.54	1,080.34	8,574.57	7,719.48
2	Expenses					
	Cost of Material Consumed	2,054.83	1,808.00	525.23	6,725.65	4,867.25
	Purchase of Stock-in-trade	38.65	1,824.00	396.22	380.26	1,481.11
	Changes in Inventories of Finished Goods, Work-in-Progress and Stock-in-trade	(16.71)	(296.50)	(28.57)	(223.43)	59.18
	Employee Benefits Expenses	76.97	77.35	93.68	216.93	196.82
	Finance Cost	4.48	1.97	0.07	10.65	0.07
	Depreciation, amortization and impairment	13.09	25.60	18.68	84.34	74.39
	Other Expenses	226.70	112.15	38.31	762.66	548.35
	Total Expenses	2,398.02	1,746.81	1,043.62	7,957.07	7,227.17
3	Profit/ (Loss) before Exceptional Item & Tax (1 - 2)	127.01	18.73	36.72	617.50	492.31
4	Exceptional Item	(0.40)	-	0.04	(0.40)	0.04
5	Profit/ (Loss) before Tax (3 - 4)	127.41	18.73	36.68	617.90	492.27
6	Tax Expenses					
	Current Tax	31.88	5.10	23.47	149.60	123.70
	Earlier Years					
	Deferred	9.89	-	4.63	9.89	4.63
7	Profit/ (Loss) for the period (5 - 6)	85.64	13.63	8.58	458.41	363.94
8	Other Comprehensive Income					
	(i) Item that will not be reclassified to proft or loss remeasurement of post employment benefit obligation		-	-		-
	(ii) Income Tax relating to above		-	-		-
	Other Comprehensive Income (OCI) for the period (net of taxes)		-	-		-
	Other Comprehensive Income for the period, net of taxes					
9	Total Comprehensive Income for the period (7 + 8)	85.64	13.63	8.58	458.41	363.94
10	Paid-up equity share capital (Face value - Rs. 10/-)	74.98	74.98	74.98	74.98	74.98
11	Other Equity					
12	Earnings Per Share (EPS) of Rs. 10 each (not annualised)					
	Basic (Rs.)	11.42	1.82	1.14	61.14	48.54
	Diluted (Rs.)	11.42	1.82	1.14	61.14	48.54

For R. K. Wire Products Ltd.
Sd/-
Binod Kumar Bagaria
Managing Director
(DIN - 00484802)

Place : Kolkata
Dated : 30.05.2024

SWASTIK PLYWOOD LIMITED

Regd. Office: "SHYAM TOWERS", 03-319,DH6/11,STREET NO.319, ACTION AREA-ID,KOLKATA, NEW TOWN-700156

CIN : L20291WB1985PLC038657

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31ST, 2024 (Rs. in Lakh

Sl No	Particulars	Quarter ended 31.03.2024 Audited	Year ended 31.03.2024 Audited	Quarter ended 31.03.2023 Audited
	Total Income from Operations (net)	8.58	25.63	13.64
	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax,Exceptional and/or Extraordinary items)	7.23	19.08	7.68
	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, after Exceptional and/or Extraordinary items)	7.23	19.08	7.68
	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	13.86	17.65	6.46
	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	13.86	17.65	6.46
	Equity Share Capital	24.00	24.00	24.00
	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	218.96	218.96	201.31
	Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs.10/- each)	Basic-5.78 Dliuted-5.78	Basic-7.35 Basic-7.35	Basic-2.69 Diluted-2.69
	Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs.10/- each)	Basic-5.78 Dliuted-5.78	Basic-7.35 Basic-7.35	Basic-2.69 Basic-2.69

Note :
The above is an extract of the detailed format of Standalone Financial Results for the quarter ended 31st March, 2024 filed with stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015.

For SWASTIK PLYWOOD LIMITED
sd/-Magan Lal Patel
WTD & CFO
DIN : 00529999

Place: Kolkata
Dated: The 30th day of May 2024

DECILLION FINANCE LIMITED

Regd. Off: Jajodia Tower ,3, Bentinck Street, 4th Floor, Room No. D-8, Kolkata - 700 001

CIN : L65999WB1995PLC067887

E-MAIL : info@decillion.co.in WEBSITE : www.decillion.co.in

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

(₹. in Lacs)

Sl. no	Particulars	Quarter Ended 31.03.24 Audited	31.12.23 Unaudited	31.03.23 Audited	Year Ended 31.03.243 Audited	31.03.23 Audited
1	Total Income from Operations	24.97	24.50	22.87	99.82	90.61
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	(43.71)	13.75	(46.38)	(2.31)	(8.34)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(43.71)	13.75	(46.38)	(2.31)	(8.34)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(32.38)	9.25	(34.17)	(2.77)	(6.17)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(32.38)	9.25	97.14	(0.51)	98.95
6	Equity Share Capital	350	350	350	350	350
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted:	(0.93)	0.26	(0.98)	(0.08)	(0.18)

Notes :
1 The above is an extract of the detailed format of the Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Year ended Financial Results is available on the Stock Exchange at www.bseindia.com & www.cse-india.com and also on the websites of the company at www.decillion.co.in.
2 The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 29th May, 2024.

For and on behalf of the Board
For Decillion Finance Limited
Sd/-
(Jitendra Kumar Goyal)
Managing Director
DIN: 00468744

Place : Kolkata
Date : 30.05.2024

MINOLTA FINANCE LIMITED

CIN: L65921WB1993PLC057502

Registered Office: Unique Pearl, BL-A, Hatiara, Roy Para,Kolkata-700157 West Bengal ; Phone No.: 7439803027

Email Id : minoltafinance@gmail.com; Website : www.minolta.co.in

STATEMENT OF ANNUAL AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

(Rs. In Lakhs)

Sl. No	Particulars	Quarter ended March 2024 (Audited)	Quarter ended March 2023 (Audited)	Year Ended March 2024 (Audited)	Year Ended March 2023 (Audited)
1	Total Income from Operations (Net)	85.3242	13.93	138.26	59.91
2	Net Profit / (Loss) for the period before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items	3.5052	1.03	6.97	6.95
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax, after Exceptional and/or Extraordinary items	3.5052	1.03	6.97	6.95
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3.5052	1.03	5.16	5.14
5	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- each)	999.96	999.96	999.96	999.96
7	Earning Per Share(of Rs.10/-) (for continuing and discontinued operations) a) Basic b) Diluted	0.00351	0.00103	0.00516	0.00514

Note:
1. Segmental Report for the Quarter as per AS-17 of ICAI is not applicable for the Quarter.
2. Above results were reviewed by the Audit Committee taken on record in Board Meeting held on 30th May, 2024.
3.The Company is registered with RBI as Non-Banking Financial Company (Non-deposit taking), therefore Indian Accounting Rule 2016 (Ind-As Rules) are applicable to the company in respect of Financial Year 2023-24.
4 The figures of the last quarter are the balancing figures between audited figures in respect of full financial year and the published year to date figures upto the third quarter of the current financial year.
5. Provision for tax is made at the effective rate of tax.

For Minolta Finance Ltd
Sd/-
Dinesh Kr. Patnia
Managing Director
DIN: 01709741

Place : Kolkata
Date : 30th May, 2024

SARVOTTAM FINVEST LIMITED

CIN: L65993WB1978PLC031793

Regd. Office: : 3, Bentinck Street (2nd Floor), Kolkata - 700 001

Ph No:(033) 2210 0875

e-mail: sarvottamfinvest@gmail.com,Website: www.sarvottamfinvest.in

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024

(Rs. In Lakhs)

Sl. No	Particulars	Quarter Ended 31-March 2024 Audited	31-Dec 2023 Reviewed	31-March 2023 Audited	Year Ended 31-March 2024 Audited	31-March 2023 Audited
1	Total Income from Operations	49.15	58.53	57.18	182.55	192.71
2	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax	9.62	13.44	45.43	48.93	(124.09)
3	Net Profit/ (Loss) for the period after tax	18.06	9.95	52.13	47.15	(118.42)
4	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax]	18.06	9.95	52.13	47.15	(118.42)
5	Equity Share Capital	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
6	Other Equity	-	-	-	1779.64	1732.49
7	Earnings per Share (EPS) (of Rs.10/-each) (for continuing and discontinuing operations)					
	a.Basic(Rs.)	0.24	0.13	0.70	0.63	(1.58)
	b.Diluted(Rs.)	0.24	0.13	0.70	0.63	(1.58)

Note:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange at www.bse-india.com and on the Company's website at www.sarvottamfinvest.in

For Sarvottam Finvest Limited
Dilip Kumar Gupta
Managing Director
(DIN:01168576)

Place : Kolkata
Date: May 30, 2024

TRIBUTE TRADING AND FINANCE LIMITED

CIN: L35991WB1986PLC139129

Regd. Office: : 3, Bentinck Street (2nd Floor), Kolkata - 700 001,

Ph No:(033) 2210 0875

e-mail: ttfltd@gmail.com, Website: www.ttfltd.co.in

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024

(Rs. In Lakhs)

Sl. No	Particulars	Quarter Ended 31-March 2024 Audited	31-Dec 2023 Reviewed	31-March 2023 Audited	Year Ended 31-March 2024 Audited	31-March 2023 Audited
1	Total Income from Operations	106.06	72.23	101.05	256.49	214.25
2	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax	(2.52)	20.78	16.57	54.13	50.03
3	Net Profit/ (Loss) for the period after tax	1.21	15.55	20.24	43.60	44.89
4	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax]	1.21	15.55	20.24	43.60	44.89
5	Equity Share Capital	1200.00	1200.00	600.00	1200.00	600.00
6	Other Equity	-	-	-	1716.85	2273.25
7	Earnings per Share (EPS) (of Rs.10/-each) (for continuing and discontinuing operations)					
	a.Basic(Rs.)	0.01	0.13	0.34	0.36	0.75
	b.Diluted(Rs.)	0.01	0.13	0.34	0.36	0.75

Note:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange at www.cse-india.com and on the Company's website at www.ttfltd.co.in

For Tribute Trading and Finance Limited
Sangeeta Sethia
Managing Director
(DIN: 00585682)

Place : Kolkata
Date: May 30, 2024

দেহ ব্যবসায় নামানোর অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩০ মে ঃ প্রেমের ফাঁদ পেতে ভিনরাজ্য থেকে এনে হোটেলে পরিচারিকার কাজ ও পরে দেহ ব্যবসায় নামিয়ে কাজ করানোর অভিযোগ ও কাজের টাকা চাওয়ায় এক মহিলা হোটেল কর্মীকে মদের বোতল ভেঙে মেরে খুনের চেষ্টা অভিযোগ উঠল হাওড়া অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র গাদিয়াড়ার এক হোটেল মালিক ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে গাদিয়াড়ার বিভিন্ন হোটেলে মাসিক মাইন্ড হিসেবে কাজ করে বেশ কিছু তরুণী। গত নয় মাস ধরে ওই তরুণী কোন টাকা পাইনি বলে অভিযোগ। বুধবার রাতে ওই তরুণী হোটেলের মালিক অনুপ সরকারের কাছে টাকা চাইতে গেলে তাকে টাকা দিতে অস্বীকার করে অনুপ সরকার এই নিয়ে বচসা বাধে।

HALDER VENTURE LIMITED

Regd. Office : DIAMOND HERITAGE, 16 Strand Road, 10th Floor, Room No- 1012 Kolkata -700001 Ph.:- +91-33-6607-5556, +91-33-6607-5557

Email: info@halderventure.in Website :- www.halderventure.in CIN L74210WB1982PLC035117

EXTRACT OF THE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

Sl. no	Particulars	STANDALONE Quarter Ended 31.03.2024	Current year ended 31.03.2024	Corres. 3 months ended 31.03.2023	CONSOLIDATED Current Year Ended 31.03.2024	Previous Year ended 31.03.2023
1	Total Income	4,275.11	9,537.57	2,295.02	65,091.36	36,960.50
2	Net Profit/Loss for the period before tax and exceptional items	176.42	188.40	120.09	1,723.08	799.23
3	Net Profit/Loss for the period before tax and after exceptional items	176.42	188.40	120.09	1,723.08	799.23
4	Net Profit/Loss for the period after tax and exceptional items	123.89	130.89	86.68	1,166.71	592.75
5	Total Comprehensive Income for the period	123.89	130.89	86.68	1,160.33	592.75
6	Equity Share Capital	316.07	316.07	316.07	316.07	316.07
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)					
	Basic : (₹)	3.92	4.14	2.74	36.91	18.75
	Diluted : (₹)	3.92	4.14	2.74	36.91	18.75

Notes :
The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the year ended 31st March, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as modified by Circular No: CIR/CFD/FAC/62/2016 dated 5th July, 2016. The full format of the Audited Financial Results for the year ended 31st March, 2024 are available on the following websites Bombay Stock Exchange , www.bseindia.com and on the Company's website at www.halderventure.in.

For Halder Venture Limited
KESHAB KUMAR HALDER
Chairman
DIN: 00574080

Place : Kolkata
Date : 30.05.2024

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৮১ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

ঐতিহ্যের কলকাতা

ইতিহাসের পাতায় হোক কিংবা একটা জীবন্ত মহা নগরী! কলকাতা হোক কিম্বা কলিকাতা, এই শহরের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে আছে সব রোমাঞ্চকর ইতিহাস। সপ্তাদশ শতাব্দীর শতাব্দীর শেষভাগে সুতানুটি, ডিহি কলিকাতা ও গোবিন্দপুর নামে তিনটি গ্রাম নিয়ে কলকাতা শহরটি গড়ে ওঠে। এর মধ্যে ডিহি কলিকাতা নামটি থেকে কলকাতা নামটির উৎপত্তি। কলিকাতা বা কলকাতা নামটির উৎপত্তি সম্পর্কে গবেষকদের মধ্যে মতান্তর রয়েছে ঃ একটি মতে, কালীক্ষেত্র (হিন্দু দেবী কালীর ক্ষেত্র) নামটি থেকে কলিকাতা বা কলকাতা নামটির উৎপত্তি। কালীঘাট মন্দিরের কর্তৃপক্ষের মতে, কালীঘাট (হিন্দু দেবী কালীর ঘাট) থেকে কলিকাতা বা কলকাতা নামটির উৎপত্তি। মতান্তরে, কিলকিলা (অর্থাৎ,চ্যাপ্টা এলাকা) কথাটি থেকে কলিকাতা নামটির উৎপত্তি হয়। অন্য এক মতে খাল ও কাটা শব্দ দুটির বিকৃতির ফলে কলকাতা নামটির উৎপত্তি ঘটে। অপর মতে, এই অঞ্চলটি কলিচুন ও কাতা (নারকেল ছোবড়ার আঁশ) উৎপাদনের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। সেই থেকেই কলিকাতা নামটির উৎপত্তি ঘটে। বাংলায় কলিকাতা বা কলকাতা নামটি প্রচলিত হলেও ইংরেজি ভাষায় এই শহর আগে ক্যালকাটা নামে পরিচিত ছিল। ২০০১ সালে নামের বাংলা উচ্চারণের সঙ্গে সমতা রেখে ইংরেজিতেও শহরের নাম কোলকাটা রাখা হয়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান কলকাতা অঞ্চলটি সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও ডিহি কলিকাতা নামে তিনটি গ্রামে বিভক্ত ছিল। গ্রাম তিনটি ছিল বাংলার নবাবের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে। এই সময় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ওলন্দাজ, পর্তুগিজ ও ফরাসি শক্তিগুলিকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ গোবিন্দপুরে একটি দুর্গ নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। ১৭০২ সালে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। এই দুর্গটি ছিল একাধারে একটি সেনানিবাস ও আঞ্চলিক সেনা কার্যালয়। কলকাতা প্রেসিডেন্সি সিটি ঘোষিত হয় এবং পরে বাংলা প্রেসিডেন্সির সদরে পরিণত হয়। এই সময় ফরাসি বাহিনীর সঙ্গে কোম্পানির ছোটোখাটো সংঘর্ষ লেগেই থাকত। ফরাসিদের ঠেকাতে ১৭৫৬ সালে কোম্পানি ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের সংস্কার শুরু করে। বাংলার তদনীন্তন নবাব সিরাজদ্দৌলা এই সামরিক আয়োজনের প্রতিবাদ জানালেও ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাতে কর্ণপাত করেননি। সিরাজ এরপর কলকাতা আক্রমণ করে দুর্গ দখল করে নেন এবং ইংরেজদের কলকাতা থেকে বিতাড়িত করেন। এরপরই ইংরেজরা কুখ্যাত অন্ধকূপ হত্যার গল্প রটনা করে। অবশ্য এক বছর পরে রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে কোম্পানির বাহিনী কলকাতা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিল।১৭৭২ সালে কলকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ঘোষিত হয়। পরবর্তীকালে ১৮৬৪ সাল থেকে ভারতের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী অধুনা উত্তরাখণ্ড রাজ্যের শৈলশহর সিমলায় সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত করার রেওয়াজ শুরু হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কলকাতার চারপাশের জলাভূমিগুলি বুজিয়ে ফেলা হয়। হুগলি নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে গড়ে ওঠে গভর্নমেন্ট প্লেস বা অফিসপাড়া। কলকাতার অধিকাংশ সরকারি ভবনের নির্মাণকার্য শুরু হয়।

আলির শন্তিনিকেতন

আপনারে বড় বলে বড় সেই হয়। লোকে যারে বড় বলে বড় সেই নয়।। বলতে বলতে সমস্বরে হেসে ওঠেন তি ন ভাই। ছোট মামু বলেন 'ভাইসাব লম্বাচওড়ায় আমাকেই তো বড় দেখায়, কাজেই জ্যেষ্ঠত্বের দাবি অনায়াসেই করতে পারি'। 'ঠিক আছে ভাই সিতু (মামুর ডাক নাম) তোমার বড়ত্বের দাবি আমি মেনে নিলাম'। কী নির্মল তাদের হাসি কৌতুক। মৌলবীবাজারে বাড়ির টিনের চালে শিশির ঝরে পড়ার শব্দ হয় টুপটুপ, বাগান থেকে ভেসে আসে ভেজা শিউলির সুবাস, পাকঘরে মা আমাতুল মান্নানের পিঠা ভাজার খুশবু, একটু পরই সাদা দস্তরখান বিছিয়ে কাচের সোনালি প্লেট দিয়ে খেতে বসার পালা। আমার মামুদের গভীর ভালোবাসা পাঁচ বোন সৈয়দা হাবিবুন্নেসা, সৈয়দা হিফজুন্নেসা, সৈয়দা নজিবুন্নেসা, সৈয়দা জেবুন্নেসা, সৈয়দা লুৎফুন্নেসার জন্য। বছরে একবার ঢাকার জয়দেবপুর অথবা শ্রীপুরে বনভোজন হতো, বলা যায় পারিবারিক মিলন উৎসব। অগুনতি বাচ্চাকাচ্চা হৈচৈ করছে, আম্মারা পানের বাটা খুলে বসেছেন, মামুরা বলতেন 'দেখো দেখো সৈয়দ সিকান্দার আলীর বংশপরম্পরা কত বিস্তৃত হচ্ছে'। হয়তো বা গিনিজ বুক অব রেকর্ডে ঠাঁই পাবে এ তালিকা'। অনেকে আছেন সিলেটের বাইরে থেকে আগত, বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে মোটামুটিভাবে সিলেটি ভাষা রপ্ত করেছেন। আমার কন্যা সামিরা খুব সুন্দর করে সিলেটিতে তার নানীর সঙ্গে গল্প করে, আম্মা খুব খুশি হন। সামিরার বাবাও সিলেটি বলার চেষ্টা করেন, তবে আমার সঙ্গে নয়, সিলেটে বেড়াতে গিয়ে বক্তৃতা করার ছলে। আমি সেই জগাখিচুড়িতে কখনোই বাদ সাধি না, ভাবি আমারও তো এবার কোচবিহারি ভাষা শিখতে হবে, না'হলে মানমর্যাদা থাকবে না যে। হুরুমামু ঘুরে বেড়িয়েছেন দেশ থেকে দেশান্তরে। প্রথমে শান্তিনিকেতনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য, পরবর্তীতে কাবুল কান্দাহার পাঞ্জাব কটক গৌহাটি প্যারিস রোম সবই যেন তার ঠিকানা। নিজ গৃহে পরবাসী, বাড়ির টান থাকলেও মন পড়ে থাকে বোলপুরের আড্ডায় বা কলকাতার পাঁচ নম্বর পার্ল রোডের মজলিশে। আবু সয়ীদ আইয়ুব, গৌরী আইয়ুবের পাশের ফ্ল্যাটে তখনকার বিখ্যাত এমপি ডক্টর গনি ও বেগম গনির স্নেহমাখা বাড়ি তার বাসস্থান।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

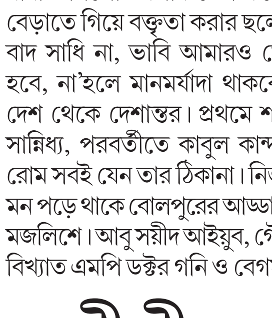

কোনও রকমে পেট চালানো যেতে পারে। কিন্তু বড় কাজ করতে গেলে বড় মনের পরিচয় লাগে। বড় মনটাকে অর্জন করতে হয়। বড় মন পাওয়ার জন্য সাধনা করতে হয়। যিনি সাধনা করতে পেরেছেন তিনিই বড় মনটাকে প্রকৃত অর্জন করতে পারেন। সকলের দ্বারা বড় মন অর্জন করা সম্ভব হয় না। সত্যের মধ্যে রয়েছে বড় মন। সত্যকে জয় করতে হবে। সেটাকে জয় না করতে পারলে একবারে তলিয়ে যেতে হবে। আর কোনও দিন মাথা তুলে দাঁড়াবে না।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বললেন, শিক্ষা দান করলে শিক্ষা ফুরিয়ে যায় না। তা আরও বৃদ্ধি পায়। চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ হয় না।

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন

করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন চক্ষু দানকারী। তিনি চোখ দিয়ে জগতকে চিনতে শেখান। তিনি আছেন বলেই তার সন্তানরা শক্তিশালী এবং বিনাশ হয়ে থাকেন। মা তার সন্তানদের জ্ঞান চক্ষু দান করে থাকেন। তিনি আছেন বলে জগত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মা হচ্ছেন সর্বশক্তির অধিকারিনী। তিনি শক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি শক্তি দেন বলেই তাঁর সন্তানরা মাথা উঁচু করে চলাফেরা করতে পারে। তিনি আছেন বলেই শত্রুকে বিনাশ করা সম্ভব হয়। তিনি আছেন বলেই শুভ শক্তির উদয় ঘটে। তিনি হচ্ছেন ভারত এর শক্তিশালী। তিনি সব কিছু সহ্য করতে পারেন।

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, নারী জাতিতে সম্মান রাখলে একটি সমাজ সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে। স্ত্রী জাতি কাউকে দোষারোপ করে না। স্ত্রীজাতি কাউকে ঘৃণা করতে শেখায় না। মা ভবতারিনীর স্নেহ, ভালোবাসা এবং প্রীতি হচ্ছে অলঙ্কার। এই অলঙ্কার আছে বলে স্ত্রীজাতি সবার উপরে স্থান গ্রহণ

চিনের লক্ষ্য এশিয়াতে প্রভাব বিস্তার ও ভারতকে নজরবন্দি করা- মন্তব্যে বউবাজারের গুলেজানন্দজি

রবীন্দ্রকুমার শীল

গুলেদানন্দের আসর আজকে জম জমাট। একেবারে গুলেদানন্দের আসরে ভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ভারতের লোকসভা নির্বাচন এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে অলোচনা ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। যদিও এই আলোচনায় একমাত্র মুখ্য বক্তা হচ্ছেন আমাদের গুলেদানন্দজি। ভারতের লোক সভার দিকে তাকিয়ে রয়েছে বিশ্বের বহু দেশ। কারণ ওই লোক সভার নির্বাচনের ফলাফল ঠিক করে দেবে কোন দলের হাত ধরে আগামি দিনের ভারত সামনের দিকে এগিয়ে চলবে। যদিও মোদি সরকার ২০৪৭ সালের 'ভারত ভিশন' তৈরি করেছে। ২০৪৭ এর 'ভারত ভিশন' মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে মহা কাশ অভিযান, প্রযুক্তির উন্নতি, কৃত্রিম মেধা শক্তির বিকাশ, সৌর শক্তির বিকাশ, সকলের জন্য আবাসন, খাদ্য এবং কর্মসংস্থান গড়ে তোলা ইত্যাদি। ভারতের লোকসভার নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলি। বিশেষ করে চিন, আমেরিকা এবং রাশিয়া। চিন তো খুবই চিন্তিত যে ভারতের লোক সভার নির্বাচনে কোন দল সরকার গঠন করবে এবং সেই শাসক দলের সঙ্গে চিনের সম্পর্ক কেমন তৈরি হবে তা নিয়ে চিনের বিদেশ মন্ত্রক। ইউরোপ বলতে গেলে চিনকে পরিহার করতে শুরু করেছে। চিনের বহু পণ্য তারা কেনে না। চিনের বহু পণ্য বাজারি পণ্যে পরিণত হয়েছে। সেই কারণে ইউরোপে চিনা সস্তার পণ্য কেনার পক্ষপাতি নয়। তবুও তার মধ্যে চিন ইস্পাত এবং চা শিল্পে অগ্রগতি বজায় রেখেছে। এক সময়ে ভারতের ইস্পাত এবং চা বিশ্বের দরবারে খ্যাতিলাভ করেছিল। সেই স্থানকে অধিকার করে নেওয়ার মানসিকতা প্রদর্শন করতে শুরু করেছে চিন। ফলে ভারতের চা শিল্প আন্তর্জাতিক বাজার ধরতে পারছে না।

গুলেদানন্দ বলার চেষ্টা করছেন যে চিনের লক্ষ্যই হচ্ছে এখন ভারতকে কব্জা করা। এছাড়া চিনের বাঁচার কোনও পথ খোলা নেই। ভারত যত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে মৈত্রী এবং ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করবে ততই চিনের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক খর্ব হতে থাকবে। সেই কারণে চিন এখন ভারতের হিমালয় পদদেশের দেশগুলির ওপরে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে বলে মনে করেন গলেদানন্দজি। তিনি বলছেন, চিনের এই ধরনের স্বভাব আগে ছিল না। চিন বারবার ভারতের ওপরে কেন যে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখতে শুরু করে দিল এবং ভারতের ভুখণ্ডকে দখল করে নেওয়ার মানসিকতা তৈরি করলো তার কোনও সঠিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। ভারত কোনও দিনই চিনকে আক্রমণ করবে না সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সময় থেকে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অতিরিক্ত চিন প্রীতি দেখাতে গিয়ে তিব্বতকে হারালো। তৎকালীন চিনের চেয়ারম্যান মাও সে তুং এবং প্রধানমন্ত্র চৌ এন লাই যে তলে তলে ভারতের রাজনৈতিক প্রভাবকে খর্ব করে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে শুরু করেছে তার আঁচ পাননি পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু। ভারতের মেডিকাল মিশন গিয়েছিল বেজিংয়ে। চিন জাপান যুদ্ধ শুরু হয়েছে। ১৯৩৮ সালে চিনের জেনারেল ঝু দে পণ্ডিত জওহরলালকে অনুরোধ করেন কিছু চিকিৎসক পাঠাতে। তখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি তখন সুভাষ বসু। তিনি চিনকে বাইশ হাজার টাকা সহ একটি স্বেচ্ছাসেবক চিকিৎসক দল পাঠালেন। সেই দলে ছিলেন ডাক্তার দ্বরাকানাথ শান্তারাম কোটনিস। ১৯৩৯ সালে নেহরু চিন সফর করে মিশনকে শক্তিশালী করেন। ডাক্তার বিকে বসু এবং দেবেশ মুখার্জি দুইজন বিাঙালি চিকিৎসকও এই দলে ছিলেন। সেই চিন ভারতের দিকে তাক করে রাইফেল থেকে গুলি করতে একটু দ্বিধাবোধ করেনি ১৯৬২ সালে যুদ্ধের সময়ে। চিন ওপরের উপকার গ্রহণ করে শুধু নিজের স্বার্থকে রক্ষা করতে। স্বার্থ ফুরিয়ে গেলে তাকে শত্রুতে পরিণত করতে একটি মিনিটও সময় ব্যয় করে না চিন বলে মন্তব্য করলেন গুলেদানন্দজি।

এবারে গুলেদানন্দজি বেশ রসিয়ে সরিয়ে বক্তব্য রাখতে শুরু করেছেন। তিনি চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলতে শুরু করে দিলেন যে চিন বারবার চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছিল কীভাবে ভারতের হিমালয় পাদদেশের দেশগুলির ওপরে অধিকার স্থপান করা যেতে পারে। শুধু মাত্র সীমান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে বড় ধরনের যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি করে ফেলল চিন। আকসাই চিন দখল করে নিল চিন। এখন তারা অরুণাচল প্রদেশের ওপরে নজর দিতে শুরু করে দিল। এদিকে কাশ্মীরে প্রবেশ করল চিন। ভারতকে প্যাচে ফেলতে পাকিস্তান চিনকে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে আর্থিক করিডর তৈরি করতে জমি দিল। সেখানে চিন আর্থিক করিডর তৈরি করছে। ভারত আপত্তি করলেও তাকে বেশি পাত্তা দিল না চিন। চিনের লক্ষ্যই হচ্ছে ভারতের অধিকারকে একেবারে খর্বাকৃতি করা। চিন লাদাখের বেশ কিছু অঞ্চল অধিকারে রেখেছে। চিন শুধু ভারতের সীমান্তকে অধিকার করার চেষ্টা করছে তা নয়। চিন বহুবার ভারতের অভ্যন্তরীন রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেছে পরোক্ষভাবে বলে প্রমাণও রয়েছে। ভারতের নকশাল আন্দোলন তার উজ্জ্বল প্রমাণ বলে গুলেজানন্দজি বেশ খানিকটা নিঃশ্বাস গ্রহণ নিলেন। হাতে একটি সিগারেট ছিল সেটা ধরিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলতে শুরু করলেন, চিন বেশ কয়েকবার ভারতের অভ্যন্তরীন রাজনীতিতে প্রবেশ করে ছিল। কয়েকটি উগ্রপন্থী রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করতে থাকে। চিনপন্থী নকশালদের লক্ষ্যই ছিল ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলে দাও। শিক্ষা ব্যবস্থাকে যদি ভেঙে ফেলে দেওয়া যেতে পারে তাহলে ভারতবর্ষ আর বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা তখন বেশ শক্তিশালী। ভারতের কোনও প্রদেশ বাংলার সঙ্গে শিক্ষার সঙ্গে পেরে উঠছে না। ফলে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার ওপরে আঘাত দিয়ে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করল চিনপন্থী নকশালরা। তারা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে বুঁজোয়া শিক্ষা ব্যবস্থা বলে প্রচার করলো। সেই আন্দোলন বাংলার ছাত্র সমাজে ছড়িয়ে পড়ল। কোনও স্কুল একটি বছর পরীক্ষা গ্রহণ করতে পারেনি। বিনা পরীক্ষায় ছাত্রদের পাশ করিয়ে দিতে বাধ্য হল স্কুল কর্তৃপক্ষ। এই রকমভাবে যখন শিক্ষা পরিস্থিতি তৈরির চক্রান্ত করে শিক্ষার কোমর ভেঙে দেওয়ার কৌশল গ্রহণ করছেচিন সমর্থিত রাজনৈতিক দলটি তখন কঠোর হাতে তাকে দমন করতে হাল ধরলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়। তিনি আদেশ দিলেন বাংলাকে যারা ধ্বংস করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার কোনও প্রয়োজন নেই। তারা বেঁচে থাকলে বাংলার প্রভূত ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। সেই কারণে এই সব উগ্রবাদীদের খতম করে দাও। এরপরে আবার নতুন করে শিক্ষার ওপরে আঘাত এলো। প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি তুলে দেওয়া হল। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতকে ভেঙে ফেলা হল। নতুন যে শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি হল তার মধ্যে দিয়ে মেধা শক্তি বৃদ্ধি লাভ করতে পারছে না। ইংরেজি মাধ্যম এবং বাংলা মাধ্যমের মানসিকতা তৈরি হল। বাংলা মাধ্যমের স্কুলে পাঠরত ছাত্ররা ইংরেজি শিক্ষায় দুর্বল হতে থাকলো। তারা পাশ্চাত্য চিন্তা ধ্যানধারনা থেকে বঞ্চিত হল। আর ব্যাঙের ছাতার মতো সর্বত্র গজিয়ে উঠল ইংরেজি মাধ্যম স্কুল। বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলি ক্রমশ দুর্বল হল। কারণ অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের বাংলা মাধ্যমের চেয়ে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়াতে বেশি আগ্রহী। শিক্ষার শ্রেনি ভাগ হল। মিশনালী স্কুলগুলি অবস্থা রমরমা। আর বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলিতে ছাত্রের সংখ্যা অতি নগণ্য।

তিব্বত ভারতের অংশ ছিল। সেই কারণে ভারতের পুরাণ গ্রন্থ কৈলাশ এবং মানসসরোবরের নাম উল্লেখ রয়েছে। শিবের বাসস্থান ছিল কৈলাশ। তখন কিন্তু তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসার লাভ করেনি। পরে গৌতম বুদ্ধের ধর্ম প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে তিব্বতের বাসিন্দারা বৌদ্ধ ধর্মকে গ্রহণ করে। বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থান তিব্বতে হওয়ার আগেকার ধর্মীয় পরিস্থিতির যদি পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাবো যে তিব্বতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব ছিল এবং কৈলাস এবং মানস সরোবরে দেবাদিদেব শিব এবং দুর্গার অবস্থান লক্ষ্য করা গিয়েছে। ভারতের পুরাণেও অরুণাচল প্রদেশেব. উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু চিনের কোনও উপকথায় বা তাদের পুরাণ গ্রন্থে তিব্বতের উল্লেখ নেই। তখন তিব্বত ছিল বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দ্বারা পরিচালিত একটি বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এখানে বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে গিয়েছিলেন বাঙালি পণ্ডিত শরৎচন্দ্র দাস। হিয়েন সাঙ এবং ফা হিয়েন যেমন চিন দেশ থেকে ভারতে এসেছিলেন রাজা হর্ষবর্ধনের সময়ে। তাঁরা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধ শাস্ত্র নিয়ে চর্চা করেছেন। পালি ভাষা নিয়ে পড়াশুনা করেছেন। ঠিক সেই রকমই পণ্ডিত শরৎ চন্দ্র দাস ১৮৭৯ এবং ১৮৮১-১৮৮২ সালে তিব্বতে যান বৌদ্ধ শাস্ত্র সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করতে। তবে অনেকেই বলে থাকেন যে ব্রিটিশ গুপ্তচর হয়েই তিব্বতে গিয়েছিলেন পণ্ডিত শরৎচন্দ্র দাস। তবে এটা ঠিক যে শরৎ চন্দ্রদ্র দাসের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে ব্রিটিশ সরকার ১৯০৩ সালে ফ্র্যান্সিস ইয়ংহ্যাণ্ডের নেতৃত্বে তিব্বত আক্রমণ করে ব্রিটিশ সরকার। তবে পণ্ডিত শরৎ চন্দ্র দাসকে এর জন্য অপরাধী হিসাবে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো উচিত নয়। ব্রিটিশ সরকার বাধ্য করেছিল তাঁকে এই কাজ করতে। তিব্বত ছিল বাইরের লোকেদের নিষিদ্ধ প্রবেশ স্থান। সেখানকার লোকেরা বাইরের লোককে বিশ্বাস করতো না। তারা মনে করতো যে তাদের দেশকে ধ্বংস করার ইচ্ছা বাইরের লোকেদের। কিন্তু শরৎ চন্দ্র দাসের ব্যবহারে তিব্বতের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা মুগ্ধ হন এবং তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে এই ভারতীয়কে বৌদ্ধ শাস্ত্র সম্পর্কে শিক্ষাদান করা যেতে পারে। বিপদের কোনও কারণ নেই।

এত গেল শরৎ চন্দ্রের কথা। তারপরে রয়েছে আরও ইতিহাস। চিন বারবার তিব্বতে প্রবেশ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। ১৯৬২ সালে ভারত আক্রমণ করে চিন তাদের সীমানাকে আরও শক্তিশালী করতে তিব্বতকে কেড়ে নিল। সেখানকার বৌদ্ধগুরু দালাই লামা আজও নির্বাসিত। তিনি ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে রয়েছেন। ভারতের দালাই লামাকে ধর্মীয় আশ্রয় দেওয়ার জন্য চিন ভারতকে দোষারোপ করতে শুরু করে দিয়েছিল। এখনও চিন ভারতকে দোষারোপ করে চলেছে। দালাই দামার বিকল্প ধর্মীয় গুরু তৈরি করেছি চিন তিব্বতে যাতে করে সেখানকার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা চিনের পক্ষ নিয়ে কথা বলে। তিব্বতকে চিন বলতে গেলে কৌশল করে কব্জা করে রেখেছে। এখন বিশ্বের বৌদ্ধদের কাছে দালাই লামার গুরুত্ব রয়েছে। বহুবার চেষ্টা করা হয়েছিল দালাই লামাকে হত্যা করার। সেটা কিন্তু করতে পারেনি কারণ ভারতীয় সেনারা যেভাবে দালাই লামাকে পাহারা দিতে শুরু করেছে এবং তাঁর যাত্রাপথকে গোপন রাখা হচ্ছে তাতে গুপ্তঘাতকেরা কোনও রকম সুবিধা করতে পারছে না।

গুলেদানন্দ এবারে অন্য দিক নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করে দিলেন। তিনি চিনের আর্থিক করিডর নিয়ে কথা বললেন। তিনি বললেন যে ভারত কাশ্মীরে চিনের আর্থিক করিডর নিয়ে আপত্তি করছে। আগামি দিনে দেখা যাবে যে ভারতের শিল্পপতিরা এই আর্থক করিডরকে ব্যবহার করছে তাদের ব্যবসায়িক সুবিধা স্বার্থে। চিন তখন তাতে আপত্তি করবে না। বরং চিন দেখবে এতে ওদের লাভই হচ্ছে। ভারতীয় শিল্পপতিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না গিয়ে যদি সহবস্থানে সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করা যায় তাহলে লাভ রয়েছে চিনের। সেই কারণে ভারত এখন পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করতে চায়। মোদি শেষ খেলা হবে পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করা সেটা কি আগামি সেপ্টেম্বর মাসেই? এ নিয়ে একটি বড় ধরনের জিজ্ঞাসা রয়েছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়ে কি ভাবনা চিন্তা করছে তা প্রকাশ্যে আসছে না বটে। তবে একটা হাওয়া ঘুরতে শুরু করে দিয়েছে। রাহুল গান্ধির 'ভারত জোড়ো' আন্দোলনের দর্শনকে বাস্তবে পরিণত করে দেখিয়ে দেবে বিজেপি দল এটা কেউ কেউ মনে করে থাকে। তবে কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে কতখানি আগ্রহী হবে এবং ব্যবসায়িক সম্পর্ক নষ্ট না করে কীভাবে ভারত জোড়োকে বাস্তবে পরিণত করা যেতে পারে তার নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছে বর্তমান সরকার এটা ক্রমশ পরিস্কার।

শুধু চিকিৎসক নয়, প্রকৃত সেবক হওয়া উচিত

বিশেষ প্রতিবেদক

গৌরী কুমরা শুধু মাত্র একজন চিকিৎসক হিসাবে নিজেকে পরিচিত করতে চান না। তিনি সেবক হিসাবে নিজেকে চিহ্নিত করতে চান। চিকিৎসক একজন সমাজ সেবক হয়ে উঠতে পারেন সেটা প্রমাণ করতেই তিনি বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজে নিজেকে যুক্ত রাখেন। তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতিটা একেবারে ভিন্ন রকমের। তিনি মনে করেন কোনও পরিবার যদি সুখী থাকে তাহলে তার পরিবারের সন্তানও সুখী হবে। তবে সুখ বলতে তিনি এখানে মানসিক সুখের কথাই বলেছেন। তিনি মনে করেন যে একটি পরিবার যদি মানসিক দিক দিয়ে সুস্থ এবং সবল থাকে তাহলে তার পরিবারের সকলেই সুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে। বর্তমানে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে ছোটদের ওপরে মানসিক চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। লেখাপড়া থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রে শিশুদের ওপরে চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। সেটা পরিবার থেকে এবং আত্মীয়স্বজন থেকেও আসতে পারে। গৌরী কুমরা কলকাতার লা মার্টিনিয়ার স্কুল অব গার্লস স্কুলে গিয়েছিলেন। সেখানকার ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেছেন। এই সব ছাত্রীদের বয়স ১২ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে। এই সব ছোট মেয়েদের সঙ্গে কথা বলেছেন একেবারে বন্ধুর মতো। তিনি ছাত্রীদের কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলেন তাদের ওপরে কোনও রকম চাপ সৃষ্টি হচ্ছে কিনা। দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে অল্প বয়সী ছাত্রীদের ওপরে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। তার ফলে মানসিক ভারসাম্য হারাতে শুরু করে দিয়েছে তরুণ ছাত্রছাত্রীরা। তারা একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়তে শুরু করেছে। তখনই ছাত্রছাত্রীর আত্মহত্যা করে থাকে। অভিভাবকেরা ছাত্রদের চাহিদাকে পূরণ করতে অবহেলা করছে। ছাত্রদের দিকে নজর রাখত হবে। তাদের সঙ্গে কথা বলে জেনে নিতে হবে কোথায় তাদের অভাব ঘটতে শুরু করেছে। কী করে সেই অভাব পূরণ করা যেতে পারে তার পথকে তৈরি করতে হবে। ছাত্রদের মধ্যে যে উৎকণ্ঠা দেখা দিচ্ছে তার অবসান করতে হবে। কীভাবে তার অবসান করা উচিত তা নিয়ে ভাবতে হবে। পথ তৈরি করতে হবে। অল্প বয়সের ছাত্রদের মধ্যে যে উৎকণ্ঠা দেখা দিতে শুরু করে দেয় তাতে বিপদ সৃষ্টি হতে পারে। ছাত্র জীবন একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। মেধা শক্তি অপুষ্ট হয়ে যেতে পারে। মেধা শক্তি বৃদ্ধি করতে গেলে তার চর্চার প্রয়োজন। সেই কারণে তিনি বলেন সব ছাত্রদের উচিত হচ্ছে শিল্প চর্চা করা। শিল্প চর্চা বলতে সাহিত্য, ছবি অঙ্গন এবং সঙ্গীত, নৃত্য চর্চা করা। এই সব সাংস্কৃতিক চর্চা বজায় থাকলে মনের মধ্যে যে উৎকণ্ঠা তৈরি হয় এবং একটি দূষিত আবহাওয়ার পরিবেশ তৈরি হয় বা দানা বাঁধতে শুরু করে তা কেটে যায়। সঙ্গীত চর্চাও মানের গ্লানিকে পরিস্কার করে। মন যত পরিস্কার রাখা যাবে ততই মেধা শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকবে। গৌরী কুমরা গাইনোকলজিস্ট এবং পর্যবক্ষণ কারী চিকিৎসক। মনের চিকিৎসাও তিনি করে থাকেন। বিশেষ করে শিশুদের মনোবিকাশ নিয়ে খুবই উৎসাহী। তিনি মনে করেন শিশুদের যদি নির্দিষ্ট পথ ধরে তাদেরকে সমানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে শিশুই সঠিক পথ ধরে এগোতে থাকবে। মনোবিজ্ঞানকে তিনি চিকিৎসা জগতে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তিনি দেখেছেন বহু পরিবার সন্তান চান। কেন সন্তান চান তার কোনও সদত্তর দিতে পারে না। অধিকাংশ পরিবার মনে করে সন্তান ধারন মানেই হচ্ছে বংশ রক্ষা করা। এই চিন্তাকে বর্জন করতে হবে। শিশু মানেই হল দেবতুল্য। তাকে যথেষ্ট যত্ন করতে হবে এবং ভালোবাসা দিতে হবে। পরিবারের যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিলন না থাকলো পিতা মাতার মধ্যে যদি বিভেদ দেখা দেয় তাহলে সেই পরিবারের সন্তানদের পক্ষে মাথা সোজা করে উজ্জ্বল পথ করে এগিয়ে চলাটা খুবই কঠিন। সেই কারণে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা এবং নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার একটি সেতু রচনা তৈরি করাটা খুবই প্রয়োজন। মাতা পিতার প্রেম ভালোবাসা শিশুদের মনে মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে তাকে আর প্রস্ফুটিত করতে থাকে। পরিবারের সমস্যার কথা তিনি শোনেন। সেই সমস্যার সমাধান করতেও তিনি প্রস্তুত। তিনি বলেন, হাতে অবসর সময় থাকে ছবি আঁকি। বহু ছবি তিনি এঁকেছেন। তাঁর ছবির প্রদর্শনীও হয়েছে। তাঁর কন্যার নাম মহিমা খান্না। তিনি 'ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক' এবং 'সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত বরিষ্ঠ অর্থনীতিবিদ। বসবাস করেন ওয়াশিংটনে। মা এবং কন্যা যৌথ ভাবে 'মৈত্রী' নাম গ্রহণ করে একটি ছবির বই প্রকাশ করেছেন। এই বইটিতে তাঁর বিভিন্ন সময়ের আঁকা ছবিগুলি রয়েছে। 'মৈত্রী' বইটির নাম কেন গ্রহণ করা হল তার জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন, মৈত্রী হচ্ছে জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার একটি মহাযৌধি। প্রেম প্রীতি ও মানব বন্ধন এর মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠতে পারে উজ্জ্বল জীবন। গৌরী কুমরা বলেছেন যে তিনি একজন চিকিৎসক হিসাবে পরিচিত হতে এই জগতে আসেন নি, তিনি জীবনের সব দিকগুলোর দিকে বেশি করে নজর দিচ্ছেন। এবং যেখানে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে তার সমাধান করার পথকেও দ্রুত তৈরি করে দেওয়ার দিকে মনোনিবেশ করছেন। সেই কারণে তাঁকে আমরা মানব সেবিকা বলে গণ্য করতে পারি। সঙ্গীত, নৃত্য, ছবি সব কিছুই মনকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক করতে সাহায্য করে। মনের ওপরে চাপ সৃষ্টি হলে মনটিকে একটি স্থানে স্থির করার উপায় হল ছবি আঁকা। গল্প লেখা বা পড়া। কবিতা লেখা বা পড়া। সাহিত্য চর্চা করা। পেশার জীবনকে মূলধন না করে জীবনের গতিপথকে বিভিন্ন দিকে প্রসারিত করতে পারলে মনের মধ্যে জমে থাকা গ্লানি ক্রমশ দূর হতে থাকবে। প্রাণ খুলে হাসুন। মন খুল কথা বলুন সবার সঙ্গে। মন খুলে কথা বললে বা মন খুলে হাসতে পারলে তার জন্য পয়সা খরচ করতে হয় না। শুধু আপনি নিজেকে খুশি রাখলে চলবে না আপনার পরিচিত জনকে খুশি রাখতে হবে। তা না হলে আপনি তো একা হয়ে পড়বেন। একাকী খুশি হওয়া যায় না। একাকীত্ব থাকলে মনে মধ্যে একটি হতাশার সুর প্রবাহিত হতে থাকে। হতাশার সুরকে কাটিয়ে উঠতে হবে। মনে রাখবেন আপনি যদি আপনার পরিচিত জনদের খুশী করে রাখতে পারেন না পারেন তার প্রভাব সমাজের ওপরে আসে পড়তে বাধ্য। সমাজ তা একা চলে না। আমাদের সবাইকে নিয়েই তো সমাজ গড়ে ওঠে। শিশুদের সঙ্গে বেশি করে কথা বলুন। তাদের সঙ্গে তাদের মতো করে মিশতে শিখুন। তাহলে আপনি অতি সহজে সব সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। মনের মধ্যে একটি গতি এসে উপস্থিত হবে। সেই গতি সবাইকে পরাস্ত করতে বাধ্য। জীবনটাকে গতিশীল করে তোলা উচিত। নিরাময় জীবন গড়ে তোলা চাই। যত জীবন নিরাপদ থাকবে, সুস্থ ও সবল থাকবে ততই জীবনের চারদিকের পরিবেশ একটি প্রস্ফুটিত ফুলের মতো শোভা বিস্তার করতে থাকবে। (সাক্ষাৎকারে সাংবাদিক রবীন্দ্রকুমার শীল)

পাঠকের দরবারে

বাগেরহাটের ঐতিহ্যবাহী ভবন

পথিকের মত পথ খুঁজেছি আপন মনে।ঐতিহাসিক স্থাপনা এবং তারা ইতিহাস জানা আমার ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য।একবিংশ শতাব্দীতে যেসব ঐতিহাসিক স্থাপনা হারিয়ে গিয়েছে তাদের ইতিহাস খুঁজে আর লাভ নেই। এরচেয়ে যা টিকে আছে তাদের শেষবারের মত একবার খুঁজে দেখাই শ্রেয়। বাঙালি হিসেবে আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কিন্তু আমাদের কর্মকান্ড আদিম যুগের চেয়েও ভয়াবহ। আমরা নিজেদের ইতিহাস ঐতিহ্যে ধ্বংস করেছি হাসতে হাসতে। বাগেরহাটের আমলাপাড়া রাস্তা ধরে হাঁটতেছি, এই রাস্তার দু'ধারে একসময়ে সারি সারি বনেদি ঘরবাড়ি ছিলো। কিন্তু কালের বিবর্তনে আজ হারিয়ে গেছে তা কিছু বাড়ি টিকে আছে খুবই ভঙ্গুর অবস্থায়।প্রথম যে বাড়িটির দিকে নজর পরে সেটির দেয়ালে লেখা Ehia Manzil তার নিচেই লেখা ১৯৪৭ সাল কিন্তু বাড়িটির সামনের দেয়ালের উপরে অস্পষ্ট করে বাংলা ১৩৫৫ সাল লেখা। এই বাড়িটির আশে পাশে আরও কয়েকটি বাড়ি রয়েছে যদিও সেগুলো রং করে এমন একটা অবস্থায় নিয়ে আসা হয়েছে যে দেখে মনে হবে এটা এই শতকের। আমলাপাড়া রাস্তা ধরে একটু সামনে এগোতেই পিটি আই রাস্তায় ঢুকে পরলাম।এই রাস্তায় প্রথমেই দ্বিতল একটি শতবর্ষী ভবন চোখে পরলো। মূল গেট বন্ধ থাকায় ভিতরে প্রবেশ করতে পারিনি। এই বাড়িতে এখনও লোকজন বসবাস করে। এই বাড়িটার একটু সামনেই বাগেরহাটের আর এক ঐতিহ্যবাহী ভবন যেখানে এখন বাগেরহাট কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজের কার্যক্রম চলছে। বাগেরহাটের আনাচকানাচে এমন অনেক বাড়িঘর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, স্থানীয় মানুষজন এসব সম্পর্কে তেমন জানেন না। এলাকার প্রবীণদের খুঁজে পাওয়া দুষ্কর আবার অনেকে এসব সম্পর্কে বলতে চান না। ইতিহাস ধামাচাপা পরে বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারনে কিন্তু সত্য বেরিয়ে আসে সকল বাধা বিপত্তি ভেঙে। সভ্যতার পরিবর্তন হয় ভাঙা গড়ার মাধ্যমে এটাই সভ্যতার নিয়ম। পিটিআই রাস্তা থেকে রিক্সা নিয়ে নিলাম এবার আমার গন্তব্য পুরাতন রূপসা রাস্তা। রূপসা রাস্তায় সরাসরি না গিয়ে গলির ভিতরে ঢুকলাম। হঠাৎ চোখ আটকে গেল ঐতিহাসিক এক বাড়ির দিকে,বিশাল এরিয়া জুড়ে যার বিস্তৃতি। বাগেরহাটের ইতিহাস ঐতিহ্যের সাথে এই বাড়ি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। পিছনের পুকুরের পাশ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে নিলাম হঠাৎ একজন পুলিশ বাঁধা দিল, আমায় বলল, ভিতরে প্রবেশ নিষেধ। এটা এখন সরকারি আওতাধীন এখানে বাগেরহাট পুলিশ লাইন স্থাপন করা হয়েছে এবং এই বাড়ির কিছু ভবন অস্ত্রের গুদাম হিসেবে ব্যবহার হয়। ভিতরে কয়টি ভবন আছে এবং তা কোন অবস্থায় আছে তা সম্পর্কে কিছুই জানতে পারিনি।এতক্ষণ যে বাড়ি নিয়ে কথা বললাম এটি হলো বাগেরহাট জমিদার বাড়ি। তবে কে কখন এই বাড়ি নির্মাণ করেছেন সে সম্পর্কে কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি।

বাগেরহাট জমিদার বাড়িতে না ঢুকতে পেরে আমি ছুটে চললাম বাগেরহাটের আর এক ঐতিহাসিক স্থাপনা দশানি জমিদার বাড়ির দিকে। দশানি গার্লস স্কুল রোডের মাথায় গিয়ে দাঁড়ালাম, হঠাৎ আমার চোখ গেলো গাছপালায় আবদ্ধ একটা জায়গায়। চারদিকে সবুজের সমারোহ, বিশাল বিশাল গাছ তার ডালপালা পরেছে বাড়ির ছাঁদের উপর কি দারুণ এক পরিবেশ। লেখার শুরুতেই বলেছি বাগেরহাট শহরের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বহু ঐতিহাসিক স্থাপনা। -**শেখর রায়, কলকাতা**

গবেষক ছাত্রী ববিতা দত্তের মৃত্যুর ঘটনায় তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন এবিভিপি-র প্রতিনিধি দল

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩০ মে ঃ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ছাত্রী ববিতা দত্তের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় এবার সেই ছাত্রীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের একদল প্রতিনিধি। জানা যায়, শিলিগুড়ি শিব মন্দির সংলগ্ন এলাকায় একটি বাড়ির তিন তলায় ভাড়া থাকতেন বছর ত্রিশের ববিতা দত্ত। সে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রুরাল ডেভলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টে রিসার্চ স্কলার ছিলেন। তাঁর বাড়ি তুফানগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের নাককাটি গাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের রেল স্টেশন সংলগ্ন কামাত ফুলবাড়ী এলাকায়। গত ১৬ মে সেই ভাড়া বাড়ির ঘর থেকে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সিদ্ধার্থ শংকর লাহার নামে মাটিগাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ করে পরিবার। ২৯ মে অবশেষে গ্রেফতার করা হয় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সিদ্ধার্থ শংকর লাহাকে। এই ঘটনায় বুধবার রাতে ববিতা দত্তের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের রাজ্য সম্পাদক দীপ্ত দে সহ অন্যান্য অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কার্যকর্তা। এই বিষয়ে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের রাজ্য সম্পাদক দীপ্ত দে বলেন ববিতা দত্তের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল শিক্ষক সেলের অধ্যাপক সিদ্ধার্থ শংকর লাহা দীর্ঘদিন থেকে যে অত্যাচার চালাত। শিক্ষকের বিরুদ্ধে পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ জানানো হয় এবং অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষ থেকে লাগাতার যে আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। অবশেষে পুলিশ বাধ্য হয়ে সে শিক্ষককে গ্রেফতার করে। যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই শিক্ষককে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে দেখছে রাজ্যবাসী ততক্ষণ পর্যন্ত অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের আন্দোলন জারি থাকবে।

আন্দোলনে নামছে মালদা ম্যাঙ্গো মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ মে ঃ মালদা জেলা জগৎ বিখ্যাত আমের জন্য। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে বিঘার পর বিঘা, একরের পর একর আম গাছ কেটে সাফ করে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, গাছে দেরিতে মুকুল আসছে পাশাপাশি গাছ কেটে ফেলার ফলে আমের ফলন কমে আসছে। এই নিয়ে এবারে আন্দোলনে নামছে মালদা ম্যাঙ্গো মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশন। ইতিমধ্যে সংগঠনের পক্ষ থেকে গ্রামে

গ্রামে গিয়ে আম গাছ কাটা বন্ধ করতে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে এবং আম গাছ কাটলে নিকটবর্তী প্রশাসন এবং গ্রামবাসীদের রুখে দাঁড়াতে বলা হচ্ছে। এই নিয়ে আজ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সকাল আনুমানিক ৯ টা নাগাদ শহরের এন এস রোড এলাকায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা জানান, মালদায় লাগামছাড়া আম গাছ কাটা হচ্ছে। এর ফলে ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে ফলন কমে আসছে মুকুল দেরিতে আসছে। তার পাশাপাশি অপরিপক্ক অবস্থাতেই আম পারা হচ্ছে। আমরা ইতিমধ্যে এই নিয়ে সচেতন শুরু করেছি। তৃণমূল নেতা উজ্জ্বল চৌধুরী জানান যারা গাছ কাটছেন, তারা কোন দলের হয় না। তারা এক প্রকারের জমি মাফিয়া। এই সমস্ত জমি মাফিয়ার শাস্তি হওয়া উচিত।

দুই মাসে ৮.২০ লাখেরও বেশি যাত্রী গ্রীন লাইন ২ থেকে নীল লাইনে ভ্রমণ করেছে

কলকাতা, ৩০ মে ঃ ১৫.০৩.২০২৪ থেকে গ্রীন লাইন ২ এর নদীর তলদেশে বাণিজ্যিক পরিষেবা শুরু হওয়ার পর থেকে ১৫.০৫.২০২৪ পর্যন্ত ৮.২০ লক্ষেরও বেশি যাত্রী গ্রীন লাইনের বিভিন্ন স্টেশন থেকে ব্লু লাইনের বিভিন্ন স্টেশনে যাতায়াত করেছেন। এই চিত্রটি ইঙ্গিত করে যে এসপ্ল্যানেডে কলকাতা মেট্রোর এই দুটি করিডোরের ইন্টারচেঞ্জিং পয়েন্টটি ইস্টার্ন রেলওয়ে এবং দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের শহরতলির এলাকা থেকে আগত যাত্রীদেরকে শহরের কেন্দ্রস্থল সহ শহরের যেকোনো অংশে যাতায়াত করতে সক্ষম করেছে, অর্থাৎ এসপ্ল্যানেড সহজে এবং আরামে এই সুবিধা কয়েক মাস আগে এই যাত্রীদের জন্য কল্পনাতীত ছিল। এই ৮.২০ লক্ষ যাত্রীর মধ্যে ৪.০১ লক্ষ যাত্রী এসপ্ল্যানেডে তাদের যাত্রা শেষ করেছেন। আনুমানিক পরিসংখ্যান অনুসারে, হাওড়া মেট্রো স্টেশন থেকে ব্লু লাইনের বিভিন্ন স্টেশনে ৪.৬৪ লক্ষেরও বেশি যাত্রী ভ্রমণ করেছেন এবং হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশন থেকে ৩.২৫ লক্ষেরও বেশি যাত্রী একই কাজ করেছেন। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে গ্রীন লাইন ২-এর বিভিন্ন স্টেশন থেকে ৪৬০০০ জনেরও বেশি যাত্রী দমদমে এবং ৩৯০০০ যাত্রী কালীঘাটে ভ্রমণ করেছেন। হাওড়া ময়দান, হাওড়া এবং মহাকরণ মেট্রো স্টেশন থেকে ২৬০০০ এরও বেশি যাত্রী কবি সুভাষ পর্যন্ত ভ্রমণ করেছেন। ১৩০০০ এরও বেশি যাত্রী দক্ষিণেশ্বরে ভ্রমণ করেছেন এবং ৩৬০০০ যাত্রী গ্রীন লাইনের এই প্রসারিত বিভিন্ন স্টেশন থেকে রবীন্দ্র সদনে ভ্রমণ করেছেন। এই আদান-প্রদানকে মসৃণ এবং আরও নমনীয় করার জন্য, ওল্ড এসপ্ল্যানেড স্টেশন (ব্লু লাইন) এবং নিউ এসপ্ল্যানেড স্টেশন (গ্রিন লাইন) এর মধ্যে যাত্রীদের বিরামহীন আদান-প্রদান নিশ্চিত করার জন্য এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে সারি ম্যানেজার স্থাপন করা হয়েছে। এগুলো সব যাত্রীদের অবাধে চলাচল করতে দিচ্ছে। এই সারি ব্যবস্থাপকদের কৌশলগত ইনস্টলেশন গ্রীন লাইন এবং ব্লু লাইন আবদ্ধ যাত্রীদের মিশ্রিত করার সম্ভাবনাও বাদ দিয়েছে। প্ল্যাটফর্ম এবং কনকোর্স এলাকার মেঝেতে রঙিন পায়ের ছাপ, ছাদে নির্দেশক তীর এবং ইতিমধ্যেই লাগানো অসংখ্য ব্যানার এবং স্টিকার যাত্রীদের তাদের উপযুক্ত প্রবেশপ্রস্থান পয়েন্টের পাশাপাশি ট্রেনগুলিকে সহজে খুঁজে পেতে প্রচুর উপকৃত করেছে। মেট্রো স্টাফ এবং আরপিএফ কর্মীরা বিশেষত পিক আওয়ারে এসপ্ল্যানেডে যাত্রীদের বিনামূল্যে এবং দ্রুত বিনিময় নিশ্চিত করতে একযোগে কাজ করছে।

তিস্তায় আটকে গজরাজ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩০ মে ঃ রেমাল ঝড়ের পর উত্তর পূর্ব ভারত জুড়ে সৃষ্টি গভীর নিম্ন চাপের কারনে গত কয়েকদিন ধরেই উত্তরবঙ্গ সহ সিকিমে চলেছে ভারী বৃষ্টিপাত। পাহাড়ে বৃষ্টির কারনে ইতিমধ্যেই তিস্তা নদী সহ অন্যান্য নদী গুলোতে বৃদ্ধি পেয়েছে জলস্তর। বৃহস্পতিবার সেই কারণেই জলপাইগুড়ি জেলার গজলডোবা সংলগ্ন টোটগাওয়ে তিস্তার বুকে একটি হাতিকে অসহায় অবস্থায় দেখতে পাওয়াকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ইতিমধ্যে বন বিভাগ তিস্তা নদীর বুকে আটকে পরা গজরাজ এর গতিবিধির ওপর নজর রাখছে।

অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩০ মে ঃ গ্যাসের ওভেন থেকে গায়ে আগুন লেগে গুরুতর জখম এক গৃহবধূ। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ইটাহার থানার কাপাশিয়া অঞ্চলের কাশিবাড়ি এলাকায়। বধূর পরিবার সূত্রে জানা যায়, অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূর নাম মমিনা খাতুন। এদিন দুপুরে বাড়ির রান্না ঘরে রান্না করছিলেন মমিনা। সেখান থেকেই আগুন লাগে। সেই সময় পরিবারের অন্য সদস্যরা পাশের ঘরে খাচ্ছিলেন। হঠাৎ মমিনার চিৎকারে তার স্বামী, দেওর সহ সকলে রান্না ঘরে ছুটে এসে দেখেন মমিনার পরনে থাকা নাইটিতে আগুন লেগেছে। তড়িঘড়ি ইটাহার গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর মমিনার শারিরীক অবস্থা আশঙ্কা জনক হওয়ায় তাকে রায়গঞ্জ মেডিক্যালে স্থানান্তর করেন চিকিৎসক। বর্তমানে সেখানে বার্ন ওয়ার্ডে ওই বধূর চিকিৎসা চলছে।

HOWRAH GASES LIMITED
CIN :L24111WB1985PLC038480
Regd. Office: 1,Crooked Lane, Ground Floor,Room No.G-2, Kolkata 700069,West Bengal,
Mobile No.+91 9830024305
Email : howrahgasesltd@gmail.com; Website : howrahgases.com

EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH ,2024

(Rs. In Lakhs)

SL No	Particulars	Quarter Ended 31-March 2024 Audited	31-Dec 2023 Unaudited	31-March 2023 Audited	Year Ended 31-March 2024 Audited	31-March 2023 Audited
1	Total income from operations (net)	293.37	417.71	236.76	1,232.94	614.99
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax,Exceptional and/or Extraordinary items)	9.17	241.31	77.21	282.31	41.28
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(352.95)	241.31	57.21	(79.80)	21.28
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(351.66)	241.31	58.58	(78.52)	22.65
5	Total Comprehensive income for the period/ (Loss) {comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)}	(421.39)	241.31	317.00	(148.24)	281.07
6	Equity Share Capital	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00
7	Other Equity(excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	5,951.01	6086.88
8	Earnings Per Share (before and after extraordinary items) (not annualised) : Basic & Diluted(Rs.)	(13.17)	7.54	9.91	(4.63)	8.78

Notes:
1) The above Audited financial results were reviewed by the Audit Committee and have been approved by the Board of directors at their respective meetings held on 30th May, 2024.
2) The Above is an extract of the detailed format of Financial results which has been filled with the Stock Excahange under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and same are also available on the Stock Exchange website (www.cse-india.com) and the Company's website (www.howrahgases.com).

On behalf of the Board of Directors
For,HOWRAH GASES LIMITED
Sd/-
Suresh Kumar Agrawal
Managing Director
DIN No. 00587623

Place : Kolkata
Date : 30th May,2024

VIRAT LEASING LIMITED
Regd. Off: 1,Crooked Lane, 3rd Floor, Room No.324, Kolkata-700001
Corp. Off.: "Jajodia Tower", 3, Bentinck Street,Room No.D-8,4th Floor, Kolkata-700001, W.B. CIN:L65910WB1984PLC098684
EMAIL:info@vll.co.in WEBSITE:www.vll.co.in

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

(₹. in Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended 31.03.24 Audited	31.12.23 Unaudited	31.03.23 Audited	Year Ended 31.03.24 Audited	31.03.23 Audited
1	Total Income from Operations	22.29	15.79	23.64	87.02	98.83
2	Net Profit /(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	7.10	(22.86)	(37.15)	(10.96)	(5.05)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	7.10	(22.86)	(37.15)	(10.96)	(5.05)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3.52	(19.94)	(28.28)	(13.09)	(4.97)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3.52	(19.94)	(20.46)	(12.48)	(4.59)
6	Equity Share Capital	1298.05	1298.05	1298.05	1298.05	1298.05
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted:	0.03	(0.15)	(0.22)	(0.10)	(0.04)

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of the Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Year ended Audited Financial Results is available on the Stock Exchange at www.bseindia.com and also on the websites of the company at www.vll.co.in.
2 The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 29th May, 2024.

For Virat Leasing Limited
Sd/-
Jitendra Kumar Goyal
Director
DIN:00468744

Place : Kolkata
Dated : 30.05.2024

AUCKLAND INTERNATIONAL LIMITED
CIN- L36934WB1977PLC031184
Regd. Office : Jagatdal, North 24 Parganas, W.B.743125
Phones: (033) 2581-2038/25812757 Fax: 2581-3795
Email : ail@aucklandjute.com Website: www.aucklandjute.com

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

(Rs. in Lakhs except EPS)

Sl. No.	PARTICULARS	Quarter Ended 31.03.2024 (Audited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)
1	Total income from operations (net)	6044.41	4337.48	5843.30	20103.75	22685.74
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	133.11	206.30	137.96	567.17	391.55
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	133.11	206.30	137.96	567.17	391.55
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	83.33	161.34	99.61	433.43	303.09
5	Total comprehensive income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period after tax and other Comprehensive income after tax)	148.21	173.68	88.42	533.92	315.26
6	Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs.10/- per share)	410.68	410.68	410.68	410.68	410.68
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	_	_	_	5896.14	5362.20
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each)					
	Basic :	2.03	3.93	2.43	10.55	7.38
	Diluted:	2.03	3.93	2.43	10.55	7.38

Notes:
(1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.cse-india.com) and also on the Company's website (www.aucklandjute.com)
(2) The above audited results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at its meeting held on Thursday, 30th May, 2024.
(3) The figures for the quarter ended 31st March 2024 and 31st March 2023 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year ended 31st March 2024 and 31st March 2023 and the published year to date unaudited figures up to the third quarter ended 31st December 2023 respectively.

For Auckland International Limited
Sd/-
H.S Bayed
Executive Director
DIN:00425481

Place : Kolkata
Date :30.05.2024

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু এক গাড়ি চালকের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ মে ঃ মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক গাড়ি চালকের আহত হয়েছেন আরো এক গাড়ি চালক। আহত চিকিৎসাধীন মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। মর্মান্তিক পথ ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকালে পুরাতন মালদা থানার সাহাপুরের বাইপাস এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা যায় এদিন সকালে পুরাতন মালদা থানার সাহাপুরের বাইপাস এলাকায় দুটি লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় বলে জানা যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে স্থানীয় থানার পুলিশ ও স্থানীয়রা আহত দুইজনকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য। চিকিৎসা চ লাকালীন আহতদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয় বলে জানা যায়।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ টিএম-জিআরসি-এএক্সআই এসটি-সিএইচ-২০২৪, তারিখ ২৮.০৫.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে অ্যাসিস্ট্যান্ট সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার (টিএম), দঃপূঃরেলওয়ে, গার্ডেনরিচ, কলকাতা-৭০০০৪৩ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের বিবরণ ঃ** মেইন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংয়ে বর্তমান জিএম কনফারেন্স হলের অগমেন্টেশন ও রেনোভেশন। **বিজ্ঞাপিত মূল্যমান ঃ** ৭৯,৫৩,২৪২.৬২ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৫৯,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** নেই। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ** ২১.০৬.২০২৪ তারিখে দুপুর ৩টা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ৩ মাস। ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এও বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে। **(PR-202)**

আশ্রিত ক্যাপিটাল লিমিটেড
সিআইএনঃ এল৬৫৯২৩ডিএল১৯৭২পিএলসি৩১৭৪৩৬
রেজি. অফিসঃ সিলেক্ট সিটিচক, ষষ্ঠ তল, এ-৩ ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, সাকেত, নিউ দিল্লি-১১০০১৭
ফোনঃ (০১১) ৪০৫৯ ৯৯৯৯
ওয়েবসাইটঃ www.aashritcapital.com
ই-মেলঃ aashritcapitallimited@gmail.com

ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড থেকে ইক্যুইটি শেয়ারের প্রস্তাবিত স্বেচ্ছামূলক ডিলিস্টিংয়ের জন্য পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইক্যুইটি শেয়ারগুলি ডিলিস্টিং) রেগুলেশন, ২০২১ ('এসইবিআই ডিলিস্টিং রেগুলেশনস') এর রেগুলেশন ৫ এবং ৬ অনুসারে, আশ্রিত ক্যাপিটাল লিমিটেড ('কোম্পানি') এর পরিচালনা পর্ষদ ৩০.০৫.২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তার সভা অন্যান্য বিষয়ের সাথে অনুমোদন করেছে, শুধুমাত্র ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ('সিএসই') থেকে ইক্যুইটি শেয়ারের স্বেচ্ছা তালিকাভুক্তির প্রস্তাব।
বর্তমানে, কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি মেট্রোপলিটন স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ উভয়েই তালিকাভুক্ত। যেহেতু গত বহু বছর ধরে সিএসই- তে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের কোনো লেনদেন হয়নি এবং কোম্পানি সিএসই-তে তালিকাভুক্ত হওয়ার অতিরিক্ত পরিচালন খরচও বহন করে, তাই কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলিকে তালিকাভুক্ত করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। শুধুমাত্র সিএসই থেকে। সিএসই থেকে ডিলিস্ট করা বিনিয়োগকারীদের স্বার্থের প্রতি ক্ষতিকর বা প্রভাবিত করবে না।
এসইবিআই ডিলিস্টিং রেগুলেশনের রেগুলেশন ৬ এর পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানি কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের কোনো প্রস্থান করার সুযোগ না দিয়ে শুধুমাত্র সিএসই থেকে তার ইক্যুইটি শেয়ারগুলিকে ডিলিস্ট করার প্রস্তাব দিয়েছে, কারণ কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত থাকবে মেট্রোপলিটন স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, দেশব্যাপী ট্রেডিং টার্মিনাল রয়েছে। পরবর্তীকালে, কোম্পানির সমস্ত শেয়ারহোল্ডাররা মেট্রোপলিটন স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড-এ তালিকাভুক্তি এবং লেনদেনের সুবিধাগুলি পেতে থাকবে।

আশ্রিত ক্যাপিটাল লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
স্থানঃ নয়া দিল্লি — নিমিশ অরোরা
তারিখঃ ৩১.০৫.২০২৪ — ম্যানেজিং ডিরেক্টর

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিস নং.ঃ ইএল-১৩-২৪ তারিখ ঃ ২৮.০৫.২০২৪ সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার(জি), পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক প্রখ্যাত টেন্ডারদাতা যাঁদের বৈধ বৈদ্যুতিক লাইসেন্স আছে এবং নিম্নলিখিত কাজ সম্পূর্ণ করার আর্থিক ক্ষমতা রয়েছে তাঁদের নিকট থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ- **টেন্ডার নং. ইএল-১৩-২৪; স্থান সহ কাজের নাম ঃ** সিনি. এসই/জি/এএসএন এবং সিনি. এস/ই/জি/ইউডিএল-এর আওতাধীনে এএসএন ডিভিসনে বিভিন্ন স্থানে এইচএমটি (হাই মাস্ট টাওয়ার)-র একবার মেরামতির কাজ; **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹২৩,৭১,০০০ টাকা; **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য; **বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৪৭,৪০০.০০; **বন্ধের ও খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২১.০৬.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা; **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৬ মাস; **সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের যে ওয়েবসাইট থেকে দেখা যাবে ঃ ireps.gov.in** ASN-62/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস্
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্রমিক নং.ঃ [০১]। টেন্ডার নং.ঃ ইএনজিজি-০৪-২০২৪-২৫। কাজের নামঃ** (১) সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জনে কলাম ই-১ এবং ই-০/২-এর মধ্যে ট্র্যাকশন মোটর শপের বে নং. ৬ (টিএম-২১)-তে পেন্টিং বুথের জন্য এনক্লোজার নির্মাণ। (২) সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জনে হুইল শপ-০৯-তে ডাস্ট ফ্রি অ্যাক্সল বক্স অ্যাসেম্বলী নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য (টাকা):** ২৩,৩১,৪৪৭.৭৭ টাকা। **বিড সিকিউরিটি/ইএমডি (টাকা):** ৪৬,৬০০.০০ টাকা। **পিডিসিঃ** ০৩ (তিন) মাস। **বন্ধের তারিখঃ** ২৫/০৬/২০২৪। **দ্রষ্টব্যঃ** (০১) রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এবং www.clw.indianrailways.gov.in-তে সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে। (০২) যোগাযোগ নম্বরঃ ৯১৬৩৩৪০২০২।
PR3/443 ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন
আমাদের লাইক করুন: www.facebook.com/clwrailways

TYROON TEA COMPANY LIMITED
CIN :L15421WB1890PLC000612
Registered Office: 3, NETAJI SUBHAS ROAD , KOLKATA - 700 001
Phone No. (033) 22483236
Email: info@tyroontea.com , Website : www.tyroontea.com

STATEMENT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

(Rs. In Lakhs)

Sl. No	Particulars	Quarter ended 31.03.2024 Audited	Quarter ended 31.03.2023 Audited	Quarter ended 31.03.2024 Audited	Year ended 31.03.2023 Audited
1	Income from Operations (Net)	332.69	179.30	4,465.87	4,375.10
2	Profit / (Loss) before tax and exceptional Items	(597.41)	(702.92)	362.13	414.41
3	Exceptional Income / (Expenses)	-	-	-	-
4	Profit / (Loss) before tax and after exceptional Items	(597.41)	(702.92)	362.13	414.41
5	Net Profit / (Loss) after Tax	(660.77)	(765.72)	298.77	351.61
6	Total Comprehensive Income / (Expenses) for the period [Comprising Profit /(Loss) and other Comprehensive Income / (expenses) for the period]	(590.90)	(765.41)	330.93	316.81
7	Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs.10/-each)	351.20	351.20	351.20	351.20
8	Reserve Excluding Revaluation Reserve	-	-	3,421.11	3,090.18
9	Earning per Equity Share - EPS (of Rs. 10/- Each) Basic and Diluted (Rs.)	(19.42)	(22.51)	8.78	10.33

Note:
1 The above Finacial Result have been reviewed by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors of the Company in the meeting held on 30th May, 2024.
2 The above is an extract of the detailed format of Quarter and Year ended 31st March, 2024. Financial Results as per Ind AS filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirement) Regulation 2015. The full format of the Quarterly and Year ended Financial Results is available on the stock exchanges website www.bseindia.com and on the Company's Website www.tyroontea.com

For and on behalf of the Board of Director
For Tyroon Tea Company Limited
(Sanjay Kumar Kejriwal)
Chairman
DIN 00061102

Place : Kolkata
Date : 30th Day of May, 2024

ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্টস লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেনটিফিকেশন নং : L50500WB1964PLC026053
রেজি. অফিস ঃ ৭সি, আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোড, পি. এস. সেক্সপীয়র সরণী, কলকাতা- ৭০০০১৭
ওয়েবসাইট ঃ www.fundryfuel.co.in ইমেলঃ fundryfuel@gmail.com
ফোন নং- ০৩৩ ৪০৬৬ ৮০৭২

৩১ মার্চ, ২০২৪ সালের সমাপ্ত বছরের জন্য ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল এবং নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

(লক্ষ টাকা)

	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.০৩.২৪ (পরীক্ষিত)	৩১.১২.২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২৩ (পরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৪ (পরীক্ষিত)	৩১.০৩.২৩ (পরীক্ষিত)
১.	মোট আয় কারবার থেকে	--	--	--	--	--
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে সময়ের জন্য এবং ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত সাধারণ আইটেম	(১১.০৫)	(৪.৮৬)	(৫.৪৫)	(২৫.০৫)	(২১.৯১)
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত সাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(১১.০৫)	(৪.৮৬)	(৫.৪৫)	(২৫.০৫)	(২১.৯১)
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) ট্যাক্সের পরে (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	(১১.০৫)	(৪.৮৬)	(৫.৪৫)	(২৫.০৫)	(২১.৯১)
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মিলিত লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	(১১.০৫)	(৪.৮৬)	(৫.৪৫)	(২৫.০৫)	(২১.৯১)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৮০১.৯৪	৮০১.৯৪	৮০১.৯৪	৮০১.৯৪	৮০১.৯৪
৭.	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)				(৯০১.৫৩)	(৮৭৬.৪৮')
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতি ১০ /- টাকা) (চলমান এবং বন্ধ অপারেশনের জন্য)					
	।) মূল	(০.১৪)	(০.০৬)	(০.০৭)	(০.৩১)	(০.২৭)
	।।) মিশ্র	(০.১৪)	(০.০৬)	(০.০৭)	(০.৩১)	(০.২৭)

বিঃদ্রঃ
১. উপরোক্তটি SEBI (তালিকাকরণ এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধানের ৩৩ ধারার অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ৩১ মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত বছরের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাস এবং নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের একটি নির্যাস, ২০১৫ (সংশোধিত হিসাবে)। আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.foundryfuel.co.in-এ উপলব্ধ।
২. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ২৯ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভাগুলিতে পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।
৩. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('SEBI') দ্বারা জারি করা নির্দেশিকা এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩৩-এর অধীনে নির্ধারিত ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস Ind AS অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।

ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্টস লিমিটেডের পক্ষে,
নিকেশ ওসওয়াল
পরিচালক
DIN 07895357

স্থানঃ মুম্বই
তারিখ ঃ ২৯ মে, ২০২৪

KHATOD INVESTMENTS & FINANCE CO LTD
Regd.Office : 1, Ramesh Mitra Road, Third Floor, Kolkata - 700 025
Phone : 033 4450 0500,
E mail: khatodinv@gmail.com, Website : www.khatodinv.com
CIN : L65993WB1990PLC084695

৩১ মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.৩.২৪	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৩	বর্ষ শেষে ৩১.৩.২৪	বর্ষ শেষে ৩১.৩.২৩
১.	মোট আয় কারবার থেকে	৩.০৭	৮২১.৯৩	১৯.২৯	৮২২.২৩
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	৩.০৭	-৮.৩৬	-২৪.৭২	-২৭.৪৬
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পূর্ব, ব্যতিক্রমী/ অথবা অতি অসাধারণ আইটেম)	৩.০৭	-৮.৩৬	-২৪.৭২	-২৭.৪৬
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে(অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	৩.০৭	-৮.৩৬	-২৪.৭২	-২৮.৯৭
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মিলিত লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	১৮৬২.৩৩	-২০৪.৬৪	২৬৭৮.৭৯	-১৪৬.১০
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩০০.২২	৩০০.২২	৩০০.২২	৩০০.২২
৭.	সংরক্ষণ (আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)	৯১৩৮.১৬	৬৪৮৪.৫৯	৯১৩৮.১৬	৬৪৮৪.৫৯
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (অসাধারণ আইটেমের আগে) (প্রতি ১০ /- টাকা)				
	মূল	০.০১	-০.২৮	-০.৮২	-০.৯৬
	মিশ্র	০.০১	-০.২৮	-০.৮২	-০.৯৬
৯.	শেয়ার প্রতি আয় (অসাধারণ আইটেমের পরে) (প্রতি ১০ /- টাকা)				
	মূল	০.০১	-০.২৮	-০.৮২	-০.৯৬
	মিশ্র	০.০১	-০.২৮	-০.৮২	-০.৯৬

বিঃদ্রঃ
উপরে SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। উল্লিখিত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং অনুমোদিত হয়েছে ২৯ মে, ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা।
ত্রৈমাসিক এবং বছরের সমাপ্ত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত করা হয় এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন, www.khatodinv.com-এ।

বোর্ডের আদেশানুসারে,
স্বা /-
কৃষ্ণ গোপাল হালদার
চিফ ফিন্যাসিয়াল অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৯ মে, ২০২৪

শ্রী কৃষ্ণ জুট প্রোডাকটস লিমিটেড
CIN :L17232WB1981PLCO34372
রেজি. অফিস ঃ ৪০ বি, ৩য় তল, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০ ০৭২
ইমেলঃ skjpl1981@gmail.com, ওয়েবসাইট ঃ www.skjpl.in, ফোনঃ ৯০৭৩৯৬৫৫০৩
৩১ মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি
পার্ট- । (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষ/ চলতি বর্ষ শেষে ৩১.৩.২৪ পরীক্ষিত	পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষ ৩১.১২.২৩ অনিরীক্ষিত	সংখ্যা / চলতি বছরের সমাপ্তি ৩১.৩.২৪ পরীক্ষিত	বর্ষ থেকে তারিখ সমতুল্য ৩ মাস শেষে ৩১.৩.২৩ পরীক্ষিত
১.	মোট আয় কারবার থেকে	৪.৮৫	৪.৮৫	০.০০	২.৩২
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	১.৫১	০.৬৩	-০.৮৮	০.৭০
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পূর্ব, ব্যতিক্রমী/ অথবা অতি অসাধারণ আইটেম)	১.৫১	০.৬৩	-০.৮৮	০.৭০
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে(অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	১.৫১	০.৬৩	(০.৮৮)	০.৬০
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মিলিত লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	১.৫১	০.৬৩	(০.৮৮)	০.৬০
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৪.৭৫	২৪.৭৫	২৪.৭৫	২৪.৭৫
৭.	সংরক্ষণ (আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)				
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতি ১০ /- টাকা) (চলমান এবং বন্ধ অপারেশনের জন্য)				
	মূল	০.৬১	০.২৬	(০.৩৬)	০.২৪
	মিশ্র	০.৬১	০.২৬	(০.৩৬)	০.২৪

মন্তব্য
১. উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ২৯ মে ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভাগুলিতে পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে এবং কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা ৩১ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলির একটি 'সীমিত পর্যালোচনা প্রতিবেদন' পরিচালনা করেছেন মার্চ, ২০২৪।
২. এই বিবৃতিটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এবং প্রযোজ্য পরিমাণে অন্যান্য স্বীকৃত অ্যাকাউন্টিং অনুশীলন এবং নীতিগুলির অধীনে নির্ধারিত কোম্পানি (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) নিয়ম, ২০১৫ অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।
৩. কোম্পানির IND AS ১০৮ 'অপারেটিং সেগমেন্ট ' অনুযায়ী শুধুমাত্র একটি রিপোর্টযোগ্য সেগমেন্ট রয়েছে।
৪. পরিশোধিত মূলধন ২,৪৭,৫০০ শেয়ার নিয়ে ১০ টাকা / প্রতিটি = টাকা ২৪,৭৫,০০০/-
৫. যেখানে প্রয়োজন সেখানে পূর্ববর্তী সময়কাল এবং বছরের পরিসংখ্যানগুলি পুনরায় গোষ্ঠীবদ্ধ / পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

শ্রী কৃষ্ণ জুট প্রোডাক্টস লিমিটেডের জন্য
সুরজ কুমার ঝা
পরিচালন অধিকর্তা
DIN: 10197854

তারিখ ঃ ২৯ মে, ২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

নিভাকা ফ্যাশন লিমিটেড
CIN : L52100WB1983PLCO35857
রেজি. অফিস ঃ এএ-৪৭, সল্টলেক সিটি সেক্টর -১, বিএল-এএ কলকাতা- ৭০০০৬৪
ইমেলঃ btsyndicateltd1983@gmail.com

৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য নিরীক্ষিত ফলাফলের বিবৃতি

	বিবরণ	সংখ্যা শেষ ৩ মাসের ৩১.০৩.২৪ (পরীক্ষিত) লক্ষ টাকা	৩১.১২.২৩ (অনিরীক্ষিত) লক্ষ টাকা	৩১.০৩.২৩ (পরীক্ষিত) লক্ষ টাকা	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৪ (পরীক্ষিত) লক্ষ টাকা	৩১.০৩.২৩ (পরীক্ষিত) লক্ষ টাকা
১.	মোট আয় কারবার থেকে					
	ক) অপারেশন থেকে আয়	৪৯.০৬	৯.৪৬	৫৪.৭৯	১৬০.০০	৪১২.১
	খ) অন্যান্য অপারেটিং আয়	৩৫.৬৭	৫.৫৫	৫৭.৪৭	৬৬.০৭	৫০.৫৭
	মোট আয়	৮৪.৭৩	১৫.০১	১১২.২৬	২২৬.০৭	৪৬২.৭৩
২.	খরচ					
	(ক) সামগ্রীর খরচ	-	-	-	-	-
	(খ) স্টক-ইন-বাণিজ্যের ক্রয়	১.২৫	৩.২৭	(২৫.৬২)	১৫.৭০	৫১.০৬
	(গ) তৈরি পণ্যের ইনভেন্টরির পরিবর্তন, WIP এবং স্টক-ইন-ট্রেড	০.০১	-	৪০.৬১	৭.০৩	২৮.০৯
	(ঘ) কর্মচারী বেনিফিট খরচ	৩৩.৩২	৮.৭৪	১৩.২৩	৬২.৪৪	১০৪.৪৪
	(ঙ) আর্থিক খরচ	৪.৭১	৪.৯২	-	২০.০৬	৪.৮৫
	(চ) অবচয় এবং পরিশোধের ব্যয়	৪৪.৯০	৩.৪৬	২.৮৬	৫৫.৯৩	২৩.৭৪
	(ছ) অন্যান্য খরচ (অভিনয়ে চলার সাথে সম্পর্কিত মোট খরচের ১০শতাংশএর বেশি যেকোন আইটেম আলাদাভাবে দেখানো হবে)	৭.২৫	২৫.৩২	৫৮.০৭	৯১.৭৬	২৪৩.৮১
	মোট খরচ	৯১.৪৫	৪৫.৭১	৮৯.১৫	২৫২.৯৩	৪৫৫.৯৯
৩.	লাভ / (ক্ষতি) ব্যতিক্রমী আইটেম এবং করের আগে (১-২)	(৬.৭২)	(৩০.৭০)	২৩.১১	(২৬.৮৬)	৬.৭৪
৪.	ব্যতিক্রমী আইটেম	--	--	--	--	--
৫.	লাভ / (ক্ষতি) করের আগে (৩-৪)	(৬.৭২)	(৩০.৭০)	২৩.১১	(২৬.৮৬)	৬.৭৪
৬.	ট্যাক্স খরচ					
	বর্তমান কর	(৪.৯৬)	-	৬.৫১	-	৭.৪১
	বিলম্বিত কর	(১.২৩)	-	(২.৯৪)	(১.২৩)	(২.৯৪)
৭.	অব্যাহত ক্রিয়াকলাপ থেকে লাভ / (ক্ষতি) (৫-৬)	(০.৫৩)	(৩০.৭০)	১৯.৫৪	(২৫.৬৩)	২.২৭
৮.	ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করে লাভ / (ক্ষতি)	-	-	-	-	-
৯.	ডিসকাউন্টিং অপারেশনের ট্যাক্স খরচ	-	-	-	-	-
১০.	লাভ / (ক্ষতি) কার্যক্রম বন্ধ করে (কর পরে)	-	-	-	-	-
১১.	লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (৯+১২)	(০.৫৩)	(৩০.৭০)	১৯.৫৪	(২৫.৬৩)	২.২৭
১২.	অন্যান্য ব্যাপক আয়					
	A (i) আইটেম যেগুলি লাভ বা ক্ষতির জন্য পুনরায় শ্রেণীবদ্ধ করা হবে না	-	-	-	-	-
	(ii) আইটেমগুলির সাথে সম্পর্কিত আয়কর যেগুলি লাভ বা ক্ষতির সাথে পুনরায় শ্রেণীবদ্ধ করা হবে না	-	-	-	-	-
	B (i) আইটেমগুলি যেগুলি লাভ বা ক্ষতির জন্য পুনরায় শ্রেণীবদ্ধ করা হবে	-	-	-	-	-
	(ii) আইটেম সম্পর্কিত আয়কর যা লাভ বা ক্ষতির জন্য পুনরায় শ্রেণীবদ্ধ করা হবে	-	-	-	-	-
১৩.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (১৩+১৪) (লাভ / (ক্ষতি) এবং সময়ের জন্য অন্যান্য ব্যাপক আয় সমন্বিত)	(০.৫৩)	(৩০.৭০)	১৯.৫৪	(২৫.৬৩)	২.২৭
১৪.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির অভিহিত মূল্য ১ টাকা)	১,০২৬.৯০	১,০২৬.৯০	১,০২৬.৯০	১,০২৬.৯০	১,০২৬.৯০
১৫.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটির অভিহিত মূল্য ১ টাকা)					
	(।) মূল	(০.০০১)	(০.০৩০)	০.০২	(০.০২)	০.০০২
	(।।) মিশ্র	(০.০০১)	(০.০৩০)	০.০২	(০.০২)	০.০০২

*একত্রিত ফলাফলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
বিঃদ্রঃ
১) ৩১ মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য উপরের আর্থিক ফলাফলগুলি ২৯ মে ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সংশ্লিষ্ট সভায় অডিট কমিটি এবং পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে।
২) সংবিধিবদ্ধ অডিটররা এই আর্থিক ফলাফলের সীমিত পর্যালোচনা করেছে এবং তাদের রিপোর্ট অযোগ্য।
৩) ৩১ মার্চ ২০২৪ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য উপরের ফলাফলগুলি অডিটর রিপোর্ট এবং ঘোষণা সহ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।
৪) ৩১।০৩।২০২৪ তারিখের উপরোক্ত আর্থিকগুলি IndAS-এর প্রযোজ্যতা অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে।
৫) কোম্পানির আর্থিক ফলাফল কোম্পানি অ্যাক্ট ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে বিজ্ঞাপিত ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডের সাথে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এর অধীনে ব্যবহৃত প্রাসঙ্গিক নিয়মগুলি এবং সেবি রেগুলেশন ২০১৫ এর প্রবিধান ৩৩ এর শর্তাবলীর সাথে পড়া হয়েছে।
৬) কোম্পানিটি 'টেক্সটাইল পণ্য' ব্যবসায় নিযুক্ত এবং ১০৮ অপারেটিং সেগমেন্ট হিসাবে IND অনুযায়ী শুধুমাত্র একটি রিপোর্টযোগ্য সেগমেন্ট রয়েছে।
৭) SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর প্রবিধান ৩৩ অনুসারে কোম্পানিটি ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত স্ট্যানলোন ফলাফল প্রকাশ করতে বেছে নিয়েছে।
৮) বর্তমান সময়ের শ্রেণীবিভাগ নিশ্চিত করার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে পূর্ববর্তী সময়ের চিত্র পুনরায় গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে।
৯) শেষ ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যান হল সম্পূর্ণ আর্থিক বছরের ক্ষেত্রে নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত প্রকাশিত বছরের থেকে তারিখের পরিসংখ্যানের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পরিসংখ্যান।

ভাবিন শান্তিলাল জৈন
(পরিচালন অধিকর্তা)
DIN: 00741604

তারিখ ঃ ২৯ মে, ২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনসের উড়োজাহাজে ঝাঁকুনির ঘটনায় একই পরিবারের পাঁচজন আইসিইউতে

কুয়ালালামপুর, ৩০ মেঃ মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরের বাসিন্দা ইভা খুর কাছে একটি ফোনকল আসে। বলা হয়, তাঁর পরিবারের সদস্যরা সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনসের যে উড়োজাহাজে ভ্রমণ করছিলেন, সেটি মাঝ আকাশে প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে দুশ্চিন্তা না করতে তাঁকে পরামর্শ দেওয়া হয়। উড়োজাহাজটি থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে জরুরি অবতরণ করার কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরও ৪৭ বছর বয়সী ইভা তাঁর স্বজনদের খোঁজ পাচ্ছিলেন না। লন্ডন থেকে সিঙ্গাপুরগামী ওই উড়োজাহাজে ইভার ভাই এবং ভাইয়ের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী ছিলেন। সঙ্গে তাঁদের এক বন্ধু এবং পরিবারের আরও চার সদস্য ছিলেন। অবশেষে ঘটনার দিন গভীর রাতে ভাই খু বু লিওংয়ের সঙ্গে ফোনে কথা হয় তাঁর। বোন ইভা খুকে মাত্র একটি শব্দ বলেছিলেন ভাই। তা হলো 'আইসিইউ'। টেলিফোনে বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইভা খু বলেন, 'এরপর তাঁর কোনো কথা আমরা শুনতে পাইনি। আর এতে আমি আরও দুশ্চিন্তায় পড়ে যাই।' এরপর ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে কথা হয় তাঁর। ভাইয়ের স্ত্রীও জানান, তিনি হাসপাতালে আছেন। কিন্তু অন্যরা

কোথায় আছেন, তা জানেন না। ২১ মে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনসের এসকিউ ৩২১ ফ্লাইট আকাশে প্রতিকূল পরিস্থিতির কবলে পড়ে। এতে উড়োজাহাজটিতে বেশ ঝাঁকুনি হয়। এ ঘটনায় এক যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। ঝাঁকুনির ঘটনায় আহত হয়েছেন প্রায় ৫০ জন। অনেকেই গুরুতর আহত হয়েছেন। আহত যাত্রীদের মধ্যে ২০ জনের বেশি মেরুদণ্ডে আঘাত পেয়েছেন। উড়োজাহাজটি যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডন থেকে সিঙ্গাপুরে যাচ্ছিল। পরে এটি থাইল্যান্ডের ব্যাংককে জরুরি অবতরণ করে। ইভা খু বলেন, ২১ মে রাতটি অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় কেটেছে তাঁর। স্বজনেরা মৃত না জীবিত, কিংবা তাঁদের আঘাত কতটা গুরুতর, সে ব্যাপারে তাঁদের কোনো ধারণা ছিল না। পরদিন কুয়ালালামপুর থেকে ব্যাংককে গিয়ে দেখেন, সাতজনের সবাই হাসপাতালে ভর্তি। এর মধ্যে পাঁচজনকে সামিটিভেজ শ্রীনাকারিন হাসপাতালে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। ইভা বলেন, 'শেষ পর্যন্ত তাঁদের দেখতে পেয়ে আমি স্বস্তি পেলাম। কিন্তু মেরুদণ্ড ও পিঠের আঘাতের কারণে তাঁদের অনেকের ঘাড় ও মাথায় ব্রেস (গলায় ও মাথায় আঘাত পাওয়া রোগীদের জন্য সুরক্ষা সরঞ্জাম) পরানো ছিল। তা দেখে আতঙ্ক অনুভব করছিলাম।'

তবে উড়োজাহাজে সেদিন ঠিক কী ঘটেছিল, তা স্বজনদের জিজ্ঞাসা করতে ইভাকে আরও কয়েকটা দিন পার করতে হয়েছে। ইভা খুর ভাই খু বু লিওং এবং ভাইয়ের স্ত্রী স রং সুইজারল্যান্ড ও লন্ডনে দুই সপ্তাহের ভ্রমণ শেষে দেশে ফিরছিলেন। লন্ডন থেকে মালয়েশিয়ায় যাওয়ার ক্ষেত্রে সিঙ্গাপুর একটি ট্রানজিট স্টপ। উড়োজাহাজটিতে ২১১ যাত্রী ও ১৮ ক্রু সদস্য ছিলেন। ইভা জানান, ভাইয়ের কাছ থেকে সেদিনের ঘটনার কিছুটা বর্ণনা শুনেছেন তিনি, খু বু লিওং তাঁর সিটবেল্ট খোঁজার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু কিছু করার আগেই উড়োজাহাজের ছাদের সঙ্গে ধাক্কা খান।

ওভারহেড লাগেজ কম্পার্টমেন্টের সঙ্গে ধাক্কা খান তিনি। কয়েক সেকেন্ড পরে তিনি করিডরের ওপর উল্টে পড়েন। তাঁদের জিনিসপত্র সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। খু বু লিওং ও তাঁর স্ত্রী স রং উড়োজাহাজের মাঝামাঝি অংশের কাছের আসনে বসেছিলেন। স রং দুই মাসের অন্তঃসত্ত্বা। ঝাঁকুনির সময় তিনি আসন থেকে ছিটকে পড়েন। এতে তাঁর পিঠে আঘাত লাগে। পরে অস্ত্রোপচার করাতে হয়েছে। ইভা জানান, পরিবারের পাঁচ সদস্যকে আরও কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে হবে। এ পাঁচ সদস্যের মধ্যে তাঁদের বয়স্ক এক চাচাও আছেন। সেই চাচা বলেছেন, শিশুর প্রথম হাঁটা শেখার মতো করেই তিনি এখন হাঁটতে শিখছেন। ইভা আরও বলেন, 'আমার ভাই এখনো ভালোভাবে হাঁটতে পারেন না। হাসপাতালের এখানে-সেখানে তাঁকে হুইলচেয়ারে করে নিতে হয়।' ইভার ভাইয়ের বন্ধুর অবস্থা খুবই নাজুক। তাঁকে মাথা ও গলায় ব্রেস পরিয়ে রাখা হয়েছে। তাঁকে আরও কিছুদিন এভাবে বিছানায় থাকতে হবে। ইভা বলেন, 'এসব আঘাত কতটা স্থায়ী হতে পারে, সে ব্যাপারে চিকিৎসকদের কাছে জানতে চাওয়ার মতো সাহস আমাদের হয়নি। সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলাটা চিকিৎসকদের জন্য সত্যিই কঠিন। তাঁরা সুস্থ হয়ে দেশে ফেরার পরও শারীরিক ও মানসিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ হতে কয়েক মাস সময় লেগে যেতে পারে।' গত বুধবার ব্যাংককে পৌঁছানোর দুশ্চিন্তার কারণে ইভা খু ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করতে পারছিলেন না। গত শুক্রবার রাতে ঠিকমতো খেতে পেরেছেন। ইভা বলেন, 'তাঁদের ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠতে দেখে এবং অস্ত্রোপচারগুলো ভালোভাবে শেষ হওয়ায় অবশেষে আমি খাওয়ার জন্য কিছুটা সময় পেলাম।'

এক বছরের প্রেম, বিয়ের পর জানলেন 'স্ত্রী' আসলে পুরুষ

জাকার্তা, ৩০ মেঃ ২৬ বছর বয়সী ইন্দোনেশিয়ার এক তরুণ এক বছরের বেশি সময় ধরে প্রেম করেছেন। এরপর সেই প্রেম পরিণয়ে রূপ নেয়। গত এপ্রিলে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন তাঁরা। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই স্ত্রীর আচরণে ওই তরুণের মনে সন্দেহ জাগে। পরে তিনি জানতে পারেন, এত দিন তিনি যাঁর সঙ্গে প্রেম করেছেন, যাঁকে বিয়ে করেছেন, তিনি আসলে একজন ছেলে। ওই তরুণের নাম একে। তিনি জাভা দ্বীপের নারিংগুল অঞ্চলের বাসিন্দা। ২০২৩ সালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আদিনদা কানজা নামের এই নারীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। একসময় দুজনে দেখা করার সিদ্ধান্ত নেন। একে বলেন, কানজা সব সময় মুসলিম ঐতিহ্য অনুযায়ী বোরকা পরতেন। এবং যখনই দেখা করতে আসতেন, তখনই হিজাব পরে আসতেন। একে বলেন, ইসলাম ধর্মের অনুশাসনের প্রতি তাঁর এই নিষ্ঠা দেখে তিনি কখনো এ নিয়ে কিছু বলেননি। এটা নিয়ে তাঁর বিরক্তিবোধও লাগেনি কখনো। যখন দুজন বিয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন কানজা জানালেন, তাঁর পরিবারে এমন কেউ নেই, যাঁরা বিয়েতে থাকতে পারেন। তাই একের বাড়িতেই ১২ এপ্রিল বিয়ের আয়োজন করা হয়। বিয়ের সময় কানজা যৌতুক হিসেবে নিজের তরফ থেকে ৫ গ্রাম সোনাও নিয়ে আসেন। তাঁদের বিয়ে হলেও সেই বিয়েটি নিবন্ধন হয়নি। বিয়ের মাত্র ১২ দিনের মাথায় একের মনে কানজার আচার-আচরণে সন্দেহ জন্মে। তিনি দেখলেন কানজা তাঁর (একে) পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মেলামেশা করতে চান না। আবার বাড়ির ভেতরও পর্দা করছেন। এমনকি একে যখনই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চান, তখনই কানজা কোনো না কোনো বাহানা করছেন। একের মনের সন্দেহ আরও দানা বাঁধে। কানজা তাঁর পরিবারের যে গল্প বলেছিলেন, সেই সূত্র ধরে তিনি খোঁজ শুরু করেন। সেই অনুসন্ধানেও জোর ধাক্কা খান একে। তিনি জানতে পারেন,

কানজা অনাথ নন। তাঁর বাবা-মা বেঁচে আছেন এবং ভালো আছেন। একে সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি জানতে পারেন, সেটি হচ্ছে কানজা আসলে একজন ছেলে। ২০২২ সাল থেকে তিনি মেয়েদের পোশাক পরছেন। কানজার মা-বাবাও সন্তানের বিয়ের কথা শুনে থ হয়ে যান। তাঁরা 'জামাতা' হিসেবে একের নাম বা তাঁদের সম্পর্কের কথা কোনো দিন শোনেননি। কানজা অবশ্য পরে পুলিশকে জানিয়েছেন, একের কাছ থেকে তাঁর পারিবারিক সব সম্পত্তি নিয়ে যেতে তিনি এমনটা করেছেন। এমনকি পুলিশ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছে, কানজা যখনই মেকআপ করেন, তখন তাঁকে নারীর মতোই লাগে। এমনকি তাঁর কণ্ঠস্বরও নারীদের মতো। কানজা এখন পুলিশের হেফাজতে আছেন। স্থানীয় আইনে প্রতারণার দায়ে তাঁর চার বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে।

দক্ষিণে পাঠানো উত্তর কোরিয়ার ২৬০ বেলুনে যা আছে

দক্ষিণ কোরিয়ায় অন্তত ২৬০টি বেলুন পাঠিয়েছে উত্তর কোরিয়া। এসব বেলুনের ভেতরে ছিল ময়লা-আবর্জনা। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের নাগরিকদের ঘরের ভেতরে থাকতে আহ্বান জানিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া। এই ধরনের ময়লা-আবর্জনার বেলুন পাঠানোকে 'আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন' বলে মন্তব্য করে এসব সাদা রঙের বেলুন ও সেগুলোর সঙ্গে যুক্ত প্লাস্টিক ব্যাগ না ধরতেও নাগরিকদের সতর্ক করেছে দক্ষিণ কোরিয়ার সেনাবাহিনী। দক্ষিণ কোরিয়ার ৯ প্রদেশের ৮টিতে উত্তর কোরিয়ার এসব বেলুন পাওয়া গেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এসব বেলুনে যা পাওয়া গেছে, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছে। উভয় কোরিয়ার মধ্যে পাল্টাপাল্টি বেলুন পাঠানো নতুন কোনো ঘটনা নয়। ১৯৫০-এর দশকের কোরিয়া যুদ্ধের পর থেকে উভয় দেশ পাল্টাপাল্টি অপপ্রচারমূলক বেলুন পাঠিয়ে আসছে। ইতিপূর্বে দক্ষিণ কোরিয়ার সেনাবাহিনী বলেছে, উত্তর কোরিয়ার পাঠানো বেলুনে কোনো ধরনের অপপ্রচারমূলক লিফলেট রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কিছুদিন আগে উত্তর কোরিয়া হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছিল, তাদের সীমান্ত এলাকায় সম্প্রতি বেলুনে করে ঘন ঘন লিফলেট ও অন্য ময়লা-আবর্জনা পাঠানো হচ্ছে। দক্ষিণ কোরিয়া থেকে পাঠানো এসব লিফলেট ও ময়লা-আবর্জনা বেলুনের প্রতিশোধ নেওয়া হবে। গত রোববার রাষ্ট্রায়ত্ত গণমাধ্যমে এক বিবৃতিতে উত্তর কোরিয়ার উপপ্রতিরক্ষামন্ত্রী দ্বিতীয় কিম ক্যাং বলেন, দক্ষিণ কোরিয়ার সীমান্ত এলাকা ও অভ্যন্তরে শিগগির পরিত্যক্ত কাগজ ও ময়লা-আবর্জনার স্তূপ পাঠানো হবে। তখন তারা বুঝবে, এসব সরাতে কত পরিশ্রম করতে হয়। এ পরিস্থিতিতে গত মঙ্গলবার বিকেলে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউল ও সীমান্ত এলাকার বাসিন্দারা সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষগুলোর তরফ থেকে বার্তা পায়। এতে তাঁদের ঘরের বাইরের কাজকর্ম থেকে বিরত থাকতে বলা হয়। তা ছাড়া 'শনাক্ত করা যাচ্ছে না', এমন কোনো জিনিস দেখলে নিকটস্থ সামরিক ঘাঁটি বা থানায় জানানোর জন্যও তাঁদের অনুরোধ করা হয়। চলতি মাসের শুরুর দিকে দক্ষিণ কোরিয়াভিত্তিক অধিকারকর্মীদের একটি দল উত্তর কোরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকায় ২০টি বেলুন পাঠায়। এসব বেলুনে উত্তর কোরিয়াবিরোধী অপপ্রচার, কোরীয় পপ সংগীতযুক্ত ইউনিভার্সাল সিরিয়াল বাস (ইউএসবি) এবং মিউজিক ভিডিও পাঠানো হয়। এদিকে ২০২০ সালের ডিসেম্বরে উত্তর কোরিয়াবিরোধী প্রচারপত্র পাঠানোকে অপরাধ ঘোষণা করে একটি আইন পাস করে দক্ষিণ কোরিয়ার পার্লামেন্ট।

কিন্তু সমালোচকেরা এই আইনের সমালোচনা করেন। তাঁদের শঙ্কা, এতে বাক্স্বাধীনতা ও মানবাধিকার খর্ব হতে পারে।

বোনের বাড়ি যাওয়ার পথে ছিনতাই বৃদ্ধার সোনার হার, হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের মাজুতে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩০ মে ঃ বোনের বাড়ি যাওয়ার পথে ছিনতাই বৃদ্ধার সোনার হার। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের অন্তর্গত মাজু এলাকায়। বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা নাগাদ ওই ঘটনা ঘটে। চংগুরালি শেখপাড়ার বাসিন্দা বৃদ্ধা জোহরা বেগম বাগনানে তাঁর বোনের বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে এদিন সকালে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। সেই সময় হঠাৎই দুই ব্যক্তি বাইকে করে এসে তাঁর পিছু নেন। তাঁকে ট্রেন ধরিয়ে দেবেন বলে যেচেই সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। এরপরই বৃদ্ধার গলা থেকে সোনার হার ছিনিয়ে দুষ্কৃতীরা বাইকে চম্পট দেয়। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চঞ্চল্য ছড়ায়। পরে ওই বৃদ্ধা জগৎবল্লভপুর থানায় অভিযোগ জানান। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। বারবার জগৎবল্লভপুর এলাকায় চুরি,

ছিনতাইয়ের মতো ঘটনায় এদিন প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন এলাকার মানুষ। এই ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা শেখ রাজু বলেন, সকালে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। ঠাকুমা জানান মাজুতে তাঁর গলা থেকে সোনার হার ছিনতাই হয়ে গিয়েছে। এই খবর জানার পর থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। ঠাকুরমা যাচ্ছিলেন বোনের বাড়ি। দুজন বাইকে করে যাচ্ছিল। মাজু পৌঁছবার আগে সেই বাইক আরোহীরা স্টেশনে পৌঁছে দেবার কথা বলে। তখন ঠাকুরমা বাইকে যেতে চাননি। এরপর বাইক নিয়ে এগিয়ে গিয়ে আবার ফেরত আসে ওই বাইক আরোহীরা। রাস্তা ফাঁকা থাকার সুযোগ নিয়ে গলার চেন টেনে নিয়ে যে রাস্তা দিয়ে এসেছিল সেই রাস্তা দিয়ে চলে যায়। অনুমান এরা এখানকার লোক নয়। বাইরে থেকে এসে এই কাজ করেছে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে পুলিশ তদন্ত করছে। স্থানীয় বাসিন্দা বাবলু মন্ডল বলেন, ভোর প্রায় ৬টা নাগাদ বাইকে দুজনে এসে ওনার গলা থেকে হার ছিনিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছে। এরপর তারা থানায় অভিযোগ করে। ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে। এর আগে এখানে এমন ঘটনা ঘটেনি। অভিযোগকারী জহুরা বিবি জানান, রাস্তা ফাঁকা থাকার সুযোগ নিয়ে দুজন হঠাৎই বাইক থেকে নেমে হার ছিনতাই করে নিয়ে পালায়। তারা পরিচিত। বাইকে দুজন ছিল। বাগনানে বোনের বাড়ি যাচ্ছিলাম। তখনই ঘটে ওই ঘটনা।

চীন থেকে জোড়া পান্ডা যাচ্ছে ওয়াশিংটনে

বেজিং, ৩০ মেঃ চীনের কাছ থেকে এক জোড়া জায়ান্ট পান্ডা পাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এই জোড়া পান্ডাকে ওয়াশিংটনের স্মিথসোনিয়ান জাতীয় চিড়িয়াখানায় রাখা হবে বলে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। চলতি বছরের শেষ নাগাদ বাও লি এবং কিনং বাও নামে দুটি জায়ান্ট পান্ডা যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীতে পৌঁছানোর কথা রয়েছে। বাও লি পুরুষ পান্ডা। বয়স দুই বছর। কিনং বাওয়ের বয়সও দুই বছর। এটি স্ত্রী পান্ডা। গতকাল বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের ফার্স্ট লেডি ছিল বাইডেন এক ভিডিও বার্তায় চীনের কাছ থেকে এ দুটি পান্ডা পাওয়ার কথা ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, এটা একটি 'ঐতিহাসিক মুহূর্ত'।চীনের ঐতিহাসিক 'পান্ডা কূটনীতির' অংশ হিসেবে ওয়াশিংটনে যাচ্ছে জোড়া পান্ডা। ১৯৭২ সালে এই কূটনীতি শুরু হয়েছিল। ওই বছর ঐতিহাসিক সফরে বেইজিং গিয়েছিলেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন। সফরকালে নিক্সনকে জোড়া পান্ডা উপহার দিয়েছিল চীন। সেই থেকে চীন-মার্কিন উষ্ণ সম্পর্কের প্রতীক বিবেচিত হয়ে আসছে পান্ডা।ওয়াশিংটনের স্মিথসোনিয়ান জাতীয় চিড়িয়াখানার পরিচালক ব্র্যান্ডি স্মিথ বলেন, এই ঐতিহাসিক মুহূর্ত প্রমাণ করে যে, চীনা সহকর্মীদের সঙ্গে আমাদের সহযোগিতার সম্পর্কে ইতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। চীনের ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন অ্যাসোসিয়েশনের (সিডব্লিউএসএ) সঙ্গে নতুন একটি চুক্তি করেছে ওয়াশিংটনের স্মিথসোনিয়ান জাতীয় চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। এ চুক্তির আওতায় পান্ডা দুটি হস্তান্তর করা হচ্ছে। জানা গেছে, সিডব্লিউএসএর গবেষণা ও প্রাণী সংরক্ষণ কার্যক্রম এগিয়ে নিতে সংগঠনটিকে প্রতিবছর ১০ লাখ ডলার করে ফি দেবে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ।

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠনের

উদয়পুর (ত্রিপুরা), ৩০ মেঃ ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে রাজ্যের সেরা চার কৃতী ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা জানালো ডিওয়াইএফআই-এসএফআই উদয়পুর বিভাগীয় কমিটি। দুটি সংগঠনের নেতারা কৃতীদের বাড়িতে গিয়ে কৃতী স্মারক, শুভেচ্ছা স্মারক হিসাবে রবি ঠাকুরের ছবি ইত্যাদি হাতে তুলে দিয়ে জানান সংবর্ধনা। ডিওয়াইএফআই-এসএফআই-এর পক্ষ থেকে সাংবর্ধনা গ্রহণ করে দারুণ খুশি কৃতী ছাত্রছাত্রী সহ তাদের পরিবার। বিদ্যাজ্যোতি স্কুলে হতাশাজনক ফলাফলের পর টিবিএসই পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল খানিকটা আশার সঞ্চার করেছে গোমতি জেলায়। টিবিএসই-র ফলাফলে মাধ্যমিকে পাশের হারে রাজ্যের সেরা জেলা যেমন গোমতি হয়েছে, তেমনি উচ্চমাধ্যমিক রাজ্যের সেরা কৃতীদের তালিকায় উদয়পুর মহকুমার দুটি স্কুল থেকে চারজন ছাত্রছাত্রী স্থান করে নিয়েছে। উদয়পুর রমেশ ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র স্নেহাশিস ভৌমিক রাজ্যের কৃতী তালিকায় দ্বিতীয় এবং কলা বিভাগের ছাত্রী তৃষা রুদ্রপাল হয়েছে দশম স্থানাধিকারী। বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ধনঞ্জয় দেবনাথ রাজ্যে নবম এবং অষ্টম স্থান দখল করেছেন একই বিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ছাত্রী নাসরিন আখতার। কৃতী ছাত্রছাত্রীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সংবর্ধনা জানানো কার্যক্রমে ছিলেন ডিওয়াইএফআই উদয়পুর বিভাগীয় সম্পাদক শুভ চক্রবর্তী, সভাপতি ফারুক আহমেদ, এসএফআই-এর বিভাগীয় সম্পাদক প্রীতম শীল, যুবনেতা মির হোসেন চৌধুরী, বাদল মালাকার, সুমন দে, রঞ্জন মজুমদার, তরুন মিঞা, সঞ্জিৎ ভদ্র, ছাত্রনেতা সাবির আহমেদ ভুইয়াঁ, সুমন দাস, প্রসেনজিৎ সরকার প্রমুখ। উদয়পুর সোনামুড়া চৌমুহনিতে তৃষার বাড়িতে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ছিলেন এলাকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা সমীরণ দত্ত। ডিওয়াইএফআই-এসএফআই-এর পক্ষ থেকে সংবর্ধনা গ্রহণ করে দারুণ খুশির কথা জানিয়েছেন কৃতীরা এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা।

চুরির অপবাদে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ

বারুইপুর, ৩০ মেঃ ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর থানা এলাকার উত্তরভাগে। মৃতের নাম প্রবীত্র সরদার। মামার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ একটি আশ্রমে ঢুকে সে বিভিন্ন জিনিস চুরি করে। এই অভিযোগে তাকে আশ্রমে ডেকে পাঠানো হয়। তারপর তাকে বেধড়ক মারা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। খবর পেয়ে মৃতের মামা ঘটনাস্থলে এলে তাকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনার পরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা। তাদের বক্তব্য এই আশ্রমে অসামাজিক কাজকর্ম হয়। সেই বিষয়টি ঢাকতেই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় মৃত পবিত্রর মা বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। যদিও এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় কেউ গ্রেফতার হয়নি। আশ্রমের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা কেউ কিছু বলতে চায়নি।

ঋতুপর্নাকে ইডির তলব, পাশে দাঁড়ালেন তৃণমূল প্রার্থী সায়নী ঘোষ

সোনারপুর, ৩০ মেঃ ঋতুপর্না সেনগুপ্তকে ইডির তলব নিয়ে তার পাশে দাঁড়ালেন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সায়নী ঘোষ। তিনি এটা ভালোভাবে সামলাতে পারবেন। সোনারপুরের বনহুগলীতে একটি জনসভায় যোগ দিয়ে একথা বলেন সায়নী। শেষ দফার প্রচারে এসে উচ্ছ্বসিত সায়নী ঘোষ।

এদিন তিনি বলেন মানুষের যে সমর্থন ও ভালোবাসা পেয়েছি তাতে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। আত্মবিশ্বাসী সায়নী দাবি করেন তিনি জিতে গিয়েছেন। এই সভাতে তাঁর সমর্থনে এদিন বক্তব্য রাখেন অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা।

ভোটে তৃনমূলের সন্ত্রাসের অভিযোগ আনলেন মথুরাপুরের বিজেপি প্রার্থী অশোক পুরকাইত

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৩০ মেঃ বৃহস্পতিবার বিকালে ভোটের প্রচার শেষ হয়ে গেছে। আর তার আগে এদিন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি প্রার্থী অশোক পুরকাইত ভোটে তৃনমূল সন্ত্রাসের অভিযোগ আনেন। তিনি এদিন বলেন,গত পঞ্চায়েত বা গত বিধানসভায় তৃনমূল সাধারণ মানুষকে ভোট দিতে দেয়নি।ভোট লুট করেছে। আর এবার ও সেই কাজ করবে। যার জন্য ভোটারদের ভয় দেখাচছে। আমাদের কেন্দ্রীয় বাহিনীর ওপর আস্থা আছে। তবুও আমরা প্রধানমন্ত্রীকে এই ঘটনার কথা

জানিয়েছি। তৃনমূলের পা তলায় মাটি সরে যাচ্ছে বলে প্রশাসনের পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে সুন্দরবনের গ্রামের মানুষের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। আর সাধারণ মানুষ তৃনমূলের এই সব গুন্ডামি উপেক্ষা করে বুথে গিয়ে নিজের ভোটটা দিতে পারলে তৃনমূলের ভরাডুবি হবেই। আর এই কেন্দ্রে এবারে আমি জেতার ব্যাপারে একশো শতাংশ নিশ্চিত। শুধু সময়ের অপেক্ষা।

পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার

বক্সনগর (ত্রিপুরা), ৩০ মে ঃ অবশেষে তিনদিন পর সিপাহিজলা জেলার মেলাঘর ঘ্রাণতলি এলাকা দিয়ে বয়ে যাওয়া গোমতি নদী থেকে করিম খানের পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হলো। জানা গিয়েছে, গত মঙ্গলবার মেলাঘরের ইন্দিরা নগর ৯ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা করিম খান গোমতি নদী থেকে বন্যার জলে ভেসে আসা লাকড়ি ধরতে জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। কিন্তু জলের প্রবল স্রোতে করিম খান জলে তলিয়ে যান। পরে মেলাঘর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা এবং এনডিআরএফ কর্মীরা দীর্ঘ সময় ধরে নদীতে করিম খানকে উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু করিম খানের কোনও সন্ধান মেলেনি। অবশেষে আজ বৃহস্পতিবার সাতসকালে এলাকাবাসীরা ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে বালুর চরে করিম খানের পচাগলা মৃতদেহ দেখতে পান। পরে খবর দেওয়া হয় মেলাঘর থানা এবং মেলাঘর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে যান মেলাঘর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা। কিন্তু আড়াই ঘণ্টা পর মেলাঘর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে। এদিকে ওই ঘটনার খবর পেয়ে নদীর দুপাশে কয়েকশো মানুষ জমায়েত হন। পরে পুলিশ নদী থেকে করিম খানের পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে দেয়। করিম খানের মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পৌঁছতেই তাঁর পরিবারের লোকজন কান্নায় ভেঙে পড়েন। এ ব্যাপারে মেলাঘর থানার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

নাম পরিবর্তন

আমি MOHAMMAD TAUSIF (পুরাতন নাম) পিতা ABDUL JABBAR (পুরাতন নাম) ঠিকানা 12/6, TOPSIA 2nd LANE-P.O+P.S.TILJALA KOLKATA - 700039(W.B). এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ভাগলপুর date -28/05/2024. এর AFFIDAVIT দ্বারা আমার নাম এখন থেকে MOHAMMAD TOUSIF ANSARI (নতুন নাম) এবং MOHAMMAD TAUSIF (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি। এবং আমার পিতার নাম এখন থেকে MOHAMMAD ABDUL JABBAR (নতুন নাম) এবং ABDUL JABBAR (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

আমি Ritish Chakravarty, পিতা - Late Jogesh Chakravarty, ঠিকানা - D24/2, Rabindrapally, Kolkata - 700086, নোটারি পাবলিক, আলিপুর কোর্ট, জেলা - South 24 Parganas - এর Affidavit দ্বারা Ritish Ranjan Chakraborty -নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. Y-8/24 (M) Dated 16th May 2024 Ritish Chakravarty ও Ritish Ranjan Chakraborty একই ব্যক্তি।

Name Change

I RANJIT RAY & RONJIT ROY, S/O LATE AJIT KUMAR ROY,D.O.B-04/07/1974,R/O UD080807, UDITA COMPLEX, 1050/1, SURVEY PARK, PO SANTOSHPUR, PS SURVEY PARK, DIST KOLKATA, PIN-700075, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RANJIT ROY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT KOLKATA ON 30/05/2024, THAT RANJIT ROY AND RANJIT RAY & RONJIT ROY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOHASIN MOHAMMAD AND SK MOHOSIN MOHOMMAD,SON OF SEKH KANGALI, RESIDING AT RAMPURA(DAKSHIN PARA),MOHANPUR,PASCHIM MEDINIPUR - 721436,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEKH MAHASIN MAHAMMAD VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/05/2024.THAT MOHASIN MOHAMMAD AND SK MOHOSIN MOHOMMAD ALSO SEKH MAHASIN MAHAMMAD ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I RAIS ALIAS ARSHAD AHMED, SON OF RAFIQUE AHMED, RESIDING AT 13A/3 CHAMRU KHANSAMA LANE, CIRCUS AVENUE, KOLKATA -700017, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAIS AHMED VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/05/2024.THAT RAIS ALIAS ARSHAD AHMED AND RAIS AHMED BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I Amit Mukherjee, Son of Amal Kumar Mukherjee, Residing at Violet 303,Siddha Town, Madhyamgram, North 24 Parganas-700110, West Bengal. Shall Henceforth be known as Amit Mukhopadhyay vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 30/05/2024. That Amit Mukherjee and Amit Mukhopadhyay both are the same and one identical person.

Name Change

I SRABANI PATRA MANNA,WIFE OF GOKUL MANNA, RESIDING AT VILL & PO - KESHAPAT , PS-PANSKURA, EAST MEDINIPUR - 721139, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SRABANI MANNA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/05/2024.THAT SRABANI PATRA MANNA AND SRABANI MANNA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Md Sahed Ali Sardar (old name) S/O Md Kader Ali Sarder, residing at Vill-Deara, P.O-Mongalganj, P.S-Bagdah, Dist-North 24 pgs, Pin-743297, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Sahed Ali Sarder (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/05/2024. Md Sahed Ali Sarder (new name) and Md Sahed Ali Sardar (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Md Kader Ali Sardar (old name) S/O Jaker Ali Sardar, residing at Vill-Deara, P.O-Mongalganj, P.S-Bagdah, Dist-North 24 pgs, Pin-743297, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Kader Ali Sarder (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/05/2024. Md Kader Ali Sarder (new name) and Md Kader Ali Sardar (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Sk Musaref (old name) S/O Sk Mamin, residing at 52, Gobindo Chatterjee Road, Khardaha, Dist-North 24 pgs, Pin- 700119, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sk Mosarraf (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/05/2024. Sk Mosarraf (new name) and Sk Musaref (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Chinmay Kumar Bachhar (old name) S/O Chittaranjan Bachhar, residing at Vill- Kalikapur, P.O.- Mojlishpur, P.S.- Shason, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743423, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Chinmay Bachhar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/05/2024. Chinmay Bachhar (new name) and Chinmay Kumar Bachhar (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Narayan Chandra Biswas (old name) S/O Rabindra Nath Biswas, residing at Vill- Satyanagar, P.O. & P.S.- Krishnaganj, Dist- Nadia, Pin-741506, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Narayan Biswas (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/05/2024. Narayan Biswas (new name) and Narayan Chandra Biswas (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Moumita Aich (old name) W/O Kushal Das, residing at 11/23/7, Shibapriya Chatterjee Road, P.S.-SARSUNA, Kolkata- 700061, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Moumita Aich Das (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 30/05/2024. Moumita Aich Das (new name) and Moumita Aich (old name) both are same identical person.

Name Change

I MD ABUIBRAHIM, S/O LATE ESAHAK ALI BAIDYA, R/O PURBA CHANGDANA, PO BELPUR, PS DEGANGA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743423, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABU IBRAHIM BAIDYA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/05/2024, THAT ABU IBRAHIM BAIDYA AND MD ABUIBRAHIM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

তিন মাস ধরে ইউএসজি পরিষেবা বন্ধ কালনা মহকুমা হাসপাতালেঃ সমস্যায় রোগীরা

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩০ মে ঃ কালনা মহকুমা হাসপাতালের ইউএসজি বিভাগের একমাত্র চিকিৎসক উচ্চ শিক্ষার জন্য পড়তে গেছেন বাইরে। ফলস্বরুপ তিন মাসের বেশী সময় ধরে বন্ধ হয়ে পরে রয়েছে কালনা মহকুমা হাসপাতালের ইউএসজি পরিষেবা। এতে ব্যাপক সমস্যায় পরেছেন মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা দরিদ্র ও সাধারণ পরিবার থেকে আসা রোগী ও রোগীর আত্মীয়- পরিজনেরা। চিকিৎসার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ওই পরিষেবাটি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকায় স্বভাবতই ক্ষোভের পারদ চড়ছে চিকিৎসা করাতে আসা মানুষজনের মনে। ইউএসজি পরিষেবা বন্ধ থাকায় বাধ্য হয়েই ব্যয়বহুল বেসরকারি প্যাথোলজী সেন্টার থেকে ইউএসজি পরীক্ষা করাতে বাধ্য হচ্ছেন রোগীরা। কালনা মহকুমা হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ইউএসজি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ছুটিতে আছেন প্রায় তিন মাস ধরে। তিনি কবে আসবেন সেই বিষয়ে কোন তথ্য নেই। চিকিৎসক না থাকায় ইউএসজি পরিসেবা বন্ধ হয়ে আছে। সেই কারণেই সমস্যা হচ্ছে। কালনা মহকুমা হাসপাতালের সুপার চন্দ্রশেখর মাইতি জানান, চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আসা চিকিৎসা প্রার্থীদের সমস্যার কথা অনুধাবন করতে পারছেন। তারা সম্পূর্ন বিষয়টি রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরে জানিয়েছেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে দুজন চিকিৎসককে এখানে পাঠানোর নির্দেশিকা দেওয়া হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় দুজনের একজনও এখানে আসেন নি। তারা চাকরিই ছেড়ে দিয়েছেন। সুতরাং এরপর কবে স্বাস্থ্য দপ্তর কালনা মহকুমা হাসপাতালে প্যাথোলোজিস্ট পাঠাবে সে বিষয়ে তারা সম্পূর্ন অন্ধকারে। তবে নতুন ব্যাচের চিকিৎসকরা পাশ করলে এখানে পাঠানো হবে বলে জানা গেছে। তবে সাধারন দরিদ্র মানুষের কথা ভেবে তাদের আবেদন পেলে সুলভে চিকিৎসা ও ইউসজি করানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকেই বলে এদিন দাবী করেছেন কালনা মহকুমা হাসপাতালের সুপার। তিনি জানান, গর্ভবতী মায়েদের জন্য বাইরের সংস্থার সাথে চুক্তি করিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সেগুলি বিনামূল্যে করিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু চিকিৎসার জন্য আসা হাসপাতালে রোগীদের জন্য পরিষেবা আপাতত অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ বলেও জানিয়েছেন তিনি। স্বভাবতই চিকিৎসা পরিষেবা নিতে এসে গুরুত্বপূর্ণ ইউএসজির মতন পরিষেবা বন্ধ থাকায় অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন রোগীরা। শুধুমাত্র চিকিৎসকের অভাবে কালনার মত একটি ব্যস্ত ও গুরুত্বপূর্ণ মহকুমা হাসপাতালে ইসএসজি বিভাগ বন্ধ রাখা হচ্ছে এটা কিন্তু রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহাল দশার কথাই ধরছে। কালনার মত একটি মহকুমা হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগে একজন চিকিৎসক না থাকার জন্য পরিষেবা ব্যহত থাকবে এটা নিয়ে সোচ্চার হচ্ছেন অনেকেই।

বাড়িতে ঢুকে আচমকা গুলি, হিংসার অভিযোগ দুবরাজপুরে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৩০ মেঃ শেষ দফার নির্বাচনের আগে ক্রমেই ঘটনাবহুল হচ্ছে বাংলা। দিনে দুপুরে বোমার আওয়াজে কেঁপে উঠল দুবরাজপুর থানার খোয়াজমহম্মদপুর গ্রাম। বৃহস্পতিবারের এই ঘটনায় উত্তেজনা এলাকায়। এমনকী গুলি চালানোরও অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই রাজনীতির রং লাগতে শুরু হয়েছে। গুলির আঘাতে এক গ্রামবাসী আহত হন বলেও অভিযোগ। স্থানীয়দের দাবি, শেখ আজম নামে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে বোমা ফাটার শব্দ শোনা যায়। আদৌ এর সত্যতা কতটা, সত্যি হলে কেনই বা ওই ব্যক্তির বাড়িতে বোমা ছিল, কে বা কারা এই বোমা রাখে নানাবিধ প্রশ্ন উঠে আসছে। খবর পেয়ে বিশাল পুলিশের দল খোয়াজমহম্মদপুর গ্রামে পৌঁছয়। পুলিশ এই মুহূর্তে শেখ আজমের বাড়ি ঘিরে রেখেছে বলে খবর। যাঁকে গুলি করা হয়েছে, সেই যুবকের বক্তব্য, ''আমি বাড়িতে ভাত খেয়ে উঠি। কয়েকজন ছেলে এল। এসেই গুলি। কোনও কথা নেই। পুরানো শত্রুতার তো কোনও প্রশ্নই নেই। আমি তো থাকিই না এখানে, বাইরে থাকি। রাজমিস্ত্রির কাজ করি। ওই ছেলেগুলো রাজনীতি করে জানি।''

শ্বশুরবাড়িতে স্ত্রীর গলা কেটে 'খুন', আটক অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ মেঃ আবার মালদহে মহিলার রক্তে মাখা গলাকাটা দেহ উদ্ধার। আটক স্বামী। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালদার পুখুরিয়ার পরানপুর এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম আঙ্গুরা বিবি। বৃহস্পতিবার সাত সকালে গলাকাটা রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয় আঙ্গুরার। অভিযুক্ত স্বামী আশরাফুল হককে পুলিশ আটক করেছে। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় পাঁচ বছর আগে পুখুরিয়া থানার কদমতলি এলাকায় বিয়ে হয় আঙ্গুরার। দুটি সন্তানও রয়েছে তাঁদের। স্ত্রী সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে স্বামী আশরাফুল বুধবার পরানপুর এলাকায় শ্বশুরবাড়িতে যান। এক সন্তানকে শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে ঘুমোতে দিয়ে ছ'মাসের মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে একটি আলাদা ঘরে ঘুমাতে যান আশরাফুল। পরদিন সকালে শৌচালয়ের সামনে গলাকাটা অবস্থায় আঙ্গুরাকে পড়ে রয়েছে দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মৃত মহিলার বাবার বাড়ির সদস্যদের অভিযোগ, আশরাফুলের সঙ্গে অন্য এক মহিলার বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে। আর সেই কারণে তাঁদের মেয়েকে গলা কেটে খুন করেছে সে। পুখুরিয়া থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্যে পাঠায়। অভিযুক্ত স্বামীকে আটক করেছে পুলিশ।

DUDHORIA CONSTRUCTION CO. LTD.

CIN No. L45201WB1981PLC033825

Regd. Office : 53C, Mirza Ghalib Street, Kolkata - 700 016

Email: progressiveservicesindia@gmail.com

Statement of Audited Financial Results for the Quarter/Year ended 31st March, 2024

(Rs. In Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended 31.03.2024 (Audited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.03.2032 (Audited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)
1	**Revenue From Operations**					
	(a) Interest Income	24.34	24.12	23.35	96.45	61.45
	Total Revenue From Operations	24.34	24.12	23.35	96.45	61.45
2	Other Income	0.12	0.13	0.54	3.39	64.06
3	Total Income	24.46	24.25	23.89	99.84	125.51
4	**Expenses**					
	(a) Finance Costs	0.25	0.25	0.18	1.05	1.36
	(b) Purchase of Stock In Trade	-	-	-	9.00	9.00
	(c) Changes in Inventories of Work In Progress	(0.38)	(0.10)	(2.68)	(9.76)	(11.84)
	(d) Employees Benefit Expenses	1.69	1.90	1.67	6.97	7.11
	(e) Depreciation and Amortisation Expenses	3.06	2.93	2.10	11.00	8.45
	(f) Other Expenses	6.17	5.68	7.81	22.71	20.93
	Total Expenses	10.79	10.66	9.08	40.97	35.01
5	**Profit / (Loss) before tax 3-4)**	**13.67**	**13.59**	**14.81**	**58.87**	**90.50**
6	**Tax Expenses**					
	1) Current tax	7.45	-	7.45	14.83	7.45
	2) Deferred Tax	(3.07)	-	(3.07)	(0.14)	(3.07)
	Total Tax Epenses	**4.38**	**-**	**4.38**	**14.69**	**4.38**
7	**Profit/(Loss) for the period(5-6)**	**9.29**	**13.59**	**10.43**	**44.18**	**86.12**
8	Other Comprehensive Income			-		-
9	**Total Comprehensive Income (7-8)**	**9.29**	**13.59**	**10.43**	**44.18**	**86.12**
10	Paid Up Equity Share Capital (F.V. Rs. 10/- each)	142.68	142.68	142.68	142.68	142.68
11	Earning Per Share (F.V. Rs.10/- each) (not annualised)					
	1) Basic	0.65	0.95	0.73	3.10	6.04
	2) Diluted	0.65	0.95	0.73	3.10	6.04

STANDALONE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2024

(Rs. In Lakhs)

STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES

		31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)
	ASSETS		
1	**FINANCIAL ASSETS**		
a	Cash and Cash Equivalents	1.33	3.01
b	Bank balances other than Cash and Cash Equivalents	1,302.50	1,330.00
c	Loans	87.01	68.25
d	Other Financial Assets	1.76	1.75
2	**NON FINANCIAL ASSETS**		
a	Inventories	463.60	453.84
b	Current Tax Assets (Net)	-	2.98
c	Deferred Tax Assets (Net)	13.32	13.18
d	Investment Property	428.83	402.65
e	Property, Plant & Equipment	29.37	18.48
f	Other Non- Financial Assets	35.97	21.42
	Total Assets	**2,363.69**	**2,315.56**
	LIABILITIES AND EQUITY		
I	**LIABILITIES**		
1	FINANCIAL LIABILITIES		
a	Borrowings (Other than Debt Securities)	8.10	6.78
b	Other Financial Liabilities	0.03	0.03
2	NON FINANCIAL LIABILITIES		
a	Current Tax Liabilities (Net)	0.81	-
b	Other Non-Financial Liabilities	4.63	2.80
II	EQUITY		
a	Equity Share Capital	142.68	142.68
b	Other Equity	2,207.44	2,163.27
	Total Liabilities and Equity	**2,363.69**	**2,315.56**

Cash Flow Statement for the year ended31.03.2024

		Annual 31.03.2024 (Audited)	Annual 31.03.2023 (Audited)
A.	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	Net Profit Before Tax & Extraordinary Items	58.87	90.50
	Adjustment for :		
	Provision for Standard Assets / (W/Off)	0.05	0.17
	Depreciation Expenses	11.00	8.45
	(Profit)/Loss from sale of Property, Plant and Equipment	(3.99)	-
	(Profit)/Loss from sale of Investment	-	(63.52)
	Interest Expenses on Loan from Bank	0.99	1.36
	Operating Profit before Working Capital Adjustment	**66.92**	**36.96**
	Changes in Working Capital		
	(Increase)/Decrease in Loans	(18.76)	(68.04)
	(Increase)/Decrease in Other Financial Assets	(0.01)	(0.13)
	(Increase)/Decrease in Inventories	(9.76)	(11.84)
	(Increase)/Decrease in Current Tax Asset	2.98	6.76
	(Increase)/Decrease in Other Non-Financial Assets	(14.55)	(1.09)
	Increase/(Decrease) in Other Financial Liabilities	-	0.03
	Increase/(Decrease) in Current Tax Liabilities	0.81	
	Increase/(Decrease) in Other Non-Financial Liabilities	1.82	0.14
	Cash Generated from Operation	**29.45**	**(37.21)**
	Less: Payment of Taxes	(14.83)	(7.45)
	Net cash flow from operating activities (A)	**14.62**	**(44.66)**
	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
	Purchase of Investments	(26.17)	(3.95)
	Purchase of Property, Plant & Equipment	(23.72)	(0.78)
	(Increase)/Decrease in Fixed Deposits	27.50	(348.75)
	Sale of Property, Plant & Equipment	5.81	-
	Proceeds from sales of Investment	-	410.00
	Provision for Standard Assets / (W/Off)	(0.05)	(0.17)
	Net cash realised from Investing Activities (B)	**(16.63)**	**56.35**
	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
	Increase/(Decrease) in Borrowings	1.32	(11.51)
	Interest Expenses on Loan from Bank	(0.99)	(1.36)
	Net cash realised from financing activities (C)	**0.33**	**(12.87)**
	Net increase/(Decrease) in cash and cash equivalent	**(1.68)**	**(1.18)**
	Opening Cash & Cash Equivalent	3.01	4.19
	Closing Cash & Cash Equivalent	**1.33**	**3.01**
	CLOSING CASH & CASH EQUIVALENT		
	Cash at Bank	-	1.90
	Cash in Hand	1.33	1.10
		1.33	**3.01**

Notes:-

1. The above Standalone Financial Results which are published in accordance with the regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation & Disclosure Requirement) Regulations, 2015 have been reviewed and recommended by Audit Committee and has been aprroved by the Board of Directors at its Meeting held on Thursday, May 30, 2024. The Financial Results are accordance with Indian Accounting Standard (Ind-AS) as prescribed under Sectin 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2016, The Result have been audited by the Statutory Auditors of the Company.
2. The Company operates mainly in one business segment i.e Investment & Finance and all other activities revolve around the main activity and as such there are no other reportable segment as identified by the Chief Operating Decision Maker of the company as required under Ind AS 108.
3. No Investors Complaints were pending at the beginning of the quarter and none were received during the quarter.
4. Previous Year figures are regrouped / reclassified, to confirm to the current period classification.
5. The figures for the 3 Months ended on March 31, 2024 are the balancing figures between the audited figures in respect of full financial year and published unaudited year to date figures upto the 9 Months of the respective financial year. which were subjected to Limited Review Report by the Auditors.
6. As the company has no subsidiary Regulation 33(3)(b) of SEBI (LODR) (Amendment) Regulations, 2018 is not applicable on our Company.
7. Disclosures of Debt Service Coverage Ratio and Interest Service Coverage Ratio is not mandatory for NBFCs registered with RBI as exempted under Regulation 54(2) of SEBI (LODR), 2015. Hence, the same has not been disclosed by virtue of such exemption.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/- Ashok Kumar Jain

Director

DIN : 00663565

Place : Kolkata

Date : 30.05.2024

২ তারিখেই কেরল থেকে সোজা বাংলায় ঢুকছে বর্ষা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ মেঃ তাপপ্রবাহ, ভ্যাপসা গরমের যন্ত্রণা থেকে এবার রেহাই। অবশেষে সুখবরটা দিয়েই দিল মৌসম ভবন। দেশের মূল ভূখণ্ডে শুরু হল বর্ষার যাত্রা। নির্ধারিত সময়ের দু'দিন আগেই বর্ষা ঢুকল কেরলে। সাধারণত ১ জুন কেরলে ঢুকে পড়ে বর্ষা। তবে এবার ব্যতিক্রম। পাশাপাশি জানা যাচ্ছে, এ রাজ্যেও নির্ধারিত সময়ের আগে ঢুকে পড়তে চলছে বর্ষা। আগামী রবিবারই উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করার কথা রয়েছে। বুধবার মৌসম ভবনের তরফে পূর্বাভাসে বলা হয়েছিল, ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দক্ষিণ-পশ্চিমী মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করতে পারে কেরলে। এই মৌসুমী বায়ুর হাত ধরেই দেশে প্রবেশ করতে পারে বর্ষা। এরপর আজ মৌসম ভবন জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার কেরলে ঢুকেছে বর্ষা। শুধু তাই নয়, বর্ষার আগমন উত্তর-পূর্ব ভারতেও। সাধারণত সেখানে বর্ষা ঢোকে ৫ জুন। সে দিক থেকে দেখলে ছদিন আগে অসম, মেঘালয়, মণিপুর, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশে বর্ষা ঢুকল। সাত বছর পর দেশের দু'প্রান্তে দক্ষিণ আর উত্তর-পূর্ব প্রান্তে মৌসুমি বায়ুর আগমন হয়েছিল। এরকম শেষ বার হয়েছিল ২০১৭ সালের ৩০ মে। তবে উত্তর-পূর্বে বর্ষা দ্রুত চলে আসা বাংলার জন্য ভালো খবর। কারণ, মৌসুমি বায়ুর বঙ্গোপসাগর শাখাই উত্তর-পূর্ব ভারত হয়ে উত্তরবঙ্গে ঢোকে। এখনও বর্ষা আসার আভাস না থাকলেও, উত্তরবঙ্গ জুড়ে প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস। আজ ও আগামিকাল জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারে কমলা সতর্কতা জারি রয়েছে। পাশাপাশি উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুরেও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। পাহাড়েও ভারী বৃষ্টি চলবে। বর্ষার ক্যালেন্ডার অনুযায়ী জলপাইগুড়িতে বর্ষা ঢোকার কথা ৭ জুন, শিলিগুড়িতে ৮ জুন, দক্ষিণবঙ্গে ১০ জুন, কলকাতায় ১১ জুন। তবে সময়ের আগেই এ রাজ্যেও প্রবেশ করবে। আগামী দু'থেকে তিনদিনের মধ্যেই বর্ষা ঢুকে পড়বে উত্তরবঙ্গে। তবে পোড়া কপাল দক্ষিণবঙ্গে। এখনও পর্যন্ত কোনও ভাল খবর নেই। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে বড়জোর। তাতে প্যাচপ্যাচে গরম কমবে না।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ও-এসি-টি - ৬৭ থেকে ৬৯-২৪-২৫ (ওপেন), তারিখঃ ২৮.০৫.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করা হচ্ছে ঃ ক্র. নং.১. কেস নং. ও-এসি-টি-৬৭-২৪-২৫, কাজের নামঃ ২৪টি এলএইচবি ধরনের কোচ রক্ষণাবেক্ষণ এবং সিক লাইন -এর জন্য দেওঘর কোচিং রক্ষণাবেক্ষণ পিটের সম্প্রসারণের ওপেন টেন্ডার; টেন্ডার মূল্যঃ ₹৭,৬৫,৮৩,৫৯২.০২; দরপ্রস্তাব জামিন ঃ ₹৫,৩২,৯০০/-; ক্র. নং.২। কেস নং. ও-এসি-টি-৬৮-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিইএন/৩/আসানসোলের আওতাধীনে নিম্নলিখিতগুলি নির্মাণ করার ওপেন টেন্ডার (i) দুর্গাপুরে নতুন ১৫ শয্যার আরপিএফ মহিলা ব্যারাক (ii) অণ্ডাল (ওএল) পোস্ট -এ নতুন ৫০ শয্যার (জি + ১) আরপিএফ ব্যারাক নির্মাণ এবং (iii) টয়লেট, ডাইনিং, কিচেন/মেস ইত্যাদি সহ রানীগঞ্জে নতুন ২০ শয্যার আরপিএফ ব্যারাকনির্মাণ; টেন্ডার মূল্য ঃ ₹২,৮৩,২৮,২৪১.৩৩; দরপ্রস্তাব জামিন ঃ ₹২,৯১,৬০০/-; কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ ক্র. নং. ১ ও ২-এর জন্য প্রতি ক্ষেত্রে ১২ মাস; ক্র. নং. ৩. কেস নং ও-এসি-টি-৬৯-২৪-২৫; কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিইএন/৩/আসানসোল-এর অধীনে বিভিন্ন আরওবি-তে ডব্লু-বিম ক্রশ বেরিয়ার এবং ট্র্যাকশন গার্ডের ব্যবস্থা করার ওপেন টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য ঃ ₹৪৭,০১,২৬১.৮০; দরপ্রস্তাব জামিন ঃ ₹৯৪,০০০/-; কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ ক্র. নং. ৩-এর জন্য ০৮ মাস; বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ২৭.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের যে ওয়েবসাইটঃ ireps.gov.in -এ দেখা যাবে। ASN-65/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএইচ/৪৭৫, তারিখ ঃ ২৯.০৫.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, আরএমএস বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ 'ই'-টেন্ডার নং. এসডিএসটিই/সিগ/টি/০৭/২৪-২৫/আরআরএসকে। স্থানসহ কাজের নাম ঃ এএসটিই/ডব্লু/এসডিএইচ-এর আওতাধীনে ট্র্যাক নবীকরণের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে সিগন্যালিং-এর কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ₹ ৫৮,৮৯,৬৫১.৮৬; টেন্ডার নথির মূল্য ঃ শূন্য; প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিনঃ ₹ ১,১৭,৮০০.০০; কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ ১২ মাস। টেন্ডার দাখিল শুরুর তারিখঃ ১১.০৬.২০২৪; টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখঃ ২৫.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো; টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ঃ ২৫.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো ৩০মিনিটে। বিশদ পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in -এ। প্রযুক্তিগত যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ- যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, তার আগের মাসের শেষ দিন থেকে বিগত ০৭ (সাত) বছরের মধ্যে টেন্ডারদাতাকে নিম্নলিখিত ধরনের কাজ (সমূহ) সফলভাবে বা অধিকাংশভাবে অবশ্যই সম্পন্ন করে থাকতে হবে। (i) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০ শতাংশ-এর চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত তিনটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (ii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০ শতাংশের চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত দুটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (iii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০ শতাংশের চেয়ে কম নয়, এরূপ মূল্যের অন্তত একটি সমতুল ধরনের কাজ। অর্থনৈতিক যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার ভি/এন অথবা 'ভি'-এর মধ্যে যেটি কম তা হওয়া আবশ্যিক; যেখানে ভি = কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য; এন = কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় বছর সংখ্যা যার জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হয়েছে। অডিট করা ব্যালান্স শিট অনুযায়ী, পূর্বের তিনটি আর্থিক বছরের "মোট চুক্তিভিত্তিক প্রদত্ত অর্থের" গড় হিসাব করে গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয় করা হবে। যদি, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শিট প্রস্তুত/অডিট করা না হয়ে থাকে তাহলে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের অডিট করা ব্যালান্স শিটে প্রাপ্ত অঙ্ক সংখ্যা গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয়ে ব্যবহার করা হবে। টেন্ডারদাতাগণকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা শংসাপত্র প্রদত্ত হয়েছে এরূপ নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট/ব্যালান্স শিটের সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর সমর্থন করা শংসাপত্র সেই সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-vi বি অনুসারে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি (বর্তমান টেন্ডার নথির ফর্ম-৬) দাখিল করতে হবে। অন্যান্য দাখিল যোগ্য নথিপত্রাদি ঃ টেন্ডার নথিতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে। সমতুল ধরনের কাজ ঃ এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে সমতুল ধরনের কাজ বলতে বোঝাবে "প্যানেল ইন্টারলকিং বা রুট রিলে ইন্টারলকিং বা ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং বা আইবিএইচ বা স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং বা এলসিগেট ইন্টারলকিং বা এএফটিসি বা এসএসডিএসি বা এমএসডিএসি"-র যে কোনো কাজ। দ্রষ্টব্য ঃ টেন্ডারদাতা টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতা শর্তাবলি পূরণে তাঁর দাবির স্বপক্ষে টেন্ডার প্রস্তাবের সঙ্গে নথিপত্রাদি দাখিল করবেন। নথির/শংসাপত্রের কপি-র প্রতি পৃষ্ঠায়, যা টেন্ডারদাতা তাঁর যোগ্যতার স্বপক্ষে দাখিল করবেন, টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদানকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্বপ্রত্যয়িত বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্বপ্রত্যয়নে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প এবং তারিখ থাকতে হবে (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)। SDAH-75/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NIT, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1.Name of Work: "Non-comprehensive Maintnance of Digital Virtual Class Rooms at Different Academic Campuses under University of Calcutta, Kolkata. **[Job No: KIT/OW/014 of 24-25]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-016/T/24-25 Tender ID: 2024_WBPWD_689107_1 Bid Submission Closing : 08.06.2024 up to 03.00 PM** 2. Name of Work: "Comprehensive Annual Maintnance of IT Infrastructure related to Voice Networking System for College Street Campus of University of Calcutta at Senate House, 87/1, College Street, Kolkata - 700 073 for 01(One) year.. **[Job No: KIT/OW/015 of 24-25]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-017/T/24-25 Tender ID: 2024_WBPWD_689110_1 Bid Submission Closing : 08.06.2024 up to 03.00 PM** 3.Name of Work: "All Inclusive Annual Maintenance of LAN, Voice and CCTV Serveillance System of The Hon'Ble Lokayukta at Standard Building, 32 BBD Bag, Kolkata- 700 001 **[Job No: KIT/OW/016 of 24-25]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-018/T/24-25 Tender ID: 2024_WBPWD_689111_1 Bid Submission Closing : 08.06.2024 up to 03.00 PM** 4. Name of Work: "All Inclusive AMC of Uninterrupted Power Supply (e.g 1KVA,3KVA,6KVA & 40 KVA etc) installed at Different Office Buildings at Kolkata & Howrah for 01(One) Year **[Job No: KIT/RW/009 of 24- 25]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-019/T/24-25 Tender ID: 2024_WBPWD_689136_1 Bid Submission Closing : 12.06.2024 up to 03.00 PM** 5. Name of Work: "Comprehensive Annual Maintenance of Existing Indoor Training Smart Class Room at the office of the Directorate of Security, Home & Hill Affairs Deptt. Govt. of West Bengal, 31/A Belvedere Road Kolkata-700027 for 01(One) Year. **[Job No: KIT/OW/017 of 24-25]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-020/T/24-25 Tender ID: 2024_WBPWD_689166_1 Bid Submission Closing : 11.06.2024 up to 03.00 PM** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-

Executive Engineer, PWD

Kolkata IT Division

CENTURY EXTRUSIONS LIMITED

Regd. Office : 113 Park Street, N Block, 2nd Floor, Kolkata - 700016

Email : century@centuryextrusions.com ;

Website : www.centuryextrusions.com

Tel: +91(033) 2229 1012 /1291; **Telefax:** +91(033) 2249 5656

CIN : L27203WB1988PLC043705

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

(Rs. in lacs)

	PARTICULARS	Quarter Ended 31.03.2024 Audited	31.12.2023 Unaudited	31.03.2023 Audited	Year Ended 31.03.2024 Audited	31.03.2023 Audited
	PART- I					
1	Revenue from operation	9230	9544	8017	37510	37201
2	Other Income	19	7	13	55	35
3	**Total Income from operation (1+2)**	**9249**	**9551**	**8030**	**37565**	**37236**
4	**Expenses**					
	a) Cost of materials consumed	6479	8087	6340	29410	28969
	b) Changes in Inventories of finished goods, work in progress and stock in trade	485	(887)	(109)	(625)	254
	c) Employee benefits expense	592	397	365	1776	1576
	d) Finance Cost	255	235	216	936	891
	e) Depreciation and amortisation expense	119	74	61	335	305
	f) Other expenses	1108	1389	869	4676	4230
	Total Expenses	**9038**	**9295**	**7742**	**36508**	**36225**
5	**Profit(+)/ Loss(-) before exceptional items (3-4)**	**211**	**256**	**288**	**1057**	**1011**
6	Exceptional Items	(32)	—	147	(32)	147
7	**Profit(+)/ Loss(-) before tax (5-6)**	**243**	**256**	**141**	**1089**	**864**
8	**Tax Expenses**					
	(1) Current tax	155	61	108	370	288
	(2) Deferred tax	(27)	1	(15)	(26)	(21)
9	**Net Profit(+)/ Loss(-) after Tax (7-8)**	**115**	**194**	**48**	**745**	**597**
10	Other Comprehensive Income/ (Loss)	50	(2)	(22)	45	(6)
11	**Total Comprehensive Income for the period (IX+X)**	**165**	**192**	**26**	**790**	**591**
12	Paid-up equity share capital (Face Value of Rs 1/- each)	800	800	800	800	800
13	Reserves excluding revaluation reserves as per Balance Sheet of previous accounting year	—	—	—	—	—
14	**EPS for the period (Rs.) (not annualised)**					
	a Basic	0.14	0.24	0.06	0.93	0.75
	b Diluted	0.14	0.24	0.06	0.93	0.75

STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES

(Rs. in Lacs)

	PARTICULARS	31-Mar-2024 Audited	31-Mar-2023 Audited
A	**ASSETS**		
1	**Non-Current Assets**		
	a) Property, Plant & Equipment	2757	2246
	b) Capital Work-in-progress	39	—
	c) Intangible Assets	27	3
	d) Right of use Assets	154	205
	e) Intangible Assets under Development	—	13
	i) Loans	36	33
	ii) Other Financial Assets	8	6
	f) Deferred Tax Assets (Net)	6	26
	g) Other Non-Current Assets	1203	676
	Sub total Non-Current Assets	**4230**	**3208**
2	**Current Assets**		
	a) Inventories	3963	3279
	b) Financial Assets		
	i) Trade Receivable	3535	3419
	ii) Cash & Cash Equivalents	1056	806
	iii) Other Bank Balances	557	261
	iv) Loans	13	10
	v) Other Financial Assets	83	23
	c) Current Tax Assets (Net)	—	3
	d) Other Current Assets	2488	2281
	Sub total Current Assets	**11695**	**10082**
	TOTAL ASSETS	**15925**	**13290**
B	**EQUITY AND LIABILITIES**		
1	**Equity**		
	a) Share Capital	800	800
	b) Other Equity (Reserve & Surplus)	6505	5715
	Total Equity	**7305**	**6515**
2	**Liabilities**		
	Non-Current Liabilities		
	a) Financial Liabilities		
	i) Borrowings	430	711
	ii) Other Financial Liabilities	39	40
	b) Long term Provisions	22	33
	Sub-total Non-Current Liabilities	**491**	**784**
3	**Current Liabilities**		
	a) Financial Liabilities		
	i) Borrowings	4377	3958
	ii) Trade Payable		
	total o/s dues of creditors micro and small enterprises	—	—
	total o/s dues of creditors other than micro and small enterprises	2846	1197
	iii) Other Financial Liabilities	28	132
	b) Other current liabilities	793	491
	c) Short-term provisions	40	213
	d) Current Tax Liabilities (net)	45	—
	Sub-total Current Liabilities	**8129**	**5991**
	Total Liabilities	**15925**	**13290**

Notes :

1. The above results have been reviewed by the Audit Committee at their meeting held on 30th May 2024 for the quarter and year ended 31st March 2024 and thereafter were approved by the Board of Directors at their meeting held on 30th May 2024.
2. The Company has two business segments i.e. manufacturing of Aluminium Extruded Products and manufacturing Transmission and Distribution Line Hardware. However, the Company does not fall under any of the criteria laid down under Ind AS - 108 and hence segment Reporting not applicable.
3. The above is an extract of the detailed fromat of quarterly results filed with the Stock Exchange under regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly results are available on the Stock Exchange of BSE at **www.bseindia.com**, NSE at **www.nseindia.com** and on Company's website at **www.centuryextrusions.com**
4. Ind AS 115, Revenue from Contracts with Customers, mandatory for reporting periods beginning on or after April 1, 2018, replaces the existing revenue recognition requirements. As per the assessment of the Company, on adoption of Ind AS 115, there is a decrease in the profit of the Company by Rs.30.18 lakhs for the year ended 31st March 2024.
5. The figures of the last quarter are the balancing figures between audited figures in respect of full financial year upto 31st March 2024 and the unaudited published year to date figures upto 31st December 2023 being the dates of the end of the third quarter of financial year respectively which were subject to limited review.
6. These financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards("IND AS") prescribed under Section 133 of the Companies Act,2013 read with the relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.

For **Century Extrusions Limited**

Sd/-

Vikram Jhunjhunwala

Chairman and Managing Director

DIN :- 00169833

Place : Kolkata

Date : 30.05.2024

কোটাক মাহিন্দ্রা প্রাইম লিমিটেড

kotak

রেজিস্টার্ড অফিস - ২৭ বিকেসি, সি২৭, জি ব্লক, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৫১

দখল বিজ্ঞপ্তি

(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

(সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৮ (১) এর সাথে পড়া পরিশিষ্ট ৪ অনুসারে)

যেখানে,

নিম্নস্বাক্ষরকারী হলেন মেসার্স কোটাক মাহিন্দ্রা প্রাইম লিমিটেড-এর ৮ই জানুয়ারী ২০২৪ তারিখের বোর্ড রেজুলেশনের মাধ্যমে অনুমোদিত আধিকারিক ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন অ্যাক্ট, ১৯৪৯ এর অর্থের মধ্যে একটি নন-ব্যাঙ্কিং ফাইন্যান্স কোম্পানি যার নিবন্ধিত অফিস রয়েছে ২৭কেবিসি, সি ২৭, জি ব্লক, বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৫১-এ এবং এর একটি শাখা অফিস ২২, ক্যামাক স্ট্রিট, ৬ তলা, ব্লক বি, কলকাতা-৭০০০১৬, দ্য সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (''এসএআরএফএইএসই অ্যাক্ট'') এর অধীনে এবং ধারা ১৩(২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে এবং ১৩ (১২) সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৮(১) সহ পড়া হয়েছে ৫ই মার্চ, ২০২৪ থেকে ১ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছো। মেসার্স মোহন মোটরস ডিস্ট্রিবিউটরস প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা) ২. এমএস মোহনমোটর শিল্প প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা) ৩. মেসার্স মোহন মোটর সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা) ৪. মেসার্স মোহন মোটরস সেলস প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা) ৫. মেসার্স গঙ্গেসভিউ ভ্যানিজ্যা প্রাইভেট লিমিটেড (বন্ধক/জামিনদার) ৬. মেসার্স কল্পতরু বানিজ্য প্রাইভেট লিমিটেড (বন্ধক/জামিনদার) ৭. শ্রী মোহন লাল বাজাজ (বন্ধক/জামিনদার) ৮. শ্রী সন্দীপ কুমার বাজাজ (জামিনদার) ৯. শ্রী গুয়ারভ বাজাজ (বন্ধক/জামিনদার) ১০. শ্রীমতি প্রীতি সন্দীপ বাজাজ (গ্যারান্টার) ১১. মেসার্স ইম্পেরিয়াল নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড (গ্যারান্টার) ১২. মেসার্স অর্কিড শেল্টার প্রাইভেট লিমিটেড (গ্যারান্টার) ১৩. মেসার্স লেগুন ভ্যানিজ্যা প্রাইভেট লিমিটেড (গ্যারান্টার) ১৪. মেসার্স এমএসপি ভ্যানিজ্যা প্রাইভেট লিমিটেড এখন মোহন মোটর উদ্যোগ প্রাইভেট লিমিটেড নামে পরিচিত (গ্যারান্টার) মোট বকেয়া পরিমাণ টাকা পরিশোধ করতে। ৫০,৭৫,১৫,৯৩৮/- (টাকা পঞ্চাশ কোটি পাঁচাত্তর লক্ষ পনের হাজার নয়শো আটত্রিশ মাত্র) ২রা মার্চ, ২০২৪ তারিখে ঋণ অ্যাকাউন্ট নং ডব্লুএফ২৮৫৩৬, ডব্লুএফ২৮৮২৩, ডব্লুএফ১০৯,৫৩৬, ডব্লুএফ১০৯৫৩৮, ডব্লুএফ১০৯৫৩৮, সিএফ১০৯৬৩৮ আরও সুদের জন্য বকেয়া পরিমাণের জন্য এবং এর উপর অন্যান্য চার্জ ৩রা মার্চ ২০২৪ থেকে চুক্তিভিত্তিক হারে, উল্লিখিত ডিমান্ড নোটিশ প্রদানের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে প্রকৃত আদায় (বকেয়া পরিমাণ) হওয়া পর্যন্ত। উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/বন্ধক/জামিনদার(গণ) অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/বন্ধক/জামিনদার(গণ) এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির প্রতীকী দখল নিয়েছেন। এই ৩০ শে মে ২০২৪ তারিখে উপরে বর্ণিত বিধিগুলির ৮-এর সাথে পড়া এসএআরএফএইএসই অ্যাক্ট ১৩(৪) ধারার অধীনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা ঋণগ্রহীতা/বন্ধক/জামিনদার(গুলি) এবং জনসাধারণ সাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তির সাথে লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তির সাথে কোনও লেনদেন কোটাক মাহিন্দ্রা প্রাইম লিমিটেডের চার্জ সাপেক্ষে হবে, যার একটি শাখা অফিস রয়েছে ২২, ক্যামাক স্ট্রিট, ৬ তলা, ব্লক বি, কলকাতা-৭০০০১৬-এ , টাকার জন্য ৫০,৭৫,১৫,৯৩৮/- (টাকা পঞ্চাশ কোটি পাঁচাত্তর লক্ষ পনের হাজার নয়শো আটত্রিশ মাত্র) ২রা মার্চ, ২০২৪ তারিখে, ৩রা মার্চ ২০২৪ থেকে তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক হারে আরও সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ পরিশোধ এবং অথবা আদায়।

ঋণগ্রহীতা/বন্ধক/জামিনদার(দের) এসএআরএফএইএসই অ্যাক্ট ১৩ ধারার উপধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি মনোযোগ আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে, উপলব্ধ সময়ের ক্ষেত্রে, সুরক্ষিত সম্পদটি ভাঙানোর জন্য।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

নিম্নলিখিত সম্পত্তির উপর বন্ধকঃ

ক্রম. নং.	সম্পত্তির বিবরণ	মালিকের নাম	সীমানা আবদ্ধ	বন্ধককৃত চুক্তির প্রকৃতি
১.	সেই সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল অবিভক্ত ১/৫ ভাগ জমিতে পড়ে আছে এবং মৌজা ধলেন্ডা পি.এস. এর অধীনে জেএল নং ৮ এর মৌজা ধলেন্দায় অবস্থিত। তিলজলা কলকাতার ৫৮ নং ওয়ার্ডের আরএস দাগ নং ৬৫ এবং খৈতান নং ৫১৯, ৫২১ এবং ৫২২ নিয়ে গঠিত	কল্পতরু বানিজ্য প্রাইভেট লিমিটেড	উত্তরঃ দাগ নং ৬৬ ও ৬৭ দক্ষিণঃ দাগ নং ৫০ দ্বারা পূর্বঃ দ্বারা ২০ প্রশস্ত উত্তরণ পশ্চিমঃ দাগ নং ৬৪ এবং ১২ প্রশস্ত উত্তরণ দ্বারা	বিক্রয় দলিল তারিখ ২০.০১.২০০৪ হচ্ছে দলিল নং ০০৩৭৯
২.	সেই সমস্ত টুকরো এবং অবিভক্ত ৮১০ তম অংশের পার্সেল মৌজা ধলেন্দা পিএস এর অধীন জেএল নং ৮ এর মৌজা ধলেন্দায় পড়ে থাকা এবং অবস্থিত। তিলজলা কলকাতার আরএস দাগ নং ৬৫, খৈতান নং ৫১৯, ৫২১ এবং ৫২২ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত।	কল্পতরু বানিজ্য প্রাইভেট লিমিটেড	উত্তরঃ দাগ নং ৬৬ ও ৬৭ দক্ষিণঃ দাগ নং ৫০ দ্বারা পূর্বঃ দ্বারা ২০ প্রশস্ত উত্তরণ পশ্চিমঃ দাগ নং ৬৪ এবং ১২ প্রশস্ত উত্তরণ দ্বারা	বিক্রয় দলিল তারিখ ৩০.১২.২০০৩ হচ্ছে দলিল নং ১১৮৮৮
৩.	৭ কাঠা-সহ ৪ ছটাক ৭ বর্গফুট আয়তনের এক প্লট জমির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল থানা-র অধীনে মৌজা ধলেন্দা জে এল নং ৮ এ অবস্থিত। তিলজলা আরএস দাগ নং ৬৬, খৈতান নং ১৮০ ওয়ার্ড নং ৫৮ কলকাতা নিয়ে গঠিত।	কল্পতরু বানিজ্য প্রাইভেট লিমিটেড	উত্তরঃ আর.এস. দাগ নং ৬৭ দক্ষিণঃ আর.এস. দাগ নং ৬৫ পূর্বঃ ২০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা পশ্চিমঃ আর.এস. দাগ নং ৬৭ এবং ৬৫	বিক্রয় দলিল তারিখ ২৬.০৩.২০০৪ হচ্ছে দলিল নং ০২৫৫৯
৪.	২৪ কাঠা ১২ ছটাক ৪০ বর্গফুট এলাকা পরিমাপের এক প্লট জমির সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল পিএস এর অধীনে মৌজা ধলেন্দা জে.এল. নং ৮-এ অবস্থিত। থানা তিলজলা আরএস দাগ নং ৬৭, খতিয়ান নং ২৩ ওয়ার্ড নং ৫৮ কলকাতা নিয়ে গঠিত।	কল্পতরু বানিজ্য প্রাইভেট লিমিটেড	উত্তরঃ ২০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা দক্ষিণঃ আর.এস. দাগ নং ৬৫ এবং ৬৬ পূর্বঃ আর.এস. দাগ নং ৬৬ এবং ২০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা পশ্চিমঃ ২০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা	বিক্রয় দলিল তারিখ ২৬.০৩.২০০৪ হচ্ছে দলিল নং ০২৫৫৮

তারিখঃ ৩১.০৫.২০২৪

স্থানঃ কলকাতা

কোটাক মাহিন্দ্রা প্রাইম লিমিটেড-এর পক্ষে

স্বা/-

অনুমোদিত অফিসার

অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেড

১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১, ফোনঃ ২২৩০৯০৯৫

ই-মেলঃ allianceudyog@gmail.com সিআইএনঃ এল৭০১০০ডব্লুবি১৮৯৫পিএলসি০০১০২১

৩১শে মার্চ, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র এবং একত্রিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

(টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	স্বতন্ত্র: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	একত্রিত: বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১.	অপারেশন থেকে মোট আয় (নেট)	৫৫২৫.৮১	৪৩১০.৪০	৪৩৮৫.৪০	১৮৬৮২.০২	১৭২৪১.৬১	৮৬৮২.০২	১৭২৪১.৬০
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেম)	২৪৫.৬৯ ১১৯৫২.৭৬	১৬৫.০৫ ২৮৮৮.০৭	৯১০.৮৮ ৫৫১৪.৪৭	৭২৫.৪৫ ৩২৭০৬.২৬	২৬৬.৯১ ১৩৩১৮.৮৯	১৯০.৯৮ ৩২৭০৬.৭৬	১০২৯.১৮ ১৩৩১৮.৮৯
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	১১৯৫২.৭৬	২৮৮৮.০৭	৫৫১৪.৪৭	৩২৭০৬.২৬	১৩৩১৮.৮৯	৩২৭০৬.৭৬	১৩৩১৮.৮৯
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	৬৩০৫.৯৩	১০৪৩.৬৯	৫৫০৭.১৩	২৭০৪৯.৬৭	১১৪৭৪.৫১	২৭০৪৯.৬৭	১১৪৭৪.৫১
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মিলিত মুনাফা / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	৫২০৪.০২	১০৮৪.০৫	১৭০৮৫.৯০	৯২০৮২.৯২	৫৮৭৯৬.৩৬	১০৩৮২৪.৮৬	৫৮৩৯.৮০
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)	৬২৭৯৬৩.০১	৫২৭১৫০.৭০	৫২৭১৫০.৭০	৬২৭৯৬৩.০১	৫২৭১৫০.৭০	৬২৫০২.১৭	৫৫৯৯৪৭.৮০
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা)							
	(চলমান এবং বন্ধ অপারেশনের জন্য)							
	মৌলিক (টাকা)	১০.৫১	১.৭৩	৯.১৮	৪৫.০৮	১৯.১২	৪৯.২৩	২১.০৮
	মিশ্রিত (টাকা)	১০.৫১	১.৭৩	৯.১৮	৪৫.০৮	১৯.১২	৪৯.২৩	২১.০৮

মন্তব্য

(ক) উপরোক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছিল এবং ৩০ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল

(খ) উপরেরটি SEBI (তালিকা এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক / বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক /বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জে, সিএসই লিমিটেড (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট- (www.allianceudyog.co.in) এর ওয়েবসাইটে উপলব্ধ।

স্থানঃ কলকাতা

তারিখঃ ৩০ মে, ২০২৪

অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেডের পক্ষে

স্বা/- লোকেশ রথী

কোম্পানি সচিব

KOL RMS/422/2023-2025 Dl. No.: 42/2023 Dated 13.12.23 RNI No. 64730/1995

‘আমি কুলদীপকে কখনও ব্যাট করতেই দেখিনি’

নিউ ইয়র্ক, ৩০ মেঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ভারতীয় টিমের প্রস্তুতি জোরকদমে চলছে। ইতিমধ্যেই আমেরিকায় টিম ইন্ডিয়ার প্রথম নেট সেশনও হয়েছে। টি-২০ বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার আগে আইসিসির পক্ষ থেকে বকেয়া পুরস্কার মিটিয়ে দেওয়া হল একাধিক দেশের ক্রিকেটারদের। এই বকেয়া পুরস্কার কী? আসলে আইসিসির পক্ষ থেকে প্রতি বছর টেস্ট, ওডিআই এবং টি-২০ ফর্ম্যাটের একটি টিম বানানো হয়। একাধিক দেশের ক্রিকেটাররা পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে সেই টিমে সুযোগ পান। অনেক ভারতীয় ক্রিকেটার গত বছর আইসিসির সেই পুরস্কার পেয়েছেন। এ বার তাই হাতে হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ক্রিকেটারদের। এই পুরস্কার দিতে গিয়ে রোহিত শর্মা তাঁর এক সতীর্থর দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন। আইসিসির শেয়ার করা ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, ভারতীয় তারকা ক্রিকেটার কুলদীপ যাদবকে আইসিসির ওডিআই টিম অব দ্য ইয়ারের ক্যাপ তুলে দেন রোহিত শর্মা। সেখানে শোনা যায়, রাহুল দ্রাবিড় জানান কুলদীপকে পুরস্কার

তুলে দেবেন রোহিত শর্মা। এরপর কুলদীপকে ওই আইসিসির বিশেষ ক্যাপ দেওয়ার সময় রোহিত বলেন, ‘‘এই দারুণ অ্যাথলিটকে এই বিশেষ ক্যাপ দেওয়ার জন্য আমি ভীষণ আনন্দিত। ও টিম ইন্ডিয়ার কাছে সম্পদ।’’ এরপর রোহিত বলেন, এই পুরস্কার পেয়ে কুলদীপকে কিছু বলতে। তিনি প্রথমে কিছু বলতে অস্বীকার করেন। এরপর কুলদীপ বলতে শুরু করেন, ‘‘আমার তো বেশি কিছু বলার নেই। গত বছর আমার দারুণ কেটেছে। ব্যাটে ও বলে দুটোতেই আমার ভালো কেটেছে।’’ কুলদীপের এ কথা শুনে রোহিত চমকে গিয়ে প্রশ্ন করেন, তিনি কবে ব্যাট করেছেন? রোহিতের এমন প্রশ্ন শুনে কিছুটা হকচকিয়ে যান কুলদীপ যাদব। এরপর জানান, তিনি টেস্ট সিরিজে ভালো ব্যাটিংয়ের কথা বলেছেন। আরও জানান, বিশ্বকাপেও ভালো পারফর্ম করেছিলেন। এরপর রোহিত বলেন, ‘‘আমি তো ওর দলের অধিনায়ক। আমি ওকে কখনও ব্যাট করতে দেখিনি। তাই আমি জানি, ও কোন ব্যাটিংয়ের কথা বলছে।’’ এই কথোপকথনের শেষে রোহিতের মুখে এক চিলতে হাসি দেখা যায়। আর কুলদীপ তো ভারত অধিনায়কের কথা শুনে হাসতে থাকেন। বোঝাই যায় সতীর্থর সঙ্গে মজা করছিলেন রোহিত। তাঁর এই স্বভাবের জন্য টিমের সকলে তাঁকে বড় দাদার চোখে দেখে।

গম্ভীরের কোচ হওয়ার পথে কাঁটা সৌরভের টুইট

রোহিতদের দায়িত্ব চান মহারাজও!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না... এ কথা কমবেশি সকলেই শুনেছেন। যে কোনও কাজ করার আগে আমাদের ভালো ভাবে ভেবে নেওয়া উচিত। তারপর কাজ করা উচিত। এমনও হতে পারে সঠিক ভাবে না ভাবার জন্য সেই কাজের পরিণতি ভালো নাও হতে পারে। বিসিসিআই নতুন হেড কোচের সন্ধানে রয়েছে। টি-২০ বিশ্বকাপ অবধি রোহিত শর্মাদের কোচ থাকছেন রাহুল দ্রাবিড়। কিন্তু তারপর আর দ্রাবিড় চুক্তি বাড়াতে চান না। এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই বোর্ড টিম ইন্ডিয়ার নতুন কোচের সন্ধানে রয়েছে। অনেকেই দ্রাবিড়ের হটসিটে দেশের প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটার, আইপিএলে কেকেআরের মেন্টর গৌতম গম্ভীরকে দেখছেন। এই পরিস্থিতিতে হঠাৎই দেশের প্রাক্তন অধিনায়ক ও প্রাক্তন বোর্ড সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কোচ সংক্রান্ত একটি পোস্ট করেছেন সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে। তারপর থেকে জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এক্স-এ লিখেছেন, ‘একজনের জীবনে কোচের ভূমিকা বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁদের পরামর্শ এবং অক্লান্ত পরিশ্রমই মাঠে এবং মাঠের বাইরে যে কোনও মানুষের ভবিষ্যৎ গড়ে দেয়। তাই কোচ এবং প্রতিষ্ঠান ভেবেচিন্তে বেছে নেওয়া দরকার।’ ক্রিকেট মহল কিন্তু মনে করতে পারছে না, গম্ভীরের সঙ্গে তাঁর কোনও জটিলতা অতীতে ছিল কিনা। অবশ্য সৌরভ যতটা ধোনি এবং তাঁর সতীর্থদের নিয়ে নানান সময় মন্তব্য করেছেন, গম্ভীরকে নিয়ে দেখা যায়নি। ঘটনা হল, ওয়ান

ডে ক্রিকেটে সৌরভ পরবর্তী জমানায় বাঁ হাতি ওপেনার হিসেবে উত্থান হয়েছিল গম্ভীরের। দিল্লির ছেলেকে এনেই সৌরভকে সরানো হয়েছিল কেকেআর থেকে। তা নিয়ে বিতর্ক আজও রয়েছে। সৌরভ কেকেআর থেকে বাতিল হওয়ার পর শাহরুখ খানকে পর্যন্ত তীব্র বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। গম্ভীরকেও কেকেআর ক্যাপ্টেন হিসেবে গ্রহণ করতে সময় লেগেছিল কলকাতার। অন্য আর একটা যুক্তি এর পিছনে রয়েছে। রাহুল দ্রাবিড়কে কোচ করার পিছনে সৌরভ-সচিনদের মস্তিষ্ক ছিল। সেই দ্রাবিড় কোচ হিসেবে যথেষ্ট সফল বলাই যায়। দু’বার টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে তুলেছেন টিমকে। আর একবার ওয়ান ডে বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলেছে ভারত। অবশ্য একটা যুক্তি দ্রাবিড়ের বিরুদ্ধে যায়, তিনি ভারতকে কোনও ট্রফি দিতে পারেননি। এ সব বাদ দিলেও কোচ হিসেবে রাহুল দ্রাবিড় যে যথোপযুক্ত লোক, এ নিয়ে সন্দেহ কারওরই নেই। যে কারণে বোর্ড শুরুতে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাহুল দ্রাবিড়কে রেখে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। ওয়ান ডে বিশ্বকাপের আগেও সরে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন রাহুল। সে সময় বোর্ডের প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল। কিন্তু এ বার আর হল না। খুব স্বাভাবিকভাবেই সৌরভের মতো প্রাক্তন ক্যাপ্টেন এবং বোর্ড প্রেসিডেন্ট চান, যিনিই ভারতীয় টিমের কোচ হবেন, তিনি যেন দীর্ঘমেয়াদি দায়িত্ব পান। তাতে টিমেরই লাভ। সৌরভ হয়তো সেই লাভ লোকসানের হিসেব কষার জন্যই বোর্ডকে ধীরে চলার পরামর্শ দিয়েছেন। সৌরভের এই পোস্ট ঘিরে নতুন জল্পনা, তিনি কি ভারতের কোচ হতে চান। তিনি বহুদিন আগে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, কোনও সময় যদি ভারতের কোচ হওয়ার মতো পরিস্থিতি আসে, তা হলে তিনি কোচ হতে রাজি রয়েছেন। এই মুহূর্তে সৌরভ দিল্লি দলের ডিরেক্টর কাম মেন্টর পদে রয়েছেন। কোচ পন্টিংয়ের সঙ্গে মাঠে নেমে ক্রিকেটারদের হাতেকলমে দেখিয়ে দেওয়ার ব্যাপারেও মহারাজ নজর কেড়েছেন। তাই তিনি ভারতের কোচ হওয়ার বিষয়ে সুপ্ত ইচ্ছের কথা ভাসিয়ে দিলেন কিনা সেটিও একটি প্রশ্ন। সৌরভ এমন এক মহাব্যক্তিত্ব, যিনি আগ বাড়িয়ে ভারতের কোচ হওয়ার আবেদন করলে সেটি হিতে বিপরীত হতে পারে। তাই তাঁকে প্রস্তাব দেওয়া হলে সেটাই সম্মানের ব্যাপার হবে ভারতের অন্যতম সেরা দলনায়কের ক্ষেত্রে।

ভারতের জার্সিতে ফিরেই ফুরফুরে ঋষভ পন্থ

বললেন ‘আমাদের এখানে মানিয়ে নেওয়ার পালা’

ফ্লোরিডা, ৩০ মেঃ দরজায় কড়া নাড়ছে টি-২০ বিশ্বকাপ। ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টে গেলেই বিশ্বকাপের মাস শুরু। আইসিসি ট্রফিতে ফোকাস রোহিত অ্যান্ড কোংয়ের। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুশীলন চলছে মেন ইন ব্লুর। তারই ফাঁকে বিসিসিআইয়ের এক সাক্ষাৎকারে বেশ ফুরফুরে মেজাজে দেখা গিয়েছে ঋষভ পন্থকে। দীর্ঘদিন পর জাতীয় টিমে কামব্যাক হয়েছে ঋষভ পন্থের। বিশ্বকাপের আগে ভারতের জার্সি বেশি করে তাতাচ্ছে ঋষভকে। উত্তেজিত পন্থ এই পরিস্থিতিতে মনের ভাব তুলে ধরেছেন বিসিসিআইয়ের শেয়ার করা ভিডিয়োতে। বিসিসিআইয়ের শেয়ার করা পন্থের ভিডিয়োতে শুরুতেই তাঁর সঙ্গে দেখা যায় দেশের মিডল অর্ডারের তারকা ক্রিকেটারকে। সেখানে সূর্যকুমার যাদব তাঁকে প্রশ্ন করেন, ‘তুমি আমাকে মিস করেছ?’ উত্তরে ঋষভ পন্থ বলেন, ‘অবশ্যই তোমাকে মিস করেছি। কিন্তু আমি তোমাকে এনসিএতেও দেখেছি।’ এরপর পন্থ জানান, তিনি সূর্যকে এনসিএতে দেখে খুশি হয়েছিলেন কারণ, তিনি সেখানে একাকী অনুভব করতেন। বোর্ডের ওই ভিডিয়োতে ঋষভ পন্থকে দেখা যায় নেটে ব্যাটিং অনুশীলন করতে। ভারতের প্রথম নেট সেশনে সকলেই হাজির ছিলেন। জসপ্রীত বুমরা, হার্দিক পান্ডিয়া, কুলদীপ যাদবদের বোলিং অনুশীলন করতেও দেখা যায়। মার্কিন মুলুকে অনুশীলনের ফাঁকে ঋষভ বলেন, ‘ভারতের জার্সি গায়ে চাপিয়ে আবার মাঠে নামার অনুভূতিই আলাদা। এই বিষয়টা আমি ভীষণ মিস করেছি। সতীর্থদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ওদের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছি, মজা করছি। এই বিষয়গুলো মনকে খুশি দিচ্ছে।’ ভারতীয় টিমের টি-২০ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি কেমন হচ্ছে? এই প্রসঙ্গে ঋষভ পন্থ বলেন, ‘আমরা বিভিন্ন দেশে খেলতে অভ্যস্ত। কিন্তু এ বারের বিশ্বকাপ আলাদা। ক্রিকেট বিশ্বজুড়ে বিস্তারিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি দেশে আসা এবং এখানে এক্সপোজার পাওয়া ক্রিকেটের জন্য এবং সেইসঙ্গে ইউএসএ ক্রিকেটের জন্য ভালো হবে বলে আমি মনে করি। নতুন পিচ এখানে। সব কিছু ধীরে ধীরে সেট হচ্ছে। আমাদের মানিয়ে নেওয়ার পালা। আমি মনে করি এখানে সূর্য একটু বেশি উজ্জ্বল। তার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। আশা করি, আমি আরও ভালো পারফর্ম করব।’

বিদেশি বাছাইয়ে ইউরো কাপে নজর বাগান টিম ম্যানেজমেন্টের!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ মেঃ নতুন মরসুমের জন্য জোরকদমে দলগঠনের প্রক্রিয়া চলছে। পিছিয়ে নেই কলকাতার তিন প্রধানও। সামনের মরসুমে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র মূলপর্বে খেলবে মোহনবাগান। সেই মতো দল গঠনেও জোর দিচ্ছে বাগান টিম ম্যানেজমেন্ট। দিমিত্রি পেত্রাতোস, জেসন কামিংসকে রেখে দিচ্ছে বাগান। বাকি চার বিদেশি হেক্টর ইউস্তে, ব্রেন্ডন হ্যামিল, জনি কাউকো, আর্মান্দো সাদিকুকে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি মোহনবাগান। তবে শক্তিশালী দল গঠনের জন্য ভালো মানের

বিদেশি ফুটবলার রিক্রুট করতে তৎপর মোহনবাগান। অজি বিশ্বকাপার জেমি ম্যাকলারেন একপ্রকার পাকা সবুজ-মেরুনে। বাকি বিদেশি বাছাইয়ে কিছুটা ধীরে চলো নীতি নিয়েছে বাগান টিম ম্যানেজমেন্ট। সামনের মাসেই শুরু হচ্ছে ইউরো কাপ। সূত্রের খবর, সেই ইউরো কাপেই নজর রাখছে বাগান থিঙ্ক ট্যাঙ্ক। এর আগেও ইউরো কাপে খেলা জনি কাউকো, আর্মান্দো সাদিকুকে নিয়ে এসেছে সবুজ-মেরুন। এবারও গঙ্গাপারের ক্লাবে ইউরো কাপার দেখা গেলে অবাক হওয়ার নেই। তাই বিদেশি চয়ণে কিছুটা ধীরে চলো নীতি নিয়েছে মোহনবাগান। এদিকে সামনের বছর কোচের হটসিটে কাকে দেখা যাবে তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। সূত্রের খবর, হাবাস নিজে চাইছেন ডিরেক্টর হিসেবে দলের সঙ্গে থাকতে। সেক্ষেত্রে হাবাসের পছন্দের কাউকে কোচের সিটে দেখা যেতে পারে। যদিও এ বিষয় নিয়ে স্প্যানিশ কোচের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছে বাগান টিম ম্যানেজমেন্ট।

নিউ ইয়র্ক পৌঁছেই ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন রিঙ্কু সিং!

নিউ ইয়র্ক, ৩০ মেঃ রিঙ্কু সিং, তাঁর নামের পাশে এ বার থেকে লেখা থাকবে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন। দীর্ঘদিন নাইটদের প্রহরী হিসেবে রয়েছেন আলিগড়ের ছেলে। ক্রিকেট মহলে অনেকেই তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখছেন। টি-২০ বিশ্বকাপ টিমে থাকার যোগ্য তিনি, এমন কথাও শোনা গিয়েছে বার বার। তিনি অবশ্য ভারতের টি-২০ বিশ্বকাপ টিমে সুযোগ পাননি। রয়েছেন রিজার্ভ প্লেয়ারের তালিকায়। তাই ভারতের মাটিতে নাইটদের জার্সিতে আইপিএল জেতার পর রিঙ্কু সিং পাড়ি দিয়েছেন নিউ ইয়র্কে। মনে একরাশ খুশি নিয়ে নিউ ইয়র্কে পৌঁছে গিয়েছেন রিঙ্কু সিং। ভারতের মাটিতে আইপিএল জেতার পরই রিঙ্কু জানিয়ে দিয়েছিলেন, এ বার তিনি বিশ্বকাপ হাতে তুলতে চান। নিউ ইয়র্ক পৌঁছেই সেখান থেকে ২টি ছবি আপাতত ইন্সটাগ্রাম স্টোরিতে শেয়ার করেছেন রিঙ্কু সিং। যার একটিতে দেখা যায় ঝলমলে আকাশ। সম্ভবত সেই ছবিটি রিঙ্কু টিম হোটেলের জানালা থেকে তুলেছেন। আর অপর ছবিতে দেখা যায় রিঙ্কু সিং নিউ ইয়র্ক ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছেন। রিঙ্কু কি একা একা নিউ ইয়র্কে ঘুরছেন? তা অবশ্য নয়। নাইট তারকার ইন্সটাগ্রাম স্টোরিতে দেখা যায়, ভারতীয় স্পিনার কুলদীপ যাদব এবং দেশের তারকা অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাডেজার সঙ্গে রয়েছেন রিঙ্কু সিং। তা দেখে বোঝাই যায় রিঙ্কুর ভ্রমণসঙ্গী হয়েছেন কুলদীপ ও জাডেজা।

জ্যাভলিন হাতে ডিকে, শিক্ষক নীরজ চোপড়া পাশ করলেন দীনেশ কার্তিক?

মুম্বই, ৩০ মেঃ মাস দু’য়েক পর শুরু হবে গ্রেটেস্ট শো অন দ্য আর্থ, প্যারিস অলিম্পিক। তার আগে হঠাৎ ২২ গজ ছেড়ে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের দুনিয়ার হাজির দেশের তারকা ক্রিকেটার দীনেশ কার্তিক। যেহেতু কার্তিক বাইশ গজে পা রাখেননি, তাই তাঁর হাতে ব্যাট বা উইকেটকিপিং গ্লাভস নয়, ছিল জ্যাভলিন। আর ডিকের শিক্ষকের ভূমিকায় দেখা গেল ভারতের সোনাজয়ী জ্যাভলিন তারকা নীরজ চোপড়া। দীনেশ কার্তিক কি পাশ করলেন? প্যারিস অলিম্পিক শুরু হতে আর ২ মাসের মতো সময় বাকি। এই পরিস্থিতিতে জিও সিনেমার ‘গেট সেট গোল্ড’ এক অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করছেন দীনেশ কার্তিক। যা অনুষ্ঠানের থেকে বেশি বলা চলে আড্ডার একটা সেশন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে ডিকের এক ভিডিয়ো। যেখানে কার্তিককে জ্যাভলিন থ্রো করা শেখান নীরজ চোপড়া। টোকিও অলিম্পিকে সোনা জিতে দেশের নাম উজ্জ্বল করেছিলেন নীরজ চোপড়া। তাঁর লক্ষ্য প্যারিস অলিম্পিকেও সোনা জেতা। তার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন নীরজ। এরই ফাঁকে দীনেশ কার্তিক দেখে এলেন তাঁর প্রস্তুতি। একইসঙ্গে একটু জ্যাভলিন

থ্রো করাও শিখে নিয়েছেন ডিকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন দীনেশ কার্তিকের জ্যাভলিন থ্রো-এর ভিডিয়ো ভাইরাল। যেখানে নীরজকে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করতেও শোনা যায়। আর সবচেয়ে পজিটিভ দিক হল, দীনেশ কার্তিক জ্যাভলিন থ্রো-তে সফলও হন। ‘গেট সেট গোল্ড’ অনুষ্ঠানে নীরজ চোপড়া ছাড়াও দেখা যাবে ভারতের একঝাঁক অ্যাথলিটকে। তাঁরা হলেন, বক্সার নিখাত জারিন, হকি গোলকিপার পিআর শ্রীজেশ, ব্যাডমিন্টনে পুরুষ ডাবলসে বিশ্বের এক নম্বর সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি জুটিকে। ওই ‘গেট সেট গোল্ড’ অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করার দায়িত্ব পেয়ে উচ্ছ্বসিত কার্তিক। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘‘দুর্দান্ত সব অ্যাথলিটদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি সম্মানিত। আমি বুঝতে পারছি দারুণ অনুপ্রেরণামূলক একটা অভিজ্ঞতা হতে চলেছে। বিশ্বের এত বড় মঞ্চে সাফল্যে পাওয়ার জন্য কী ধরণের ত্যাগ, অধ্যাবসায় প্রয়োজন তা জানার সুযোগ পাব। দর্শকেরা এর মাধ্যমে জানতে পারবেন আমাদের অলিম্পিয়ানদের শৃঙ্খলা, একাগ্রতা, উন্নতির জন্য ক্রমাগত কঠোর পরিশ্রম করার কথা। তাঁদের প্রতিজ্ঞার কথা।’’

মেসি গোল পেলেও হেরেছে ইন্টার মায়ামি

ফ্লোরিডা, ৩০ মেঃ সর্বশেষ ম্যাচে লিওনেল মেসি, লুইস সুয়ারেজ ও সের্হিও বুসকেতসকে ছাড়াই ভ্যাঙ্কুভারের বিপক্ষে জিতেছিল ইন্টার মায়ামি। আজ চেজ স্টেডিয়ামে আতালান্তা ইউনাইটেডের বিপক্ষে ম্যাচে ফিরেছিলেন মায়ামির এই তিন তারকাই। তবে জিততে পারেনি মায়ামি, আতালান্তার বিপক্ষে হেরেছে ৩-১ গোলে। অথচ গত ৩১ মার্চের পর থেকে এই ম্যাচের আগে পর্যন্ত লিগে জয়হীন ছিল আতালান্তা। লিগে মায়ামি টানা ১০ ম্যাচ অপরাজিত থাকার পর এই প্রথম হারল। ৬০ মিনিটের মধ্যেই মূলত ম্যাচের ভাগ্য অনেকটাই লিখে ফেলেন জর্জিয়ার মিডফিল্ডার সাবা লবজিনিচ। দুটি গোল করে আতালান্তাকে এগিয়ে দেন তিনি। ৬২ মিনিটে বাঁ পায়ের শটে দুর্দান্ত এক গোলে ম্যাচে ফেরার ইঙ্গিত দেন মেসি। তবে ৭৩ মিনিটে জামাল তিয়ারে আরও একটি গোল করলে অনেকটা জয় নিশ্চিত করে ফেলে আতালান্তা। গোল না পেলেও এই ম্যাচের অন্যতম নায়ক মেসির আর্জেন্টিনা জাতীয় দল সতীর্থ

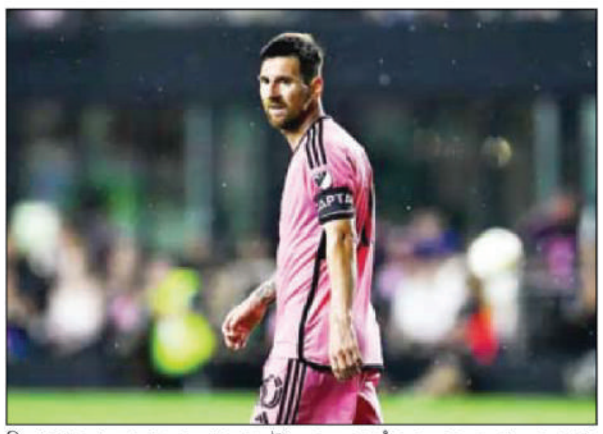

থিয়াগো আলমাদা। পুরো ম্যাচেই মায়ামির ডিফেন্ডারদের ভুগিয়েছেন আতালান্তা তারকা। সর্বশেষ ম্যাচের বিশ্রামে থাকা মেসি চোট কাটিয়ে ১৯ মে অরল্যান্ডো সিটির বিপক্ষে ফিরেছিলেন। সেই ম্যাচে গোল পাননি। গোল পাননি মন্ট্রিয়লের বিপক্ষে ম্যাচেও। আজ ম্যাচের ৪ মিনিটের মধ্যেই গোল পেতে পারতেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। তবে তাঁর হেড ক্রসবারের ওপর দিয়ে চলে যায়। লবজিনিচ প্রথম গোলটি করেন ম্যাচের ৪৪ মিনিটে। মাঝমাঠে থেকে বল টেনে বক্সের বাইরে থেকে দূরপাল্লার শটে গোল করেন এই মিডফিল্ডার। পরের গোলটিও করেন বক্সের বাইরে থেকে। ৫৯তম মিনিটে বাঁ পায়ের শটে। তিন মিনিট পরই মেসি ব্যবধান কমান সেই চিরচেনা বাঁয়ের কোনাকুনি শটে। লিগে এটি মেসির ১১তম গোল, যা সুয়ারেজের সমান। ১২টি গোলও করিয়েছেন মেসি। ম্যাচের ৭৩ মিনিটে আলমাদার দুর্দান্ত এক পাসে সহজ গোল করেন তিয়ারে। এরপর আর মায়ামি ম্যাচে ফিরতে পারেনি। এই ম্যাচের আগে সর্বশেষ মেসির গোল করা ম্যাচে তাঁর দল হেরেছে ২০২২ সালের বিশ্বকাপে, সৌদি আরবের বিপক্ষে। এক্সে এই তথ্য জানিয়েছেন ইতালিয়ান সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিও রোমানো। এই ম্যাচ হারলেও ইস্টার্ন কনফারেন্স পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছে মায়ামি। ১৭ ম্যাচ শেষে তাদের পয়েন্ট ৩৪। এক ম্যাচ কম খেলা সিনসিনাটির পয়েন্ট ১৬ ম্যাচে ৩৩। তারাও সর্বশেষ ম্যাচে ২-০ গোলে হেরেছে ন্যাশভিলের কাছে।

প্রথম গ্রিক ক্লাব হিসেবে ইউরোপিয়ান শিরোপা জয় অলিম্পিয়াকোসের

এথেন্স, ৩০ মেঃ প্যানাথিনাইকোস গ্রিসের সবচেয়ে সফল ক্লাবগুলোর একটি। ১৯৭১ সালে ইউরোপিয়ান কাপের (চ্যাম্পিয়নস লিগ) ফাইনালে হেরেছিল প্যানাথিনাইকোস। গ্রিসের কোনো ক্লাবের ইউরোপিয়ান ট্রফি জয়ের সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছানোর নজির হয়ে ছিল সেই হার। তবে এখন থেকে আর সেই হার বুকে বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে না গ্রিকদের। এথেন্সে গতকাল রাতে সোফিয়া স্টেডিয়ামে শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলে আনন্দের উপলক্ষ পেয়ে যায় গ্রিকরা। সেখানে গ্রিসের প্রথম ক্লাব হিসেবে ইউরোপিয়ান শিরোপা জিতেছে অলিম্পিয়াকোস। ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলে তৃতীয় স্তরের প্রতিযোগিতা ইউরোপা কনফারেন্স লিগের ফাইনালে ইতালির ক্লাব ফিওরেন্তিনাকে ১-০ গোলে হারিয়েছে অলিম্পিয়াকোস। নির্ধারিত সময়ে গোল পায়নি কোনো দল। অতিরিক্ত সময়ের ১১৬ মিনিটে মরোক্কান স্ট্রাইকার আইয়ুব এল কাবির গোলে স্মরণীয় জয় তুলে নেয় অলিম্পিয়াকোস। অলিম্পিয়াকোসের আগে গ্রিস থেকে ইউরোপিয়ান টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলতে পেরেছে শুধু প্যানাথিনাইকোস। ১৯৭১ ইউরোপিয়ান কাপের সেই ফাইনালে ইয়োহান ক্রুইফের পরাক্রমশালী আয়াক্সের কাছে হেরেছিল প্যানাথিনাইকোস। ৫৩ বছর পর গ্রিক সমর্থকদের অপেক্ষা ঘোচাল

অলিম্পিয়াকোস। মরক্কো স্ট্রাইকার এল কাবি কনফারেন্স লিগের এ মরসুমে ১১ গোল করলেন। সবগুলো গোলই করলেন নকআউট পর্বে। সেমিফাইনালে অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে দুই লেগ মিলিয়ে একাই করেছিলেন ৫ গোল। জয়ের পর গ্রিসে পাইরায়েয়ুস অঞ্চলে উৎসবের বন্যা বয়ে যায়। রাস্তায় নেমে পড়েন অলিম্পিয়াকোস সমর্থকেরা। বাজি-পটকা ফুটিয়ে সময়টি তাঁরা স্মরণীয় করে রাখেন। অলিম্পিয়াকোস খেলোয়াড়দের কেউ কেউ কেঁদেও ফেলেন। এথেন্সেও শিরোপা জয়ের উৎসব করেছেন প্রায় ১০ হাজার সমর্থক। ক্লাবটির উইঙ্গার গিওর্গোস মাসুরাস বলেছেন, ‘‘কিছু বলার ভাষা নেই। আমরা এখন ইউরোপে অভিজাতদের কাতারে পড়ি। দায়িত্বও বেড়েছে। এখন এই পর্যায়টা আমাদের ধরে রাখতে হবে।’’ সেভিয়ার হয়ে গত মরসুমেই ইউরোপা লিগ জিতেছেন অলিম্পিয়াকোস কোচ লুইস মেন্দিলিবার। গত ফেব্রুয়ারিতে স্প্যানিশ ক্লাবটির দায়িত্ব ছেড়ে যোগ দেন অলিম্পিয়াকোসে। কনফারেন্স লিগ জয়ের পর মেন্দিলিবার বলেছেন, ‘‘আমি খুব খুশি। কারণ, ক্লাব এমন কিছু জিতেছে, যা আগে কখনো জেতা হয়নি। আমরা উপভোগ করব। আনন্দ করব।’’ এই জয়ে গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী কাইরিয়াকোস মিতসোতাকিস অলিম্পিয়াকোসকে ‘সত্যিকারের কিংবদন্তি’ বলেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’-এ করা পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘অলিম্পিয়াকোস ইউরোপা কনফারেন্স লিগ জিতে ইতিহাস গড়ল! ক্লাব ও গ্রিক ফুটবলের জন্য দুর্দান্ত একটি রাত।’ কনফারেন্স লিগে এ নিয়ে টানা দ্বিতীয়বার ফাইনালে হারল ইতালিয়ান ক্লাব ফিওরেন্তিনা। এবারের আসরে ফাইনালে ওঠার আগপর্যন্ত হারেনি ক্লাবটি। গত মরসুমে কোপা ইতালির ফাইনালেও হেরেছে ফিওরেন্তিনা। হারের পর ফিওরেন্তিনার কোচ ভিনচেঞ্জো ইতালিয়ানো বলেছেন, ‘‘এবার আমরা সত্যিই আশা করেছিলাম। খারাপ লাগছে। খেলোয়াড়দের কাঁদতে দেখাটা আরও বেশি কষ্টকর।’’

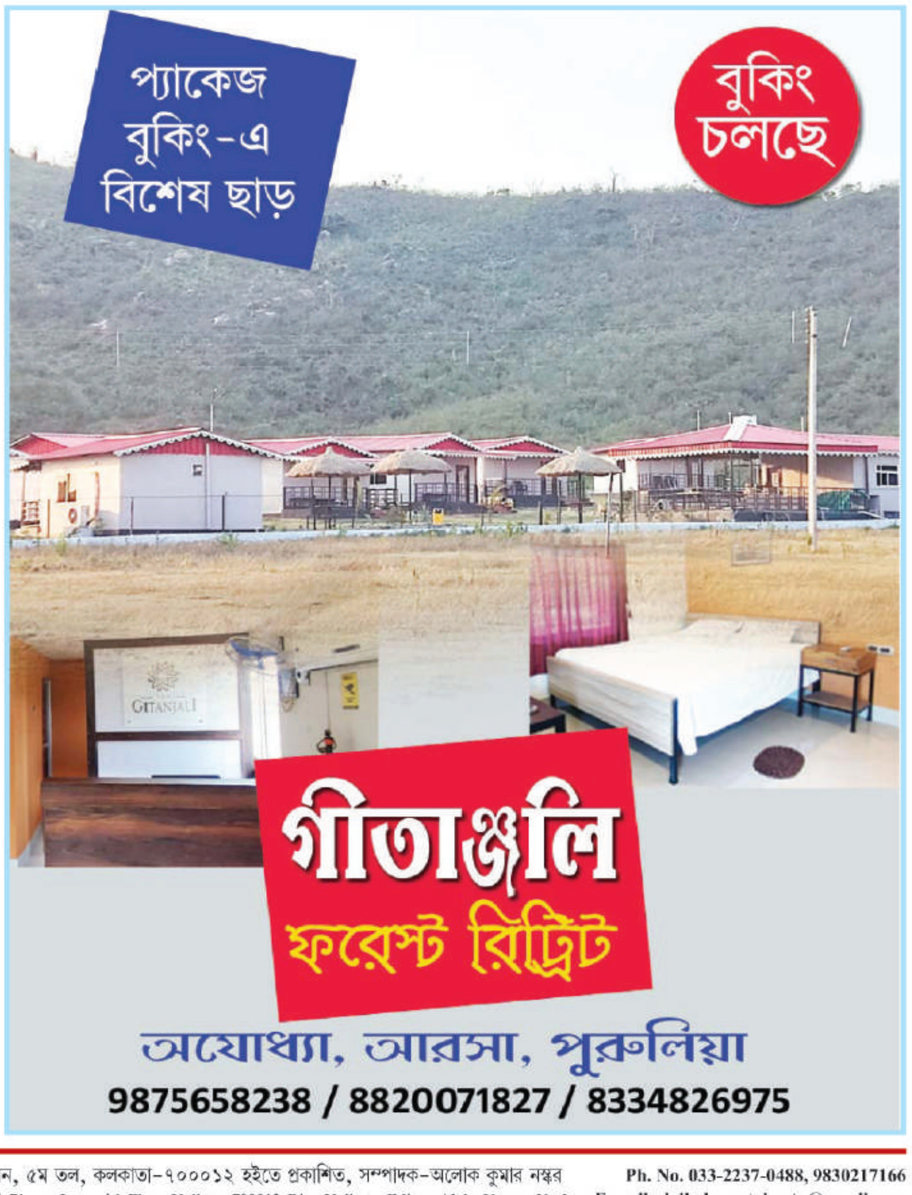

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com